নিভৃত-চিন্তা।

স্বর্গীয়

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর,

সি, আই, ই,

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ।

ঢাকা, ষ্টুডেণ্টস্‌ লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপীমোহন দত্ত

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২০ সন।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

নিভৃত-চিন্তার কএকটি প্রবন্ধ বহুদিনের পুরাতন, কএকটি অপেক্ষাকৃত নূতন। পুরাতন ও নূতন সমস্ত প্রবন্ধই, পূর্ব্বে বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল, এইক্ষণ বহুস্থলে পরিবর্ত্তিত ও বহুল অংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ বালকদিগের জন্য লিখিত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা বাল্যের বয়ঃসীমা অতিক্রম করিয়া সুখ-দুঃখময় সাংসারিক জীবনের গতি ও পরিণতি বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি সামান্য পুষ্টির সম্ভাবনা দেখিলেও যাঁহারা স্বজাতিবাৎসল্যের স্বাভাবিক-প্রণোদনে অকৃত্রিম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন, যদি তাদৃশ ব্যক্তিরা ইহা শ্রম স্বীকার করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ইহাতে স্বমত-সমর্থন কিংবা অন্যদীয় মতের তাৎপর্য্য-জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে কোন কোন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে টীকার পদ্ধতিতে স্থানে স্থানে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, বোধ হয় বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ করিয়া দিলেই ভাল হইত। কিন্তু সময় অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

ইহার মুদ্রণাদি সমস্ত কার্য্যই আমার সন্তান-সদৃশ স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বাবু উমেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, এবং বস্তুতঃ তাঁহারই প্রযত্নে ইহা এই আকারে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু স্নেহের ঋণ কে কোথায় পরিশোধ করিতে পারে? কে কবে পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করে?

ঢাকা, বান্ধব-কার্য্যালয়। } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

১১ই চৈত্র, ১২৮৯।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা দয়া করিয়া নিভৃত-চিন্তার দুই তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই এক সূত্রে গ্রথিত, অথবা মানবজীবন-রূপ মহাকাব্যের একটি মুখ্য কথা লইয়া বিবৃত। ইহার প্রথম সংস্করণের কতিপয় প্রবন্ধ সে সূত্র অথবা সে কথার সহিত সাক্ষাৎসম্পর্কে সম্বদ্ধ ছিল না। উল্লিখিত প্রকারের প্রবন্ধ কয়-টিরে এই হেতু পরিত্যাগ করিয়াছি. এবং তৎপরিবর্ত্তে কএকটি নূতন প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছি। বস্তুতঃ, এই গ্রন্থের প্রায় সমুদয় অংশই এবার এক প্রকার নূতন লিখিয়াছি, এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সার-সিদ্ধান্ত যে মানব-হৃদয়ের অনন্তোন্মুখী আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত অনুকূল ভাবে সম্পৃক্ত, তাহা সুখ-বোধ্য প্রণালীতে বুঝাইবার জন্য অশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। আমার যত্ন ও শ্রম কোন অংশেও সফল হইয়াছে কি না, তাহা এইক্ষণ সহৃদয় পাঠকের বিচারাপেক্ষ।

ঢাকা—আরমাণিটোলা,
বান্ধব-কুটীর।
১৩ই ভাদ্র, ১৩০১।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সূচী-পত্র।

নিভৃত-চিন্তা।

অমৃত।

"অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

আনন্দরূপমমৃতং।

'That Unity that Over-soul, within which every man's particular being is contained and made one with all other.' * * * "The wise Silence; the universal Beauty, to which every part and every particle is equally related."

সুখের যাহা সার, সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য এবং তৃষ্ণার যাহাতে পরমা তৃপ্তি, সেই অন্তর্গূঢ়, অতিপ্রগাঢ় ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দই এস্থলে কবি ও দার্শনিকদিগের অনুসরণে অমৃত বলিয়া উল্লিখিত হইল। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যিনি এই জগদ্‌যন্ত্রের জীবনী শক্তি—জগন্ময় প্রাণ, তাঁহারই

অনুভূতির আর এক নাম অমৃত এবং মনুষ্যের প্রাণ চির-কালই সেই অমৃতের জন্য লালায়িত। কে এই নিত্য-প্রত্যক্ষ নিষ্কর্ষ সত্যের প্রতিবাদ করিবে? চক্ষু এই বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্য্য-সমুদ্রের মধ্যে অমৃতের জন্য সন্তরণ করিতেছে। শ্রুতি অমৃ-তেরই জন্য তৃষাকুল হইয়া, সজল-জলদের গম্ভীর নির্ঘোষ, বিহঙ্গের কূজন, বীণার ঝঙ্কার, শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কথা এবং প্রিয়জনের প্রণয়-মধুর প্রিয় সম্ভাষণ পান করিতেছে। কল্পনা ও বুদ্ধি ঐ একই তৃষ্ণারই অধীন হইয়া কখনও নভঃস্থ সৌরজগতে এবং কখনও নয়নের অতিসন্নিহিত জীব-জগতে, কখনও সাগরে, কখনও পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছে। মনুষ্য জানে না, মনুষ্য বুঝে না, কিন্তু তথাপি মনুষ্য যেন কার কি আকর্ষণে, কার কি প্রকার মঙ্গলময় মধুর শাসনে,—অজ্ঞাত-সারে ও অলক্ষিত ভাবে—অমৃতেরই অনুসন্ধানে মানবজীব-নের অনন্ত ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতেছে। কেন না, প্রাণের একমাত্র অবলম্ব অমৃত।

জ্ঞান সুখের এক অক্ষয় প্রস্রবণ। জ্ঞানের সাধক গ্রন্থ-পত্রে কীটের মত লগ্ন রহিতেছেন; অথবা চক্ষুকে দূরবীক্ষ-ণের সাহায্যে দূরতর দূরে প্রেরণ করিয়া, কিংবা অণুবীক্ষণের সাহায্যে নিকটতর নিকটে আনয়ন করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির দুরধিগম্য তত্ত্বে প্রবেশ করিতেছেন। শীতে তাঁহার শীত

বোধ নাই, গ্রীষ্মে তাঁহার গ্রীষ্ম জ্ঞান নাই। তিনি সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াও আপনার মত্ততায় আপনি প্রমত্ত। পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর সুবর্ণরাশি তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করে না। ধনীর ঘৃণার্হ ঘৃণা, পদস্থের অবজ্ঞেয় অবজ্ঞা, মূর্খের অভিমান এবং মানীর নিষ্ঠুর দৃষ্টি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রকৃতির পরমারাধ্য পবিত্র মূর্ত্তির ধ্যানযোগে জীবন্মৃত। বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবায়ু তাঁহা হইতে দূরে বহে, সমাজ-যন্ত্রের আবর্ত্ত ও বিবর্ত্তনিবহ দূরস্থ সমুদ্রের ভয়াবহ আবর্ত্তের ন্যায় চিরদিনই তাঁহা হইতে দূরে রহে। তিনি সংসারে নির্লিপ্ত,—ভোগবাসনা ও বিষয়তৃষ্ণার অস্পৃশ্য ও অনধিগম্য। তিনি নির্ম্মলমতি নিয়ুটনের ন্যায় প্রকৃতির দুগ্ধপোষ্য শিশু। তাঁহার জীবনের গতি জ্ঞানার্ণবে। কিন্তু জ্ঞানে এই তৃষ্ণা ও এই আকাঙ্ক্ষা কেন?—না, জ্ঞানের অভ্যন্তরে অমৃত। জ্ঞানে যদি জ্ঞানামৃত না থাকিত, তাহা হইলে জগদারাধ্যা জ্ঞানদা কখনও ঋষিহৃদয়ে সরস্বতী মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতেন না;—এবং কি কবি, কি বৈজ্ঞানিক, কি দর্শনবেত্তা, কি ঐতিহাসিক, কেহই পৃথিবীর ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই সারস্বতী শক্তির আরাধনায় দেহ-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিত না। অনেক লোক জ্ঞানারণ্যে প্রবেশ করিয়া অমৃত ভুলিয়া অস্থি চর্ব্বণ করে, এবং সাধনার

শেষ অভীষ্ট বিস্মৃত হইয়া আপনার নীরস-নিষ্ঠুর চিন্তাজালে আপনি জড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা দুর্ভাগ্য। যিনি জ্ঞানের প্রকৃত সাধক, তাঁহার পরমভোগ্য অমৃত। *

জ্ঞানে আর প্রেমে সজাতীয়তা কিংবা সাদৃশ্য না থাকিলেও, জ্ঞানের ন্যায় প্রেমও সুখের এক অনন্ত উৎস। প্রেমে ফুলের মধু, প্রেম প্রতপ্ত মদিরা। এই নিখিল জগৎ ঐ মধু এবং ঐ মদিরার জন্য আকুল ও অধীর। যদি অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্তও ঐ মধু এবং ঐ মদিরা পান করা

* While towards the traditions and authorities of men its attitude may be proud, before the impenetrable veil which hides the Absolute, its attitude is humble—a true pride and a true humility. Only the sincere man of science (and by his title we do not mean the mere calculator of distances, or analyzer of compounds, or labeller of species; but him who through lower truths seeks higher, and eventually the Highest)—only the genuine man of science, we say, can truly know how utterly beyond, not only human knowledge but human conception, is the Universal Power of which Nature, and Life, and Thought are manifestations."

Spencer on Education.

যায়, তাহা হইলেও প্রেমিকের তৃষ্ণা পূর্ণ হইবার নহে। বহ্নি যেমন আহুতি লাভে অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, প্রাণ-নিহিত প্রেম-তৃষ্ণাও আহুতিলাভে সেইরূপ বাড়িতে থাকে ও জ্বলিয়া উঠে। উহার প্রবৃত্তি আছে, নিবৃত্তি নাই,—আদি আছে অন্ত নাই, এবং আবাহন আছে, বিসর্জ্জন নাই। উহা বিশ্বব্যাপিনী,—জগন্ময়ী। উহা পার্থিব বস্তুর সহিত সম্পৃক্ত দৃষ্ট হইলেও প্রকৃত বিচারে অতি সূক্ষ্ম,—অপার্থিব। উহাতেই দেবলোকপ্রাপ্ত সমুন্নত জীবের চরম ভোগ। যে, জীবনের কোন না কোন ক্ষণে, প্রেমের তৃষ্ণায় আকুল হয় নাই, সে জীবিত নহে। প্রেমে স্বর্গসুখের এই পূর্ব্বস্বাদ কেন? – না, উহার অভ্যন্তরে অমৃত। জনক জননী যখন সন্তানের স্নেহে বিগলিত হইয়া সন্তানের নবোদ্গত জীবনে নবজীবন লাভ করেন, তখন তাঁহারা অনুভব করিতে পান যে, ঐ স্নেহ রূপান্তরে প্রেমামৃত। ভ্রাতা যখন ভ্রাতার কণ্ঠে নির্ভর করিয়া, এবং বন্ধু যখন বন্ধুর অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া, আপনার ক্ষীণদেহে আশাতীত সামর্থ্য লাভ করেন, তখন তাঁহারা অনুভব করেন যে, ঐ নির্ভরের ভাব ভাবান্তরে প্রেমামৃত। আর, প্রীতিবদ্ধ দম্পতি, যখন নয়নে নয়ন মিলাইয়া,—একে অন্যের নয়নে নিজ নিজ হৃদয়ের অনন্তোন্মুখ আদর্শবিম্ব দর্শন করেন, এবং প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হইয়া বিশ্বজনীন প্রাণ-

সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গে ভাসিতে থাকেন, তখন তাঁহারাও প্রত্যক্ষ বুঝিতে পান যে, ঐ আত্মবিনিময়ই অমল, অক্ষয় প্রেমামৃত। প্রেমে যদি অমৃত না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণ উহার জন্য অহর্নিশ আকুল রহিত না।

কিন্তু যেমন অনেকে জ্ঞানের অন্বেষণে, বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া, অমৃতভ্রমে অস্থি চর্ব্বণ করে; সেইরূপ প্রেমের অন্বেষণেও অনেকে, ততোধিক ভয়ঙ্কর বিপাকে বিভ্রান্ত হইয়া, অমৃত বলিয়া গরল পান করে। তাহারা হতভাগ্য। যিনি প্রেমের প্রকৃত সাধক, তাঁহার পিপাসা ও প্রাণের তৃষ্ণা অমৃতে।

এই সংসারে জ্ঞানভ্রান্ত ও প্রেমভ্রান্তের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। জ্ঞানভ্রান্তের হৃদয় আশার শ্মশান,—ঘন-গভীর-তিমিরাবৃত, নীরস, নীরব। সেখানে চক্ষু আছে, কিন্তু সে চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না; কর্ণ আছে, কিন্তু সে কর্ণ কাহারও প্রাণ-প্রদ সম্ভাষণে প্রীত কিংবা অনুপ্রাণিত হয় না। যে দিকে চাও, সেই দিকেই দগ্ধ অস্থি, দগ্ধ কঙ্কাল, দগ্ধকঙ্কর-বাহি দগ্ধ সমীর। অহো কি ভয়ঙ্কর ভাব!—হে অতীতসাক্ষি অভ্রভেদি পর্ব্বত! তুমি ঐ যে তোমার উন্নত মস্তকে তুষার-ভার বহন করিয়া এই চঞ্চল-জগতে অচঞ্চল রহিয়াছ,—বৃষ্টির মুষলধারায়, বজ্রের মুহুর্মুহুঃ

আঘাতে, এবং ঝটিকার ভীমাবর্ত্তে মুহূর্ত্তের তরেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পৃথিবীর পরিবর্ত্তপ্রবাহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ,—মনুষ্য বৃথাসুখের লালসায় বৃথাক্লমে ক্লান্ত হইয়া কিরূপে বিড়ম্বিত হইতেছে, তাহা দেখিতেছ, বল তুমি কি জান? পর্ব্বত কিছুই জানে না। জ্ঞানের অতুল বৈভব ও অতুল ভাণ্ডার যাহার চক্ষে স্তূপীকৃত ভস্ম এবং স্তূপীকৃত অঙ্গার বই আর কিছুই নহে, পর্ব্বত তাহার নিকট নিস্পন্দ, নীরব। হে উত্তালতরঙ্গময় গভীর সমুদ্র! তুমি ঐ যে তোমার দিগন্ত-প্রসারিত বিশাল বক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া,—তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গ দোলাইয়া, তরঙ্গমালায় খেলিয়া খেলিয়া কখনও অট্টহাস্যে হাসিতেছ, কখনও ক্ষিপ্তের মত নৃত্য করিতেছ,—কখনও ক্রোধ-স্ফুরণে গর্জ্জিতেছ, কখনও আতঙ্কস্ফুরণে ফুলিয়া উঠিতেছ, —কখনও মনুষ্যের সুখ-দুঃখ, হর্ষবিষাদ একই গ্রাসে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ,—কখনও আপনার অতলস্পর্শ গহ্বর হইতে অমূল্য রত্ন আনিয়া মনুষ্যের হস্তে তুলিয়া দিতেছ,—কখনও জীবের দুঃখে দ্রব হইয়া বিলাপ করিতেছ,—কখনও জীবহৃদয়ে অনন্তের আভা ফলাইতেছ, বল তুমি কি জান? সমুদ্র কিছুই জানে না। সমুদ্রও ঐরূপ নিস্তব্ধ ও নীরব। হে ফলোন্মুখ পাদপ, অয়ি ফুলময়ি লতিকে, হে চন্দ্র, হে সূর্য্য, হে অগণ্য নক্ষত্রনিচয়, বল

তোমরা কে কি জান? এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই নিস্তব্ধ ও নীরব এবং নিবিড় অন্ধকারে অন্ধকারময়। এ ভাব বস্তুতঃই মনুষ্যপ্রাণের অসহনীয়। এই অমৃতময় সুন্দর জগতে হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের ঘনীভূত ভার লইয়া, উদাসীন, অনাশ্রয় ও অবলম্বহীনের মত অবস্থান করা বস্তুতঃই নিতান্ত ক্লেশকর।—কিন্তু যাঁহার জ্ঞান-নেত্র অমৃতস্পর্শে উন্মীলিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে তাঁহার কি শান্তি, তাঁহার কি সুখ! পর্ব্বত ও সমুদ্র যামিনীর নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে তাঁহার নিকট পুরাতন ইতিহাসের অতি পুরাতন তত্ত্ব বিবৃত করে, তরুলতা সমীর-ভরে দুলিয়া দুলিয়া তাঁহার হৃদয়কে আনন্দে দোলায়িত রাখে, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৌন্দর্য্যের বিবিধ মূর্ত্তিতে তাঁহার চিত্তকে মোহিত করিয়া তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণারও তর্পণ করিতে রহে, * এবং এই অনন্তজগৎ তাঁহার আত্মায় সেই অপরিজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয় অনন্তের আশা উদ্দীপন

---

* * * * * "And I have felt
A Presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts: a sense sublime
Of Something far more deeply interfused."

Wordsworth.

করিয়া তাঁহাকে উচ্চতর হইতে উচ্চতর সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া তুলে। *

প্রেমভ্রান্ত ততোধিক শোচনীয়। সে আপনার বিকৃত লালসায় স্বয়মিচ্ছু বন্দী। সে আপনার চক্ষে আপনি ইচ্ছা করিয়া ধূলিক্ষেপ করে,—আপনার শ্রুতিকে আপনি যত্নসহকারে বধির করিয়া রাখে। সে কখনও বিষসর্পকে চন্দনলতা বলিয়া কণ্ঠহার করে, এবং পরিশেষে সর্পবিষে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে,—কখনও বা অসুর কি পিশাচের ক্রূরগতি কিংবা কোপনমতি অবলম্বন করিয়া আপনার মনুষ্যত্বকে আপনি বিনাশ করিয়া ফেলে। তখন যাহা স্বভাবতঃ ভাল, তাহার নিকট তাহাই মন্দ হয়; এবং যাহা স্বভাবতঃ মন্দ, তাহাই তাহার নিকট ভাল লাগে। তখন সুলোক, সৎকথা ও সৎপ্রসঙ্গে তাহার বিরাগ জন্মে; এবং কুলোক, কুকথা এবং কুৎসিৎ সংসর্গেই তাহার মন অনুরক্ত হয়। তখন সে আলোক ছাড়িয়া অন্ধকারে লুকা-

* "Whoso recognizes the unfathomable, all-pervading domain of Mystery, which is everywhere under our feet and among our hands; to whom the universe is an Oracle and Temple; he shall be a delirious Mystic,"

(Sartor Resartus.)

ইতে পারিলেই সুখানুভব করে;—আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমান ক্ষণের পঙ্কিল মোহে নয়ন মুদিয়া ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই তাহার ক্ষণিক তৃপ্তি জন্মে। সে তখন আপনাতে আপনি লজ্জিত, সতত মেঘাচ্ছন্ন, সতত শোক-পূর্ণ;—আপনাতে আপনি ঘৃণান্বিত। তাহার অন্তরে মুর্ম্মুর-দাহ, অথচ আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্ত তৃষ্ণা। তাহার বিবেক তখন বাতাহত দীপশিখার ন্যায় নিবু নিবু জ্বলে,—দেখি দেখি করিয়াও দেখিতে পায় না;—তাহার হৃদয় তখন বিষাদময় সুখের বিষ-দংশনে অস্থির হইয়া ডুবু ডুবু হয়, উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারে না। তখন সর্ব্বত্রই তাহার অবিশ্বাস, এবং কৃত্রিম মাদকতা ও কৃত্রিম অভিমানেই তাহার আত্মার বিলাস। এ অবস্থা যেমন ভয়াবহ, তেমনই বিপত্তিজনক। মনুষ্য যখন এই অবস্থায় আপতিত হইয়া পিপাসার ঘূর্ণপাকে বিঘূর্ণিত হয়, শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করে, এবং মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে দূরে পলায়; আপনাকে আপনি এড়াইয়া থাকিতে চাহে, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিতে আরম্ভ করে,—আপনার সর্ব্বনাশ-সাধনে আপনি উন্মত্তের ন্যায় যত্নপরায়ণ হয়, তখন তাহাকে দেখিলে কাহার অন্তঃকরণ না ব্যথিত হয়? তরী নদীর স্রোতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, কর্ণধার নাই;—

তরুমূলে পতিত শুষ্কপত্র বাতচক্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া যাইতেছে,—স্থির গতি নাই। এ মূর্ত্তিদর্শনে কাহার চিত্ত না দুঃখভরে অবসন্ন হয়? পক্ষান্তরে যাঁহার প্রেম অমৃতস্পর্শে পবিত্র, অমৃতস্পর্শে শীতল, তাঁহার কি শান্তি, তাঁহার কি সুখ! এই সংসার তাঁহার নন্দনকানন। ইহার সর্ব্বত্রই পারিজাত-শোভা, পারিজাত-সৌরভ এবং প্রীতির মন্দাকিনী। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হয়, কিন্তু কখনও আবিল হয় না;—চিত্ত আনন্দের নিত্যনূতন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু কখনও আপন্ন হয় না,—এবং আত্মা অনভ্র গগনের জ্যোৎস্নার মত সকল সময়েই ঢল ঢল রহে, কিন্তু কখনও অতৃপ্তি, অবসাদ ও অন্তর্দ্দাহের জ্বলন্ত চুল্লীতে ঢলিয়া পড়ে না। যাহা অমল, তাহাতেই তাঁহার অনুরাগ,—এবং তাঁহার অনুরাগ ভক্তিপ্রভৃতি উচ্চতম বৃত্তির সহিত অভেদবন্ধনে জড়িত ও মিশ্রিত। তাঁহার হৃদয়ের গতি বিবেকের অনুমোদিত এবং বিবেক হৃদয়ের সাহচর্য্য ও সহানুভূতিতে স্নেহাবনত। তাঁহার উৎসাহ বিষাদে অবসন্ন হয় না, আত্মার প্রসন্নকান্তি ক্রমশঃ পরিম্লান হইয়া নিবিয়া যায় না, এবং অন্তঃকরণ কামনা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির চিরকলহে সজীব নিরয়ে পরিণতি পায় না। তিনি ধন্য, তিনি দেবতা, তিনি সৌভাগ্যবান্। মনুষ্যের মন এই জন্যই মনুষ্যকে অনুপ্রা-

ণনার মাহেন্দ্রক্ষণে এই বলিয়া উপদেশ দেয় যে,— যদি জ্ঞানে ও প্রেমে কৃতার্থ হইতে চাও, তাহা হইলে অমৃতসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়, এবং অমৃতের অনাবিল তরঙ্গে মরালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া অমৃতে বিলীন হও।

যাহারা ভাগ্যদোষে জন্মান্ধ অথবা বুদ্ধিদোষে কর্ম্মান্ধ,— স্মৃতি যাহাদিগের বৃশ্চিকদংশন এবং আশা যাহাদিগের অন্ধকার, তাহারা হয় ত বিস্ময়ের অপরিব্যক্ত শ্লেষে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে,—এই অমৃত-সমুদ্র কোথায়? ইহা কি কবিকল্পনা, না প্রকৃত পদার্থ? ইহার অস্তিত্ব কি অনুভূত হইতে পারে? মনুষ্যের মন উচ্চতর আলোকে আলোকিত হইয়া এই প্রশ্নেরও উত্তর করিয়াছে, এবং ইতিহাসের প্রথম সৃষ্টি ও মানবহৃদয়ের প্রথম বিকাশ হইতেই বলিয়া আসিতেছে যে, এই অমৃত-সমুদ্র অন্তরে ও বাহিরে,* —ইহারই অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব,—ইহা হইতেই জগতের শোভা, সামর্থ্য ও সুখ। আমরা এই প্রত্যক্ষ জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এবং দ্রব ও ঘন পদার্থ সমূহে যে,

*"Let man, then, learn the revelation of all nature and all thought to his heart, this, namely, that the Highest dwells with him; that the sources of nature are in his own mind, if the sentiment of duty is there."—Emerson.

সৌন্দর্য্যের এক রমণীয় আবরণ দেখি, তাহা কি ?—ঐ অমৃত-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। বিজ্ঞান এই বহিঃস্থ জগতের সমস্ত বস্তুতেই যে অদৃশ্য শক্তির আনন্দময়ী লীলা নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তির উচ্ছলিত ভাবে বিহ্বল এবং নৈরাশ্যের অবসাদেও উৎফুল্ল এবং উদ্বোধিত হয়, তাহা কি ?—ঐ অমৃত-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ।* এই বিশ্বব্যাপি প্রাণ-সমুদ্রের আশা ও উল্লাস

---

* বিজ্ঞান সেই পরাৎপর সত্য ও পরম পদার্থের প্রকৃতি পরিজ্ঞান-চেষ্টায় পুনঃ পুনঃ ব্যর্থমনোরথ হইয়াও তদীয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বিষয়ে কিরূপ অসংশয় ও অটল, এবং তদীয় অচিন্তনীয় উচ্চতা বিষয়ে কিরূপ ভক্তিমান্, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয় পাঠে পরিলক্ষিত হইতে পারে।—

'Very likely there will ever remain a need to give shape to that indefinite sense of an Ultimate Existence which forms the basis of our intelligence. * * *
* * * * *

By continually seeking to know and being continually thrown back with a deepened conviction of the impossibility of knowing, we may keep alive the consciousness that it is alike our highest wisdom and our highest duty to regard that through which all things exist as The Unknowable.'

(Spencer.)

এবং সুখ ও হর্ষের যে অনন্ত লহরী অনন্ত ভঙ্গিতে খেলিতেছে, তাহা কি ?—ঐ অমৃত-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আর, ভাবুকের হৃদয় ও প্রেমিকের প্রাণ, যে তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করে,—জ্ঞানের অগম্যকে অন্তরে স্পর্শ করিয়া শীতল হয়, তাহা কি ?—ঐ অমৃত-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আমরা যে কিছুই জানিতে পাই না, কিছুই বুঝিতে পাই না, ইহার এমন অর্থ নহে যে, ঐ অমৃত-সমুদ্র দূরে রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, আমরা আপনারাই বিপাকবদ্ধ ও ভোগমুগ্ধ হইয়া আপনা হইতে দূরে পড়িয়াছি। কিন্তু, আমাদিগের অন্তরের অন্তরতম প্রাণ তথাপি অমৃতের জন্য তৃষ্ণায় আকুল। যখন এই বিপাকের বন্ধন ছিন্ন হইবে এবং মোহের আচ্ছাদন তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন সেই দূরস্থ অমৃত-সমুদ্রকে আমরাও অন্তঃস্বরূপে অনুভব করিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিব; এবং আমাদিগের প্রাণ, মন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অমৃতের স্রোতে ঢালিয়া দিয়া অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইব।

ঐহিক অমরতা।

"Whence springs this pleasing hope, this fond desire,
This longing after immortality ?
Or, whence this secret dread, and inward horror,
Of falling into naught ?" * * *

পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান! পর্ব্বতে উচ্চতা আছে, নদীর তরঙ্গে শোভা আছে, নদী-প্রবাহ-সম্মিলিত সমুদ্রের বক্ষে অনির্ব্বচনীয় বিস্তার আছে; —ফুলে মধু, ফুল-ভরাবনত লতাদেহে মাধুরী এবং লতার আকণ্ঠবিসর্পি-বেষ্টনবদ্ধ অচল-পাদপে গরিমার এক অপূর্ব্ব বিলাস-ভঙ্গি আছে। কবি অথবা ভাবুকের চক্ষু লইয়া দেখিতে হইলে, দেখিবার এইরূপ কত বস্তুই যে চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? আবার মানুষী শক্তির জয়স্তম্ভ দেখিতে হইলে নগর, উপনগর, দুর্গ, সেতু, জল-যান, স্থল-যান, ব্যোমযান, আগ্রার তাজ এবং

মিসরের পিরামিড্ প্রভৃতি কতই কি না মনুষ্যচক্ষুর সন্নিহিত হইতেছে? কিন্তু দৃশ্য পদার্থের গূঢ় গৌরব ভাবিয়া দেখিলে, তথাপি ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে ইচ্ছা হয় যে, পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান। এ দুইয়ের তুলনা নাই। জলে যেমন জলবুদ্বুদের উদয় ও বিলয় হইতেছে, বসুন্ধরার বক্ষঃস্থলরূপ বিশাল নিকেতনে, সূতিকা ও শ্মশানের প্রকোষ্ঠদ্বয়েও, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিমেষে, সেইরূপ অসংখ্য প্রাণীর উদয় ও বিলয় অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। যে ছিল না, সে আসিতেছে। যে ছিল, সে চলিয়া যাইতেছে। যাহাকে দেখি নাই, সে নয়ন-পথের নূতন পথিক হইয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে এবং ভালবাসার বাহু পসারিয়া বুকে আসিতে যত্ন পাইতেছে। যাহাকে দেখিতাম, জানিতাম, ভালবাসিতাম, সে যেন নয়ন-পথের অন্তরালে অনন্ত ও অতলস্পর্শ অন্ধকার-সমুদ্রে বিলীন হইতেছে।

জন্মমৃত্যুর এই আবর্ত্তগতি গাঢ়রূপে চিন্তা করিলে মনে আপনা হইতেই দুইটি গভীর প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথম প্রশ্ন এই,—যাহারা এই জগতে নূতন প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? কে তাহাদিগকে আনিল? কে তাহাদিগকে জীবন দান করিয়া এই সংসারে সুখ-দুঃখের তরঙ্গে তাহাদিগের জীবন-তরী ভাসাইয়া দিল?

এই প্রশ্নের সহিত সৃষ্টিবিজ্ঞান, বিবর্ত্তবাদ, * জন্মান্তরতত্ত্ব এবং পরমার্থবিদ্যার † অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমরা এই হেতু সম্প্রতি ইহার সন্নিহিত হইব না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে,—যাহারা যায়, তাহারা কোথায় যায়? মৃত্যু তাহাদিগের নির্ব্বাণ, না তিরোধান? মৃত্যুর পর তাহাদিগের আর কিছু থাকে কি? যাহাদিগের সুকুমার তনু সমাধির ক্রোড়ে কিংবা শ্মশানানলে উৎসর্গ দিয়া আসিলে, এই জগতের সহিত তাহাদিগের আর কোন সম্বন্ধ রহিল কি? এত আশা, এত ভালবাসার এই কি শেষ? যাহাকে পলকের তরে হারাইলে প্রলয় জ্ঞান হইত, তাহাকে

---

* আমরা Evolution এই অর্থে বিবর্ত্ত শব্দের ব্যবহার করিলাম। Evolution ও বিবর্ত্ত এই দুই শব্দে ধাত্বর্থে অভিন্নতা দৃষ্ট হয়; এবং ইংরেজীতে যাহাকে ইদানীং Theory of Evolution বলে, পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে, এবং মহাজন কবিদিগের বাঙ্গালায় তাদৃশ দার্শনিক মতকেই যে বিবর্ত্তবাদ বলিত, ইহারও আভাস পাওয়া যায়। যথা:—চৈতন্যচরিতামৃত, 'এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি।' "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" এই নামটিও এই কথারই নিদর্শন। Evolution বলিলেও তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে না বুঝায় এমন নহে। কিন্তু Evolution ও বিকাশ এই দুইয়ের ধাত্বর্থে বড় বৈষম্য।

† Theology.

কি একবারে চিরদিনের জন্যই হারাইতে হইবে? অথবা যাঁহারা এই পৃথিবীর মঙ্গল-কামনায় প্রাণত্যাগেও কুণ্ঠিত হন নাই,—যাঁহাদিগের প্রেমাশ্রুতে স্নাত হইয়াই ইহা রমণীয় পুষ্পোদ্যান ও পূজ্যস্থান বলিয়া জগতে আদৃত হইয়াছে, পৃথিবী আর কি কখনও তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতে পাইবে না? সেই ত অযোধ্যা আজিও সরযূর তটে শয়ান রহিয়াছে। কিন্তু অযোধ্যার সেই রাম কৈ? সরযূর কলকল্লায়মান সলিল-রাশি যাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র হইত,—যাঁহার পাদকমল লইয়া খেলা করিত,—যাঁহার স্নেহশীতল গম্ভীর মূর্ত্তি আপনার হৃদয়াদর্শে অঙ্কিত দেখিয়া আনন্দভরে ফুলিয়া উঠিত, সেই কুলতিলক দয়ার অবতার কৈ? সেই ত বাল্মীকির তপোবন পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাল্মীকির সে বীণা কৈ? বীণার সে ঝঙ্কার কৈ? আর বাল্মীকি যাঁহাকে প্রীতির পুতলি ও পবিত্রতার প্রতিকৃতি বলিয়া জানিতেন, এবং যাঁহাকে এই জন্যই জননী ও দুহিতা অপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন, অবলাকুলের আভরণ-রূপিণী সেই অলোকসামান্যা জানকী কৈ? সেই গঙ্গা, সেই যমুনা, তেমনই মৃদু মৃদু মধুর নাদে বহিয়া যাইতেছে,—সেই কুরুক্ষেত্র, সেই উজ্জয়িনী চৈত্ররৌদ্রের খরজ্যোতিতে তেমনই ধূ ধূ করিতেছে। কিন্তু গঙ্গার লহরী যাঁহাদিগের

জলদ-গম্ভীর স্বর-লহরীর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিত, সেই ভগবদ্ভক্ত জগদ্‌গুরু আর্য্যতাপসেরা কৈ? যমুনার শ্যাম সলিল যাঁহাদিগের শৌর্য্যপ্রবাহ স্বরূপ শোণিতধারায় জবামাল্যভূষিতা রণরঙ্গিণী শ্যামার ন্যায় ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইত, সেই পৌরব ও যাদব কৈ? উজ্জয়িনী আছে, উজ্জয়িনীর সেই বিক্রম কৈ? কালিদাস কৈ? কুরুক্ষেত্র আছে, কুরুক্ষেত্রের সেই কৌরব কৈ? যিনি বিনা যুদ্ধে অণুপরিমাণ ভূমিদানেও অসম্মত ছিলেন, সেই অভিমান-দগ্ধ কুরুরাজ কৈ? যে সকল ধুরন্ধর পুরুষেরা, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর সাগরোচ্ছ্বাসে সংরুদ্ধ হইয়াও, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনের মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন,—যাঁহাদিগের শঙ্খনাদে দিগন্ত নিনাদিত হইত, গর্জ্জনে শত্রুবক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইত, এবং অস্ত্রনৈপুণ্যে অবনীতে বিদ্যুৎ খেলিত,—ব্যাসের লেখনী যাঁহাদিগের গুণ গান করিতে যাইয়া কখনও অশ্রু ঢালিয়াছে, কখনও দ্রব বহ্নি উদ্গিরণ করিয়াছে,—ব্যাসের বহুকাল পরে ভারবি প্রভৃতি নির্জ্জীব কবিসম্প্রদায়ের বর্ণতূলিকাও যাঁহাদিগের নাম-স্মরণে জ্বলন্ত অগ্নিজিহ্বার ন্যায় ধগ্‌ ধগ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দুঃখিনী ভারতমাতার সেই বীরপুত্র সকল কৈ?

মনুষ্য সূতিকাগৃহের আনন্দকোলাহলে অধীর ও উদ্ভ্রান্ত

হইয়া জন্মতত্ত্বের আদি চিন্তায় উদাসীন রহিতে পারে; এবং যাহার জীবনের স্রোত, জোয়ারের নূতন স্রোতের ন্যায়, আবিল আমোদের ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে বহিয়া যায়, সেও জীবনের উদ্দেশ্য চিন্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষা দেখাইতে পারে। দিন দিন করিয়া দিন যায়, না বর্ষ বাড়ে। তাহার আর ভাবনা কি? শীত যায়, গ্রীষ্ম আইসে; গ্রীষ্ম যায়, শীত আইসে; তাহার আর চিন্তা কি? কিন্তু শ্মশানই যাহার শেষ গতি এবং সমাধিতেই যাহার শেষ সুপ্তি, সুখী হউক আর দুঃখী হউক, মৃত্যু চিন্তা সম্বন্ধে সে কিরূপে ঔদাস্য ও উপেক্ষা দেখাইবে? এ সংসারে কোথায় কে কবে আসিয়াছিল, যাহাকে যাইতে হয় নাই? কোথায় কে কবে জন্মিয়াছিল, যে একদিন শ্মশানের সম্মুখীন হয় নাই? যে ধনী, তাহারও শেষ শয্যা শ্মশান; এবং যে মনুষ্যকুলে জন্ম লাভ করিয়া, মনুষ্যের সুখদুঃখ হর্ষবিষাদে সর্ব্বতোভাবে স্বত্ববান্ হইয়াও ধনিগৃহের মার্জ্জার-কুক্কুরের সমান বলিয়া পরিগণিত হইল না, তাহারও শেষ শয্যা শ্মশান। আজি ময়ূরসিংহাসন কি স্বর্ণপর্য্যঙ্কের সুকোমল আস্তরণেও যাঁহার কোমলতর শরীর ক্লিষ্ট হয়, তাঁহারও শেষ শয্যা শ্মশান, এবং যে দিনান্তের পর্য্যটনে মুষ্টিভিক্ষা না পাইয়া গাছের তলায় পড়িয়া থাকে, তাহারও শেষ শয্যা

শ্মশান। যেখানে আকবর সাহের সেকন্দরা বিলুপ্ত সম্পদের স্মরণস্তম্ভ স্বরূপ শোভা পাইতেছে, তাহারই চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য দীন দুঃখী ও পথের ভিখারীর অস্থিস্তূপ অবনীর ক্রোড়ে পড়িয়া রহিয়াছে। যিনি জ্ঞান-সমুদ্রের শেষ সীমা দর্শনের জন্য কপিল, কণাদ, কিংবা নিয়ুটন কি হাম্‌বোল্‌ডের ন্যায় অক্লান্তমনে সন্তরণ করিয়াছেন, তিনিও এইক্ষণ শ্মশানে; আর যাহারা পৃথিবীতে আসিয়া, খাইয়া, শুইয়া, হাসিয়া, চলিয়া এবং দর্পণে আপনাদিগের মুখখানি মাত্র দেখিয়াই চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগেরও শেষ স্থান এইক্ষণ শ্মশান। হেলেনার মত রূপসী এবং রূপলাবণ্যবর্জ্জিত কাঙ্গালিনী, বড় আর ছোট, বৃদ্ধ ও শিশু, যে যেখান হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, তাহারই বাহির হইবার পথ শ্মশান। সুতরাং শ্মশানের পর-পারে কি, এই প্রশ্ন মনুষ্যমাত্রকেই কোন না কোন সময়ে চিন্তায় অভিভূত করে, এবং মরিয়াও অমর হওয়া যায় কিনা, এই আকাঙ্ক্ষা সকলকেই কোন না কোন সময়ে আকুল করিয়া তুলে। * শত শতাব্দী হইল, গার্গি ও নচিকেতা জ্ঞানের প্রথম অভ্যুদয়েই এই প্রশ্ন লইয়া

---

*—"For, who would lose,
Though full of pain, this intellectual being,
These thoughts that wander through Eternity."

গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহাদিগের অতি সামান্য চিন্তাশক্তি আছে, তাঁহারা আজিও জীবনের কোন না কোন মুহূর্ত্তে চিত্তের ভারে অবনত হইয়া, আকাশের চন্দ্র তারা, বনের বৃক্ষ লতা, এবং কীট পতঙ্গ, পশুপক্ষী ও মনুষ্য, সকলের কাছেই এই প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু কে ইহার উত্তর করিবে ?

বিজ্ঞানের নিকট এই ভয়াবহ প্রশ্নের উত্তর নাই। বিজ্ঞান সমাধির মৃত্তিকা তুলিয়া অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে ; যে চলিয়া গিয়াছে, সেই মৃত্তিকায় তাহার কোন চিহ্ন পায় নাই। * বিজ্ঞান শ্মশানের ভস্মরাশিকে বিবিধ যন্ত্রযোগে রেণু রেণু বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছে ; সেই ভস্মরাশির মধ্যে ভস্ম বই আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিকের এক চক্ষু দূরবীক্ষণ, আর চক্ষু অণুবীক্ষণ। যাহা দূরবীক্ষণে দেখা যায় না এবং অণুবীক্ষণেও অনুমেয় হয় না, প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক তাহা মানিবে কেন ? সুতরাং বৈজ্ঞানিকের নিকট শ্মশানের পরপার অন্ধকার !! তবে বিজ্ঞানের কাছে সেই অন্ধকারের মধ্যেও এই একটু

* "A Worm has eaten up your rose-bud, get what comfort you can. This is the last spring day, no leaf will be green again for you."

মাত্র আলোকের আভা পাওয়া যায় যে, এ জগতে কিছুরই বিনাশ নাই। যেখানে একদিন পাহাড় ছিল, সেখানে আজ সমুদ্র। যেখানে একদিন সমুদ্র ছিল, সেখানে আজ পাহাড়। আপাততঃ দেখিতে গেলে, পাহাড় ও সমুদ্রের ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান ইহা জানে যে, যে সকল পরমাণু পাহাড় ও সমুদ্রের উপাদান ছিল, তাহারা জগদ্-যন্ত্রের চক্রের সঙ্গে বিঘূর্ণিত হইয়া অদ্যাপি অবিনশ্বর রহিয়াছে। জল আগুনে শুকায়, আগুন জলসেকে নিবিয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞান ইহা উপদেশ করে যে, যে সকল পদার্থ জল ও আগুনের উপাদান, তাহার একটিরও বিনাশ হয় না। ফুল ঝড়িয়া পড়ে, ফল পচিয়া যায়, অসংখ্য তরুরাজিপূর্ণ অটবী দাব-দাহে পুড়িয়া ছাই হয়;—গ্রাম ও নগর, দরিদ্রের কুটীর, সমৃদ্ধের প্রাসাদ, বিলাসীর নিকুঞ্জ ও বিবেকীর ভজনা-গৃহ প্রভৃতি সুন্দর ও কুৎসিত এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী সমস্ত সামগ্রী লইয়া, সহসা নদীর গর্ভে প্রবেশ করে। কিন্তু বিজ্ঞান ইহা শিক্ষা দেয় যে, ফুল ও ফলের রূপান্তর মাত্র হইয়াছে, যে সকল উপকরণ ফুল ও ফলের দেহ গঠন করিয়া সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার একটিও বিনষ্ট হয় নাই;—অটবীর আকৃতি মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অটবীর উপাদান-পদার্থ-নিচয়ের একটিও হারাণ যায় নাই;

এবং যে সকল বস্তু গ্রাম ও নগরের সহিত নদীর জলে ধুইয়া গিয়াছিল, তাহারাই আবার দ্বীপ ও উপদ্বীপের মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নূতন তরুলতার ও নূতন শস্যসম্পদের সহিত জলরাশির মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে; তাহার একটি রেণুকাও বিলুপ্ত হয় নাই। বিজ্ঞান এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ সহকারে প্রতিপাদন করে যে, বিনাশ এই শব্দটি নিরর্থক ও ভ্রমাত্মক। কিছুরই কোন দিন বিনাশ হয় নাই, বিশ্বে কিছুরই কোন দিন বিনাশ হইবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের গতি এই পর্য্যন্ত যাইয়াই অবরুদ্ধ হয়। বিনাশ না হইলে মনুষ্যের শেষ গতি কি? বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর।*

মনুষ্যের হৃদয়, প্রথমে বিজ্ঞানের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, পরে বিজ্ঞানের নিরাশ-কঠোর বাদ-বিতর্কে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা দেখাইয়া, কখনও আশার অর্দ্ধস্ফুট আলোকে, কখনও কল্পনার অস্ফুট অথচ কমনীয় জ্যোৎস্নায়, কখনও মমতার প্রণোদনে, কখনও বিবেকের তাড়নায়, এবং সৌভাগ্যবশতঃ কোন কোন স্থলে সূক্ষ্মালোকদর্শিনী ভক্তির সুমধুর সান্ত্বনায়, নানাভাবে এই প্রশ্নের নানাবিধ মীমাংসা

* "Now what is the verdict of science on this? It is not perfectly conclusive either way."

J. S. Mill.

করিয়াছে; এবং সেই সকল মীমাংসাকে ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিকে সেখানে আসিয়া আশ্রয় লইবার জন্য মা ভৈষীঃ বলিয়া আহ্বান করিতেছে। আভাসেই ইহা উপলব্ধ হইবে যে, সে মীমাংসার শেষ স্থল স্বর্গ,—শেষলক্ষ্য পরকাল। তুমি ভালবাসিয়া বঞ্চিত হইয়াছ, পরকালে তোমার বিচার হইবে; আর তুমি বঞ্চনার অভিলাষে ভালবাসার বাগুরা বিস্তার করিয়াছ, তুমিও পরকালে ন্যায়ের বিচার দেখিবে। তুমি স্বজাতির উন্নতি এবং স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, আপনার বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়াও, প্রতিদানে পদাঘাত মাত্র দক্ষিণা পাইয়াছ, পরকালে তোমার বিচার হইবে; আর তুমি পরপীড়ন, পরস্বলুণ্ঠন এবং পরের দুঃখ বর্দ্ধনের জন্য তোমার বাহুবল ও বুদ্ধিবলের নিকৃষ্টতম ব্যবহার করিয়া, এইক্ষণ পরকায় শোণিতে পরিপুষ্ট হইয়া বসিয়াছ, ন্যায়ের বিচার-দণ্ড পরকালে তোমার ঐ পুষ্টদেহ এবং উচ্ছ্রিত মস্তককেও স্পর্শ করিবে। তুমি ন্যায়ের অনুরোধে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ভিখারী বনিয়াছ, দয়ার অনুরোধে আপনার মুখের গ্রাস পরের মুখে তুলিয়া দিয়াছ, এবং প্রীতির অনুরোধে আপনি পদানত রহিয়াও পর-চিত্ত-বিনোদন করিয়াছ, পরকালে তোমার বিচার হইবে;—আর তুমি স্বসুখবাসনার সুপরি-

মার্জ্জিত বেদির নিকট ন্যায়, ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনীকে অভ্র-ভঙ্গে বলিদান করিয়া নিতান্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছ, ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনিয়া আপনার পূর্ণ উদর পুনঃ-পূরণ করিয়াছ, এবং প্রীতির কোমলতনু আগুনে পোড়াইয়া আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়াছ ; তুমিও পরকালে ন্যায়ের বিচার দেখিতে পাইবে। দুঃখি! দুঃখ করিও না, পর-কাল আছে ; শোকি! শোক করিও না, পরকাল আছে। পরকালে শোকের অবসান শান্তি কিংবা সম্মিলন, পরকালে দুঃখের অবসান সুখ। যে তৃষ্ণা হৃদয়কে ইহকালে তুষানলের ন্যায় দহন মাত্র করিল, আর কিছুই পাইল না, যদি উহা নির্ম্মল হয়, তবে উহার তৃপ্তির চরম স্থল পরকাল ; এবং যে আশা মনুষ্যের মৃগচঞ্চলা মনোবৃত্তিকে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিগ্‌দিগন্তরে ও দেশ-দেশান্তরে ঘুরাইল,—যে আশা মনুষ্যকে পৃথিবীতেই স্বর্গসম্পদের প্রতিবিম্ব দেখা-ইবে বলিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইল, সাগরে ডুবাইল এবং অসাধ্য সাধনে শক্তি দিল, যদি ন্যায়োপেত হয়, তবে উহারও শেষ সাফল্য পরকালে।

ইতিহাস অথবা মানব-জনীন স্মৃতি তৃতীয় এক প্রকারে প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর করিতেছে, এবং উহা মনুষ্যের আত্মাকে বিজ্ঞানের ন্যায় অন্ধকারে না ডুবাইয়া এবং হৃদয়ো-

ভুত আশার ন্যায় লোকান্তরের অপার্থিবজগতেও প্রেরণ না করিয়া ইহলোকেই অমরতার আশ্বাস দিতেছে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, আমরা পারলৌকিক আশার যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি পৃথিবীর পুরাতন ও নূতন, সুসভ্য ও অসভ্য সমুদয় জাতিরই জীবন-গ্রন্থির সহিত গ্রথিত রহিয়াছে, এবং কবিতাও সেই সকল কথার অমৃত-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়াই সংসারের দগ্ধমরুতে অমৃত সেচন করিতেছে। মনুষ্যের ভাষা যখন শিশুর আধ'আধ' বোলের ন্যায় কথা কহিতে আরম্ভ মাত্র করিয়াছে, তখন উহা ঐ সকল ভাবই অপরিস্ফুটস্বরে, আশঙ্কিতকণ্ঠে আধ'আধ' ব্যক্ত করিয়াছে, এবং মানবীয় সাহিত্যের মন্তপ্রবাহিণী যখন শতমুখী ভাগীরথীর ন্যায় শতদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখনও সকল ভাবেরই ভার বহন করিয়া উহা আপনি গৌরবে স্ফীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে কারণে মনুষ্যের উৎপত্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু বলিতে যাই নাই, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক পরকাল সম্বন্ধেও আমরা সেই কারণেই এইক্ষণ কিছু বলিব না। মনুষ্য ইতিহাসের অভ্রান্ত আলোকেও শ্মশানের পর-পারে কিছু দেখিতে পায় কিনা, শুধু ইহাই এইক্ষণ আমাদিগের আলোচনার বিষয়।

তবে ইতিহাস কি আশার পরকালসম্বন্ধে সন্দিহান?

তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইতিহাসের আর এক নাম স্মৃতি, অথবা স্মৃতিতেই উহা গঠিত এবং অনুপ্রাণিত। স্মৃতি যদি আশার কার্য্য না করে, তাহা হইলে উহা স্মৃতির অপরাধ নহে; এবং ইতিহাসও যদি অধ্যাত্ম-জ্ঞানের ফল প্রদানে অসমর্থ হয়; তাহা হইলে তাহাও ইতিহাসের অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। ইতিহাস কি বলিতেছে? যাহা স্মৃতি প্রীতির উচ্ছ্বাসে সর্ব্বত্র বলিয়া বলিয়া অবসন্ন হয়, ইতিহাসও শৈলশৃঙ্গসমারূঢ় সর্ব্বদর্শী সিদ্ধযোগীর ন্যায়, গভীর অথচ মোহনস্বরে, সেই কথাই দিনে নিশীথে সর্ব্বত্র বলিতেছে,—

'আমি ভুলি না.'

এবং সেই সুখ-শীতল সুগভীর কথা নিস্তব্ধ যামিনীর বংশীধ্বনির ন্যায় পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, পর্ব্বত-বিলম্বিনী জলদমালার পটলে পটলে,—স্রোতে,—তরঙ্গে,—নির্ঝরে,—জলপ্রপাতে, বনে বনে, কান্তারে কান্তারে, কুটীরে কুটীরে, প্রাসাদে প্রাসাদে, এবং পৃথ্বীবাসী মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে.—

'আমি ভুলি না।'

যেখানে যোদ্ধা, একদিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস, আর এক দিকে শান্তির কণ্টকশূন্য কোমল শয্যা, এই দুইয়ের মধ্য-

স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ ভাবিতেছে, ইতিহাসের মধুরবংশী তখন তাহার কর্ণকুহরে অতি মধুর স্বরে এই বলিয়া তাহাকে উন্মাদিত করিতেছে যে,—'আমি ভুলি না'; এবং যেখানে স্বদেশবৎসল সাধুপুরুষ একদিকে আপনার সুখ, আর একদিকে স্বজাতির সমৃদ্ধি কি স্বাধীনতা, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হইয়া, বালা ইফিজিনিয়া কিংবা বৃদ্ধ রেগুলসের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছে, ইতিহাসের মধুরবংশী তাহাকেও তখন এই কথা বলিয়াই উন্মাদিত করিতেছে যে,—'আমি ভুলি না।' যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের সেবক, তাঁহারা ইতিহাসের এই কথা শুনিয়াই আশ্বস্ত আছেন,—'আমি ভুলি না,'—আর যাঁহারা কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত অথবা অন্যান্য উপায়যোগে হোমার, মিল্টন, ভল্টেয়ার, কিংবা ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের সেবা করিতেছেন, তাঁহারাও অবসাদের অসংখ্য কারণ সত্ত্বে ইতিহাসের এই কথা শুনিয়াই সতত উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ রহেন,—'আমি ভুলি না'—'আমি ভুলি না।'

ইতিহাসের অস্তিত্ব কোথা হইতে ?—কেন ? মনুষ্য মনুষ্যকে ভুলে না, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। মনুষ্য মনুষ্যকে ভালবাসে, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। আর,

যাহাকে ভালবাসে, মনুষ্য সকল সময়েই তাহার গুণ-গান ও নাম-কীর্ত্তন করিতে চাহে, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। ইতিহাস এই নিমিত্ত সকলকেই সমান আদরে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে যে,—পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মানস-কুসুমের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যের মনো-মোহনে যত্নশীল হও, 'আমি ভুলিব না';—পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শ এবং মানুষী শক্তির শ্রেষ্ঠতর বিকাশ দেখাইয়া মনুষ্যকে উন্নতি হইতে উচ্চতর উন্নতিতে লইয়া যাও, 'আমি ভুলিব না';—এবং পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যকে ভালবাস, মনুষ্যের পরিচর্য্যা কর, মনুষ্যহিতে ব্রতী হও এবং মনুষ্যের সুখ-বর্দ্ধন ও মঙ্গল-সাধনে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাও, এই সৃষ্টি যত কাল রহে, ততকাল ইহা আমি মনে রাখিব,—'আমি ভুলিব না'। ইহার নাম ঐহিক অমরতা, এবং ইতিহাস যাঁহাদিগকে ভুলে না,—যাঁহাদিগের জীবন-স্রোতের গতি ঐতিহাসিক স্মৃতির সহিত এইরূপে মিলিত হয়, যাঁহাদিগের হৃদয়-মনের প্রতিকৃতি ইতিহাসের স্মৃতিপটে এইভাবে লিখিত হইয়া রহে, তাঁহারাই সেই অমরতার আশ্রয়পুরুষ। তাঁহারা মরিয়াও মরেন না, তাঁহারাই এই মর-ভূমিতে অমর। বিপ্লবের পর বিপ্লব এবং রাজ্য ও

সমাজ লইয়া বিঘট্টনের পর বিঘট্টন হইয়া যায়, পুরাণ সৃষ্টি নূতন হয়; কিন্তু সেই সুকৃতিশালী সার্থকজন্মা মহাত্মারা বিপ্লব ও বিঘট্টনের অনন্ত ঝটিকার মধ্যেও চিরদিনই নূতন জীবন ও নূতন যৌবনে অমর রহেন।

কালিদাস মরিয়া গিয়াছেন, না বৃদ্ধ হইয়াছেন? তুমি যখন ভ্রমর-ভয়-ব্যাকুলা বিলাস-চঞ্চলা শকুন্তলার সেই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল মধুরলীলা দেখিয়া আনন্দে উদ্বেল হও, কালিদাস তখন তোমার পার্শ্বচর ও প্রিয়তম বয়স্য; এবং যখন তুমি হিমাদ্রির উচ্চতম প্রস্থে কল্পনার মনোহর রথে আরোহণ করিয়া যোগিকুলধ্যেয় মহাযোগী মহেশ্বরের সেই 'নিবাত নিষ্কম্প' ধীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর,—বনের বিহঙ্গ বন-তরুর শাখার উপর নিস্তব্ধ বসিয়া রহিয়াছে, ভয়ে শব্দ করে না, বনচর মৃগাদিজন্তু চিত্রার্পিতবৎ স্ব স্ব স্থলে স্থির রহিয়াছে, ভয়ে পাদচারণা কিংবা মুখের অর্দ্ধাবলীঢ় শষ্প অধঃকরণ করিতে সাহস পায় না; অদূরে বসন্তপুষ্পাভরণা বিলোল-নয়না উমা, দূরে হরবদ্ধলক্ষ্য মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, সেই কাব্যজগতের অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয় অতুল তপঃশোভা যখন তুমি মানস-নেত্রে প্রত্যক্ষ কর, তখন কালিদাস আর তোমার বাহিরে নহেন। তখন কালিদাস তোমার অন্তরে বাহিরে অন্তরের অন্তরে,—আত্মার অভ্যন্তরে! তখন

তোমার জীবন কালিদাসময়। কে বলে যে অযোধ্যা রহিয়াছে, অযোধ্যার রাম নাই? রাম চাক্ষুষ-প্রতীতির লৌকিক জীবনে কেবল অযোধ্যায়ই অবস্থান করিতেন, এইক্ষণ যুগে যুগে জীবিত রহিয়া অসংখ্য নরনারীর প্রাণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। রামময়-জীবিতা পতিপ্রাণা সীতা একদিন 'হা রাম! হা রাম!' বলিয়া আপনার নয়নজলে ভাসিয়াছিলেন; এইক্ষণ প্রীতির প্রফুল্লকমলের ন্যায় প্রীতিমুগ্ধ মনুষ্যমাত্রেরই নয়নজলে অহোরাত্র ভাসমানা রহিয়া, যেখানে প্রীতির কথা, পবিত্রতার কথা, যেখানে অবলা-জন-স্পৃহণীয় অমল-সৌন্দর্য্যের কথা, সেই খানেই বিরাজমানা হইতেছেন। বাল্মীকি এক স্থানে বসিয়া এক সময়ে আপনার বীণা বাজাইয়াছিলেন। কিন্তু এইক্ষণ যেখানে সারস্বত-স্বর্গ, সেই খানেই তাঁহার বীণার ঝঙ্কার; যেখানে আনন্দ-কুঞ্জের আনন্দ-উৎসব, সেই খানেই তাঁহার বীণার ধ্বনি,—যেখানে হৃদয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করে,—মন মনের সহিত মিলিয়া যায়, আত্মা আত্মার সহিত আপনার বিনিময় করিতে চাহে, সেই খানেই তাঁহার বিশ্বমোহিনী বীণার বিনোদনিঃস্বন। এইরূপ কত অগণিত আত্মা লোকস্মৃতির অমরাবতীকে উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে, তাহা চাহিয়া দেখ। যদি অবনীর এই সকল সন্তানও মরিয়া গিয়া থাকেন,

তবে কি জীবিত আছি আমরা? আর যদি ইঁহারা সত্য সত্যই অমর হইয়া থাকেন, তবে যে ভাবে ইঁহারা অমর হইয়া আছেন, অমরতার সেই সম্পদ কি আকাশ-কুসুম?

ইংলণ্ডের একজন অচিরগত প্রধান রাজপুরুষ জাতীয় স্বাধীনতার পরম সুহৃদ্ রিচার্ড কব্‌ডেনের নাম স্মরণে পার্লি-য়ামেণ্ট ভবনে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে,—"এই সকল লোক অনুপস্থিত থাকিলেও, পার্লিয়ামেণ্টের সভাস্থলে নিয়ত উপ-স্থিত।" আমরাও বলি, যাঁহারা শক্তির প্রসাদাৎ কিংবা সাধনার বলে আপনার জীবনকে বহুজীবনের সহিত মিশা-ইয়া গিয়াছেন,—যাঁহারা জীবনের অমৃত বিলাইয়া কিংবা আলেখ্য দেখাইয়া মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপরে তুলিয়াছেন, তাঁহারা সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও আমা-দিগের মধ্যে সতত উপস্থিত। পৃথিবী তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন,—শ্মশান তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণের সোপান-মঞ্চ।

———

অশ্রুজল।

"Sweet tears, the awful language eloquent
Of infinite affection far too big
For words," *

তোমার ঐ মণিমুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ; আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। মণিমুক্তা পরিণামে পৃথিবীর ধূলি-সমান; বালক, বণিক্ কিংবা বিনোদ-ভাব-বিহ্বলা অবলা ভিন্ন আর কাহারও কাছে উহার মূল্য নাই। অশ্রুমালা দ্রবীভূত মনুষ্যহৃদয়ের সজীব ধারা; পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিতই উহার তুলনা নাই।

---

* ভাবানুবাদ !—

মধুমাখা অশ্রুধারা,—
অনন্ত প্রেমের ভাষা,
—অদ্ভুত, আবেগময়, শব্দে যা না ফুটে কভু।

☞ সংস্কৃত ভাষায় শুধু অশ্রু বলিলেই নেত্রাম্বু বুঝায়। কিন্তু, বাঙ্গালায় অশ্রু ও অশ্রুজল এই উভয়েরই শিষ্ট প্রয়োগ আছে। অপিচ অশ্রুজল এই পদ চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি পদের ন্যায় বাদার্থের বিচারসিদ্ধ।

এই সংসার-মরুতে মনুষ্যহৃদয়ের অবলম্ব কি?—মনুষ্য-হৃদয়। মানুষী তৃষ্ণার তৃপ্তিস্থল কোথায়?—মনুষ্যহৃদয়ে। হৃদয় যদি হৃদয়কে সম্ভাষণ করিয়া প্রতিসম্ভাষণে প্রীত, আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত না হয়, তাহা হইলে কে এই শূন্যসংসারে ইচ্ছাসহকারে জীবন ধারণ করে; হৃদয়, যদি হৃদয়ের উপর ভর করিয়া, প্রতিনির্ভবে প্রাণ-বল না পায়, তাহা হইলে কে এই দগ্ধশ্মশানে অস্থি-সংগ্রহের জন্য পড়িয়া থাকিতে সম্মত হয়? হৃদয়, যদি প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে আত্মদান করিয়া প্রতিদানে হৃদয় না পায়, তাহা হইলে কে এই তিমিরান্ধ ভুবনে ভবলীলার নট-নৈপুণ্য শিক্ষার জন্য বন্দী রহিতে পারে? রাজার প্রাসাদ, বুভুক্ষু ভিখারীর পর্ণকুটীর, যোগীর তপোবন, বিয়োগীর নিভৃত-কানন, পুণ্যাত্মার শান্তিনিকেতন প্রমোদীর বিলাস-ভবন, ইহার সর্ব্বত্রই মনুষ্যের আশ্রয়স্থান মনুষ্য-হৃদয়। কবিতা মনুষ্যহৃদয়েরই প্রীণনের জন্য ফুলের মধু, লতার মাধুরী এবং এই অনন্তবিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সারভূত সৌন্দর্য্য সুধা পক্ষিণীর ন্যায় চঞ্চুপুটে সঞ্চয়ন করিয়া নিত্য আনিয়া উপহার যোগাইতেছে। চিন্তা হৃদয়েরই ক্ষুন্নিবৃত্তি ও প্রকৃত পুষ্টির জন্য, আকাশে উড্ডীন হইয়া, সাগরে ডুব দিয়া এবং ভূগহ্বরে প্রবেশ করিয়া সুস্বাদ ও সুভক্ষ্য ফল চয়ন করিতেছে। উদ্দীপনাও হৃদয়েরই

উদ্বোধনের জন্য, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, উৎসাহের প্রতপ্ত মদিরা এবং প্রতপ্ত তাড়িত-প্রবাহ উন্মাদিনীর মত ঢালিয়া দিতেছে। ফলতঃ, হৃদয় না থাকিলে এই জগতে কাহার জন্য কে? বুদ্ধি জ্ঞান দান করিতে পারে; বিবেক নির্ম্মল-চেতা নির্ভীক সুহৃজ্জনের ন্যায় নীতির দুর্গম-পথ প্রদর্শন করিতে পারে;—কিন্তু তৃষ্ণায় তৃপ্তি দান করিতে, জ্বালা ও বেদনায় শান্তি দিতে, এবং শান্তি যখন আশাতীত ও অসম্ভব হয়, তখন সহানুভূতির অমৃতস্পর্শে প্রাণ জুড়াইতে মানবজগতে একমাত্র বস্তু মনুষ্যহৃদয়। অশ্রুধারা সেই মনুষ্যহৃদয়ের জীবনময়ী নির্ঝরিণী। উহা কখনও ধীরে বহে, কখনও বেগে প্রবাহিত হয়, কখনও বা নিশার শিশিরবিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঝরিতে থাকে। কিন্তু যেই মনুষ্য উহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, অমনি তাহার হৃদয় অন্তরতম স্থলে স্পৃষ্ট হইয়া এই বিশ্বাস ও এই গভীর আনন্দে উল্লসিত হয় যে, এসংসার কঙ্করময় কান্তার অথবা হৃদয়-শূন্য দগ্ধ-প্রান্তর নহে।

যাহারা ক্ষণকালও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চাহে না, অথবা প্রকৃতির চাপল্যে ক্ষণকালের তরেও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না,— কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন ও মৃত্যু, এবং মানবজীবনের উন্নতি ও

অবনতি প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বই যাহাদিগের নিকট হাস্যের বিষয়, সেই বিকট-বুদ্ধি কিম্ভূত পুরুষেরা অবশ্যই মনুষ্যের অশ্রু লইয়া উপহাস করিতে পারে। আর যাহারা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিক্ষা, সংসর্গ অথবা কর্ম্ম-গুণে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস হইতেও নিষ্ঠুর হইয়াছে,—কাব্যে যাহাদিগের নাম ধূম্রলোচন কিংবা ফ্রণ্ট্-ডি-বিয়ফ, * ইতিহাসের ঘৃণা ও অবজ্ঞার চিত্রে যাহারা ভিটেলস † কি

---

* হিন্দু শাস্ত্রকারেরা অসুরচরিত্রের যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, আইভানহো নামক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসের ফ্রণ্ট্-ডি-বিয়ফ তাহার আদর্শ,—বপুষ্মান্, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, যতদূরসম্ভব নিষ্ঠুর ফ্রণ্ট্-ডি-বিয়ফ পিতৃহত্যা করিয়া 'পিতৃশয্যা' কলঙ্কিত করিয়াছে। আগে অবলার পার্থিব জীবনের সুখ-সম্মান ও ধর্ম্ম নাশ করিয়া তার পর তার সর্ব্বস্ব অপহরণে আনন্দ লাভ করিয়াছে ; দেব, ধর্ম্ম, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু পূজ্য আছে, সমস্ত বস্তুর উপরেই পদাঘাত করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছে।

† অলাস ভিটেলস রোমের সম্রাট্ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র এমনই বিচিত্র উপকরণে গঠিত ছিল এবং তিনি বিনা প্রয়োজনেও লোক-পীড়নে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, প্রজারা আর সহিতে না পারিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে, এবং পরিশেষে তাঁহাকে নানাবিধ নিগ্রহ ও অপমান সহকারে হত্যা করিয়া রোমের প্রান্তবাহী টাইবরের জলে তাঁহার মৃতদেহ ফেলাইয়া দেয়। "বাহু

ভিস্‌কণ্টী,* তাহারাও মনুষ্যের অশ্রু দর্শনে খিল খিল করিয়া হাসিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বাংশে অন্তঃসার-হীন ও প্রাণবিহীন নহেন, মনুষ্যত্ব একবারে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, উহা স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করে, এবং আপনি তরল হইয়াও, তাঁহা-দিগের তারল্যকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। মনুষ্যের অশ্রু-জল বস্তুতঃও সামান্য পদার্থ নহে।

অশ্রুজল দয়ার প্রবাহ। স্বার্থপরতা নিভৃতে বসিয়া ক্ষতি

বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এবং 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর রচয়িতা, মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ বিখ্যাত পণ্ডিত জর্জ কুম্ব্ স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার প্রতিকৃতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে, স্বপ্রণীত গ্রন্থে ভিটেলসের এক খানি প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে রোমের অনেক সম্রাট্‌কেই এইরূপ সম্মান করিতে পারিতেন।

*গায়োভেনি মেরায়া ভিস্‌কণ্টী লম্বার্ডীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভিস্‌-কণ্টীবংশের অন্যতম রাজা। কথিত আছে ইনি মনুষ্যের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্ব্বিষহ ক্লেশ দর্শনে যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন, আর কিছুতেই ইঁহার তেমন আনন্দ হইত না। ইনি সুরূপ পুরুষ ও সুন্দর বালক-বালিকাদিগকে মাটীতে অর্দ্ধেক পুতিয়া শিক্ষিত কুক্কুর দ্বারা তাহাদিগের মাংস খাওয়াইতেন, এবং এইরূপ দৃশ্য মধ্যে মধ্যেই বিশেষ হর্ষের সহিত দর্শন করিতেন। ভিটেলসের ন্যায় ইঁহারও অপমৃত্যু-তেই জীবনের পরিসমাপ্তি।

লাভ গণনা করে। লোভ কাহার কি হরণ অথবা কোথা হইতে কি উপায়ে কখন কি আহরণ করিবে, সেই চিন্তায় সর্ব্বত্র সাবধানে বিচরণ করে। ঈর্ষ্যা পরের সুখ-সম্পদ ও সম্মান দর্শনে আপনি পুড়িয়া মরে এবং বিষাক্ত দৃষ্টি ও বিষাক্ত বাক্যে অন্যকে পুড়িয়া ভস্ম করে। কামাদি কলুষিত বৃত্তি প্রমত্ত পশুর ন্যায় আরক্তলোচনে সতত ভোগ্য বিষয়েরই অনুসন্ধান করে। কিন্তু, পর-দুঃখ-কাতরা দয়া, অশ্রুজলে বিগলিত হইয়া,—আপনাকে আপান পরের আগুনে ঢালিয়া দিয়া, পরকীয় হৃদয়ের দুঃখ-দাহ নির্ব্বাণ করে। দয়ার অশ্রু দেবতারও দুর্ল্লভ ধন। যাঁহার চক্ষু দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, তিনি দেবতার মধ্যে দেবতা। তাঁহাকে অভিবাদন কর। তিনি হীন-কুল-জাত হইলেও মহাকুলীন, মূর্খ হইলেও পণ্ডিতের মুকুটস্থানীয়, এবং কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়া থাকিলেও রাজরাজেশ্বর। কেন না, সংসারের বৃথা জ্ঞানী ও বৃথাভিমানীরা নানাবিধ বৃথা শ্রম করিয়াও, চিরজীবনে যাহা করিতে পারিতেছে না, তিনি স্বভাবতঃই তাহাতে সিদ্ধ,—তাহারা কৃত্রিম প্রতিপত্তির কৌশলময় সোপান-পম্পরায়, শত সহস্র ভেরী তুরীর বাদ্য-কোলাহলের মধ্যে, দ্রুতপদ-সঞ্চারে আরোহণ করিয়াও মনুষ্যত্বের যে উন্নতমঞ্চে অধিরূঢ় হইতে অসমর্থ, তিনি

জন্মান্তরীণ মহাপুরুষের মত, স্বভাবতঃই সেখানে অধ্যাসীন। তিনি এই পৃথিবীর পাপ-চক্ষে পাপাত্মা হইলেও, তুমি তাঁহাকে পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্রবস্তু জ্ঞানে পূজা করিও। কেন না, তাঁহার জীবন পরের জন্য,—তাঁহার অস্তিত্ব পরের সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে,—তিনি দয়ার বিগ্রহ অথবা দয়ার সেবক এবং সুতরাংই তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে,—লোক-লোচনের অগোচরে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে,—লৌকিক জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনন্ত অনুষ্ঠানে, দয়াময় মন্ত্রের মহাসাধক, দয়াময়ের প্রকৃত উপাসক।

যে যাহারে ভালবাসে, সে তাহারে প্রায়শঃই ভালবাসিতে পারে। কিন্তু, পরকে ভালবাসে কে? আপনার পুত্র কন্যা ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তির প্রতি সকলেরই স্নেহ-সঞ্চার হয়। কিন্তু পরকে প্রমুক্তচিত্তে স্নেহ বিলাইতে পারে কে? যেখানে রূপ আছে, গুণ আছে, প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি কিংবা কুসুমের সুকুমার সৌরভ আছে, সেখানে সকলেরই অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রূপ নাই, গুণ নাই, নয়ন-মনোবিনোদনের কিছুই নাই,—আছে দুঃখের কালিমা এবং দুর্ভাগ্যের কশাঘাতজন্য ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন, তাদৃশ স্থানে হৃদয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত স্ফুরণে অনুরক্ত হইতে পারে কে? যেখানে সম্পদের সুখ সামগ্রী মাক্ষিক-প্রকৃতি

মনুষ্যগণকে মধুগন্ধে মোহিত রাখে, সেখানে সকলে গিয়া মমতার বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু, যেখানে বিপদের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবাতে সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ; যাহা আছে, তাহাও বিনাশ পাইতেছে, এবং আশার শেষ আলোক-বর্ত্তিকাও নিবিয়া যাইতেছে, আপনা হইতে সেখানে যাইয়া আপনাকে আপনি মমতার রজ্জুতে জড়াইতে পারে কে? যে পবিত্র ও পুত-চরিত্র শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতে পারে। কিন্তু যে অধম, অপাত্র, অপবিত্র ও অস্পৃশ্য, তাহাকে তুলিয়া লইয়া আবরিতে পারে কে? হৃদয় যেখানে উড়িয়া পড়িতে সুখানুভব করে,—সুখ-সংস্পর্শে শীতল হয়, সেখানে সকলেই স্বয়মাহূত উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে সকলই দুঃসহ, দুর্নিরীক্ষ্য ও নিদারুণ দুর্ভোগ,—যে স্থানের বীভৎস দৃশ্যে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যতীত আর কোন ভাবেরই উদ্রেক হয় না,—যেখানে বল প্রয়োগেও চিত্তকে প্রেরণ করা যায় না, সেখানে আপনা হইতে যাইয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে পারে কে?

তুমি প্রভুত্বের উপাসনায় আত্মসমর্পণ কর,—প্রভুত্বলাভে পূর্ণকাম হইবার জন্য অকথ্য ক্লেশ স্বীকার কর,—সে তোমার আপনার জন্য ; পরের জন্য নহে। তুমি সারস্বত-সমুদ্রে সাঁতার দিয়া একবারে উহাতে ডুবিয়া থাক,—সরস্বতীর

পাদপদ্মে একবারে বিলীন হইয়া যাও,—সে তোমার আপনার জন্য; পরের জন্য নহে। যদি প্রভুত্বের উপাসনায় ও সরস্বতীর পদারবিন্দসেবায় কোনরূপ অলৌকিক মাদকতা না থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহাতে দেহ-মন অর্পণ করিতে পারিতে কি না, সন্দেহের কথা। তুমি কীর্ত্তির বিশ্ব-বিনোদ বংশীধ্বনি শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া কীর্ত্তিকর ও যশস্কর যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—যে সকল কঠোর, কষ্টজনক ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সমাজের কীর্ত্তি-স্তম্ভনিবহে আপনার নামাক্ষর লিখিয়া রাখিতে যত্নপর হও, তাহাও তোমার আপনার জন্য, পরের জন্য নহে পরের জন্য দয়ার অশ্রু—পৃথিবীর অমূল্য ধন, প্রাণপ্রদ—প্রাণ-স্পর্শী এবং অপ্রত্যক্ষ মহত্ত্বের প্রত্যক্ষ ফল।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকার গুরুস্থানীয় এক ঋষিকল্প পুরুষ দয়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাইয়া কএকটি অপূর্ব্ব কথা বলিয়াছেন। আজি আঠার শত বৎসর হইল, এই কথা গুলি প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু কথাগুলি, আঠারটি শতাব্দী অথবা কাল-সমুদ্রের আঠারটি তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া এবং পৃথিবীস্থ সকল জাতিরই সাহিত্য ও ইতিহাসে স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়া, অদ্যাপি সকলের কাছে নূতনবৎ শ্রূয়মাণ হইতেছে, এবং বোধ হয়, আকাশে যত কাল চন্দ্র সূর্য্য

বিদ্যমান রহিবে, এই কথা গুলি ততকালই হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া এইরূপ নূতন রহিবে। আমরা মহাত্মার সেই মহাবাক্য হইতে এস্থলে, দুই একটি কথার সারার্থ মাত্র সঙ্কলন করিব। তিনি কহিয়াছেন,—

"আমি যদি বিবিধ জাতির মনুষ্য এবং দেবতার জিহ্বা লইয়াও উপদেশ দিই, অথচ হৃদয়ে দয়াশূন্য হই, তাহা হইলে আমি শব্দায়মান কাংস্য কিংবা করতাল মাত্র।

"আমি যদি ঋষির দিব্য-জ্ঞান লাভ করি, এবং জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার গূঢ় রহস্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই, অথবা আমি যদি বিশ্বাসের দৈববলে এমনই বলীয়ান্ হই যে, পর্ব্বতও আমার বাক্যে একস্থান হইতে আর একস্থানে উড়িয়া যায়, তথাপি দয়া না থাকিলে আমি কিছুই নহি।

"আমি যদি আমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই দরিদ্র-দিগকে বিলাইয়া দিই, এবং আমার এই দেহটিকেও অগ্নিতে উৎসর্গ করি, তথাপি দয়া না থাকিলে তাহাতে আমার কোন ফল নাই।

"দয়া দীর্ঘকাল সহিয়া থাকে এবং স্নেহে আর্দ্র রহে ;— দয়া ঈর্ষ্যা করে না, দয়া আপনাকে কখনও বাড়ায় না, আপনি কখনও স্ফীত হয় না।

"দয়া কখনও অযুক্ত ব্যবহার করে না,—কখনও আপ-

নার জন্য খোঁজে না, ক্রোধে কখনও জ্বলে না এবং কাহারও মন্দখানি মনে স্থান দেয় না।" *

আধুনিক ইয়ুরোপের প্রত্যক্ষবাদ দেবতা না মানিয়াও দয়ার নিকট প্রণত হইয়াছে, দয়ার পদারবিন্দে মাথা নোয়াইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদের প্রধান আচার্য্য হৃদয়ে দয়ার অমৃতরসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, পরের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন এবং জীবনে পরকীয় সুখের অনুসরণকেই মানবজীবনের প্রত্যক্ষ স্বর্গ ও সার্থকতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষবাদের ন্যায় পৃথ্বীবিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম্মেরও মূলসূত্র দয়া। কিবা প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক কিবা তত্ত্বদর্শী বৌদ্ধ, উভয়েরই ইহকাল কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং পরকাল গভীর অন্ধকার। কিন্তু, মনুষ্যহৃদয়ের উপর দয়ার এমনই আধিপত্য,—মনুষ্যহৃদয় দয়ার দেবভাব অনুভব করিবার জন্য এমনই আকুল যে, এই আশাশূন্য প্রত্যক্ষবাদ এবং অন্ধতমসাচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মও মনুষ্যকে পৃথিবীর সকল দেশেই অতি প্রবল আকর্ষণে টানিয়া লইতেছে, এবং শুধু দয়ার নামেই অনেকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইতেছে।

ভারতীয় ঋষিরা যাহাকে সাত্ত্বিকভাব বলেন, তাহাও দয়ারই সূক্ষ্ম সারাংশ। যিনি যে পরিমাণে সাত্ত্বিক, তিনিই

* করিন্থীয়দিগের নিকট সেণ্টপলের সুপ্রসিদ্ধ পত্র।

সেই পরিমাণে দয়াশীল; এবং যিনি যে পরিমাণে দয়াশীল, তিনি সুতরাংই সেই পরিমাণে সত্বগুণালঙ্কৃত। এই সাত্বিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই শান্ত, শীতল, স্নিগ্ধ ও মধুর। তাঁহাদিগের বুদ্ধি যদি জ্ঞানের প্রখর প্রতিভায় জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় দীপ্যমান হয়, সে বহ্নিও দয়ার সংস্পর্শে আর্দ্র হইয়া জ্যোৎস্নার ন্যায় জীবের সুখ-বিধান করে, এবং তাঁহারা যদি শক্তির স্বাভাবিক সম্পদে সমুজ্জ্বল হইয়া প্রভুত্বের আসনে সমাসীন হন, তাঁহাদিগের সেই প্রভুত্বও দয়ার মোহন-গুণে জীব-হৃদয়ে মধুর ন্যায় অনুভূত হয়। তাঁহারা কর্ত্তব্যের ব্রতে পর্ব্বতের ন্যায় কঠোর হইলেও, মনুষ্য তাঁহাদিগকে কুসুমের ন্যায় কোমল জ্ঞান করিয়া পূজা করে; এবং তাঁহা-দিগের মুখচ্ছবিতে দয়ার সেই হৃদয়হারি মাধুরী ক্ষণে ক্ষণে কিরূপ ক্রীড়া করে, তাহা দেখিয়াই জীব মোহিত রহে। পৃথিবীর যে সকল স্থান তাদৃশ মহাত্মাদিগের অশ্রুজলে অভি-ষিক্ত হইয়াছে, সেই সকল স্থান অদ্যাপি পুণ্যতীর্থ বলিয়া পূজা পাইতেছে।

অশ্রুজল ভক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। মনুষ্যের অন্যান্য মনোবৃত্তি মনুষ্যকে সমতল ভূমিতেই টানিয়া রাখে। ভক্তি উহার স্বর্গীয় প্রভাবে মনুষ্যকে স্বভাবতঃই উপরের দিকে আকর্ষণ করে,—উপরে লইয়া যায়। যেমন মনুষ্যের স্থূল-

দেহের উত্তমাঙ্গ মস্তক, তেমনই মনুষ্যের সূক্ষ্মশরীর অথবা অধ্যাত্মদেহের উত্তমাঙ্গ ভক্তি। যাহার আত্মা দুর্ভাগ্যবশতঃ ভক্তিশূন্য, সে এক প্রকার কবন্ধ। সে সকল বিষয়েই অর্দ্ধ-মনুষ্য অথবা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধঃস্থানীয় জীব। তাহার চক্ষু সৌন্দর্য্যের সুখ-সমুদ্রের মধ্যে অহোরাত্র মরালের মত ভাসিয়া রহিয়াও অতৃপ্ত রহে। কেন না, যিনি সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে সুন্দর অথবা উহার সজীব প্রস্রবণ, সে তাঁহাকে খুঁজিতে চায় না, খুঁজিবার জন্য আকুল হয় না, অথবা খুঁজিয়াও তাঁহার সৌন্দর্য্যময় অমল-সত্তা অনুভব করিতে পায় না। তাহার শ্রুতি এবং তাহার রসনা প্রভৃতি বৃত্তিও, শব্দে কিংবা স্বাদে, মাধুর্য্যের ক্ষণিক মোহময় অনুভূতিতেই উন্মাদিত রহে। কিন্তু, যিনি মাধুর্য্যের মধ্যে মধুর, অথবা মাধুর্য্যের সজীব প্রস্রবণ,— ঋষিরা যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া হৃদয়ে জানিয়াছেন, যোগীরা যাঁহাকে বুঝিতে কিংবা বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যময় আনন্দের ভাব তাহার কাছে চিরদিনই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহে। সেই সুন্দর ও সেই মধুর শুধুই ভক্তিলভ্য, এবং সুতরাং ভক্তিই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি অথবা সর্ব্বোচ্চ বৈভব। এই ভক্তিরও বিকাশ অথবা বিলাস সৃষ্টির আদি কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই মনু-

ষ্যের অশ্রুজলে। মনুষ্যের আত্মায় যখন ভক্তির প্রস্রবণ উথলিয়া উঠে, তখন নয়নে ভাগীরথীর তরঙ্গ আপনা হইতেই খেলিতে আরম্ভ করে; এবং সেই তরঙ্গ যে স্থান দিয়া ধারায় বহিয়া যায়, সেই স্থানেই জীব, সসম্ভ্রমভাবে দুই পাশে দাঁড়াইয়া, জয়-জয়-কোলাহলের সহিত, তাহার শোভা দেখে। সে তরঙ্গের কণিকামাত্রও যেখানে যাইয়া স্পৃষ্ট হয়, সেখানে পাযাণ দ্রব হয়;—পাষাণ হইতেও অধিকতর কঠিন কঙ্কর-ভূমি কুসুমের ন্যায় কোমল হইয়া মানবজগৎকে কৃতার্থ করে।—বৃদ্ধ ও যুবা, অদ্বৈত * ও নিত্যানন্দের † ন্যায়, হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া, নাচিয়া গাইয়া, মনুষ্যের বিস্ময় জন্মায়, এবং যিনি ভক্তির অশ্রুতে আপনি আপ্লুত হইয়া, আপনার প্রাণটা পরের প্রাণে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হন, আত্ম-পর সকলেই তখন তাঁহার

* এই অদ্বৈতই বঙ্গে ভক্তি-রসময়ী উপাসনার আদি প্রবর্ত্তক বিখ্যাতনামা মহাত্মা অদ্বৈত আচার্য্য। ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট, এবং পূর্ব্ব নাম কমলাক্ষ ভট্টাচার্য্য। ইনি ইঁহার পিতার সময়েই শ্রীহট্টের বাস-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর তটে, শান্তিপুর নামক নগরে উপনিবিষ্ট হন। ইনি মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের তদানীন্তন গুরু 'ভক্তি-কল্পতরু' মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অদ্বৈত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† প্রেমময় নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র পুরীরই আর এক শিষ্য। ইঁহার

পায়ে যাইয়া লুটাইয়া পড়ে। মনুষ্য এই জগতে মধ্যে মধ্যে ভক্তির এইরূপ অশ্রুধারা দেখিতে পায় বলিয়াই মনুষ্যের নাম মনুষ্য। নহিলে, মনুষ্যের পাশব-সুখ-পিপাসা মানব-সমাজকে এত দিনে পুড়িয়া ভস্ম করিয়া ফেলিত, এবং যে সকল সূক্ষ্মসূত্রিত সুকোমল বাঁধনী মনুষ্যসমাজকে এক দৃঢ়বদ্ধ বিরাট্ বিগ্রহের ন্যায় জীবিত রাখিয়াছে, তাহা দগ্ধরেণুর ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া যাইত।

অশ্রুজল প্রেমের নীরব-গীত। শব্দে যাহা পরিস্ফুট হয় না, সঙ্গীত আপনি যাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, প্রেমিকের নীরব-নিঃসৃত অশ্রুজলে সেই অনির্ব্বচনীয় কাহিনী নীরবে পরিব্যক্ত হয়। যখন হৃদয় প্রেমভরে উদ্বেল হয়,—আতট পরিপূর্ণ হয়,—হৃদয়ে যখন আর ধরে না, তখন নয়নে আপনা হইতে ধারা বহে। উহা তখন লজ্জার উপদেশ ও নিন্দার শাসন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। কাহার সাধ্য *

পূর্ব্ব নিবাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত একচাকা গ্রাম। ইনি প্রথম বয়সেই গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাহির হইয়া যান এবং ভক্তিরসের ভিখারীর ন্যায় ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। যখন অদ্বৈতের সহিত ইহার প্রথমে মিলন হয়, তখন ইনি যুবা, অদ্বৈত বৃদ্ধ।

* এইরূপ স্থলে করণে ণ্যৎ; বাঙ্গালায় এই হেতু সাধ্য শব্দের

প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অবরোধ করে? এই নিমিত্তই প্রেমিকের মিলনে অশ্রু, বিরহে অশ্রু, সুখে ও দুঃখে সকল সময়ই, উচ্ছলিত অশ্রুজল। আমরা প্রীতির কথা কাব্যে শুনি, হৃদয়ে কখনও অনুভব করি না। প্রীতি আমাদিগের নিকট আকাশ-কুসুম। আমরা কদাচিৎ চিত্তের আবেগে উহার ক্ষণিক স্পর্শে উন্মাদিত হইতে পারি। কিন্তু, উহা আমাদিগের পাশব-সুখাসক্ত, দুরিত-দুর্গন্ধময়, নিরয়তুল্য হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যে প্রীতি, ইলোয়িসার * অনাঘ্রাত

দুইটি অর্থ। এক অর্থ শক্তি, আর এক অর্থ শক্য অথবা সাধনীয়। কৃত্যল্যুটো বহুলম্ ইতি পাণিনিঃ।

* এই রমণীরত্নের জন্মস্থান ফরাশী দেশ। ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতেও কএক বৎসর জীবিত ছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি পোপ তদীয় (Eloisa to Abelard) নামক খণ্ড কবিতায়, ইহার নাম যেরূপ উচ্চারণ করিয়াছেন, আমরাও বাঙ্গালায় সেইরূপ উচ্চারণই সঙ্গত মনে করিলাম। তিনি তাঁহার উল্লিখিত কবিতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"আবিলার্ড ও ইলোয়িসা দ্বাদশ শতাব্দীর দুইটি বিখ্যাত লোক। তাঁহারা উভয়েই সৌন্দর্য্যের অপ্রতিম আকর্ষণে এবং সারস্বতী শক্তির অনন্যসাধারণ সম্পদে ঐ শতাব্দীর সর্ব্বাগ্রগণ্য লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের শোকাবহ প্রেমের কাহিনী তাঁহাদিগের রূপ ও গুণের বিচিত্র কাহিনীকেও আঁধারে ফেলিয়াছিল।" আমরা আবিলার্ডের

হৃদয়ে সুর-শৈবলিনীর অমল তরঙ্গে খেলা করিয়া, অবলার আত্মোৎসর্গের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছে ;—যে প্রীতি জুলিয়তের নবকুসুমিত নবীন হৃদয়কে প্রবীণার প্রগাঢ়তম ভাবের ভাবে স্পন্দহীন করিয়াছে ;—যে প্রীতি বিদর্ভরাজদুহিতাকে ভিখারিণীর বেশে বনে লইয়া গিয়াছে, এবং লোক-ললাম-ভূতা, সুখবর্দ্ধিতা দেস্‌দিমোনাকে প্রাণান্তদক্ষিণায়ও প্রীত, পরিতৃপ্ত

কথা লিখিতেছি না। আবিলার্ডের প্রকৃতি মহোজ্জল পদার্থ হইলেও উহাতে অনেক স্থলেই স্বার্থপরতার গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু ইলোয়িসার জীবন সম্পর্কে আমাদিগের এই সংস্কার যে, এমন নবনীতনিন্দি কোমলহৃদয়—এমন নিঃস্বার্থ প্রেম এবং প্রেমের আরাধনায় জগতের সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বার্থ সম্বন্ধে এমন সর্ব্বত্যাগের ভাব জগতের সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হয় না। ইলোয়িসা আরাধনার ন্যায় পবিত্র বস্তু এবং প্রেমের দাস্য-মাধর্য্যে প্রস্ফুট-কুসুমের ন্যায় কমনীয়। ফরাশী দেশের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কবি আলফন্স ডি-লামার্টিন (Alphonse De Lamertine) লিখিয়াছেন যে, ইলোয়িসার পবিত্র প্রেমের ইতিহাস কবিতার পবিত্রতম উচ্ছ্বাস। তিনি বলেন যে, ইলোয়িসার প্রেমের কাহিনী ফরাশীদিগের জাতীয় হৃদয়কে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া যাইতেছে, তথাপি এই অশ্রুলিখিত অপূর্ব্ব ইতিহাস নূতনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

"Daring eight Centuries no other has so profoundly touched the human heart."

ও পরের ভাবনায় আকুল রাখিতে পারিয়াছে,—হায়! যে প্রীতির কণিকামাত্র লাভ করিয়া অবনী সময়ে সময়ে অমরাবতীর অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিয়াছে, যদি সেই আশাময়ী, আবেশময়ী ও অমৃতময়ী প্রীতিই আমাদিগের হৃদয়কে ভরিয়া রাখিত, আমাদিগের চক্ষু, তাহা হইলে, কখনও এইরূপ শিলা-সম কঠিন রহিতে পারিত না।

ভবভূতির উত্তর-চরিত অঙ্কে অঙ্কে ও অক্ষরে অক্ষরে অশ্রুজলে লিখিত। পাঠ সময়ে, পাষাণেরও অশ্রুপাত না হইয়া পারে না। ইহা কেন?—না, উহার সর্ব্বত্রই প্রেমের অপার্থিব তত্ত্বসুধা। প্রেমের চিত্র ও প্রেমের কবিতা অশ্রুজল ভিন্ন আর কিছুতেই লিখিত হয় না। যাহাকে লোকে আদি রসের আবিলতা বলে, তাহা অন্য বর্ণেই লিখিত হয় বটে, কিন্তু প্রেমের আলেখ্য আর কোন বর্ণে ফলায় না। কালি-দাস, সাধারণতঃ একটুকু তরলমতি বলিয়াই, সাধারণের কাছে পরিচিত। তাঁহার সতৃষ্ণবিলোল-নয়না, লীলাময় কল্পনাও, 'পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা,' বসন্তবিলাসিনী ব্রততীর ন্যায়, প্রায় সকল সময়েই স্মিত-মুখী। কিন্তু তথাপি, যখনই তিনি বীণায় গভীর ঝঙ্কার দিয়া, প্রেমের গভীর রাগের আলাপ করিতে যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহার কল্পনার নেত্র-যুগলও তখনই অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে;—তাঁহার প্রেম-সঙ্গীত

তখন শোক-সঙ্গীতের সকরুণকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে;— তাঁহার প্রেমময় ভ্রমরের বিনোদগুঞ্জনও, তখন বিষাদের দীর্ঘ-শ্বাসে ভারাক্রান্ত হইয়া, ধীরে ফুটিয়াছে। যেমন সূর্য্যালোক-মণ্ডিত মেঘমালার হাস্যচ্ছটায় এবং তরুরাজির তদানীন্তন সহাস্য শ্যামল শোভায় বৃষ্টিধারা, তেমনই প্রেমিকের হর্ষোৎফুল্ল নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা। যেন নয়নের এক প্রান্ত, আর রাখিতে না পারিয়া, অশ্রু বর্ষণ করিতেছে; এবং আর এক প্রান্ত আধ' লুক্কায়িত রহিয়া সেই অশ্রুদর্শনে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। যেমন প্রভাত-কুমুদের মলিন মুখে বিরস-বিয়োগের বাষ্পবিন্দু, তেমনই প্রেমিকের বিরহ-তপ্ত নয়ন-পল্লবে হৃদ্‌গত দুঃখের বারিবিন্দু। উভয়ই দর্শনীয়,—উভয়ই ভাবুক জনের চিরস্পৃহণীয়।

অশ্রুজলে শোকের তর্পণ। সাবধান! শোকাকুলের পবিত্র হৃদয়কে কেহই সাংসারিক সুখের বৃথা প্ররোচনা দিয়া বঞ্চনা করিতে যত্ন পাইও না। তাহাকে নিভৃত নির্জ্জনে, নিঃশব্দ রোদনে, অবিরামবর্ষি অশ্রুজলে প্রিয়জনের তর্পণ করিতে দেও। সে তাহার হৃদয়-বাহিনী ফল্গুগঙ্গার অমল-বারিতে অঞ্জলি পূরিয়া হৃদয়ারাধ্য প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে অর্পণ করুক; এবং মনুষ্য যে যেখানে আছে,—যে বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া, কূট-চিন্তার আবর্ত্তজলে হাবু ডুবু খাইয়া এবং সংসা-

রের তমসাচ্ছন্ন তরঙ্গরাজিতে আহত ও প্রত্যাহত, উৎক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া, মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতেছে, সে প্রকৃতিপ্রণোদিত, প্রকৃতির অকর্ণ-শ্রুত অভ্রান্ত মন্ত্রে দীক্ষিত মানবহৃদয়ের এই অন্তর্গূঢ় ও আশাপ্রদ, প্রাকৃত আরাধনা দেখিয়া আশায় উল্লসিত হউক।

আর এক কথা এই, মনুষ্যসমাজ বহু কলঙ্কে কলঙ্কিত হইযাছে। মনুষ্যের স্নেহে আর বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধায় আর প্রত্যয় নাই, মনুষ্যের কিছুতেই শুদ্ধি, সারবত্তা ও নির্ম্মল স্বর্ণের কান্তি নাই, এই শ্রুতি-কঠোর বিলাপধ্বনি মনুষ্য-জগতের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মনুষ্য সর্প, মনুষ্য-সর্প হইতেও খল,—মনুষ্যের সংসর্গ পরিহার কর, মনুষ্য-হইতে দূরে রহ, মনুষ্যনিবাস পরিত্যাগ করিয়া বন্যজীবের বিজনবাসে চলিয়া যাও, বৈরাগ্যের এইরূপ নিষ্ঠুর কথা গৃহে গৃহে নিনাদিত হইতেছে। যে জগতে মনুষ্যের এত নিন্দা, এত কলঙ্ক, সেই জগতে মনুষ্যের মর্ম্ম-নিহিত মমতার শোকাশ্রু দেখিয়া দুঃখিত হইও না। সগর-বংশের স্তূপীকৃত ভস্মরাশি গঙ্গাজলস্পর্শে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল; মনুষ্যহৃদয়ের ভস্মীভত আশা ও আকাঙ্ক্ষাও শোকাশ্রুর স্বর্গীয় সলিলস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। অতএব শোকাশ্রুর সম্মান কর।

অনুতাপীর মুক্তিপ্রবাহও অশ্রুজলে। দগ্ধ মেদিনী, অবিরল-পতিত বৃষ্টিধারায় অভিষিক্ত না হইলে, শস্যশোভা এবং ফল-পুষ্পে সুশোভিত হয় না; দুষ্কৃতির মুর্ম্মুর-দাহনে ততোধিক দগ্ধ মনুষ্যহৃদয়ও অশ্রুজলে না ভিজিলে, মনুষ্যোচিত মহত্ত্ব, মনুষ্যোচিত দয়াদাক্ষিণ্য এবং প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি মনুষ্যোচিত কমনীয় কুসুমে শোভান্বিত হইতে পারে না। মনুষ্য যখন আত্মগ্লানির অগ্নিকুণ্ডে অঙ্গার তুল্য হইয়া আত্মার পুনঃশুদ্ধির জন্য অশ্রুজলে স্নান করে,—হৃদয়ের অঙ্গার-কালিমা প্রক্ষালনের জন্য ধারায় অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করে,—যে হস্ত মনুষ্যের শান্তির পথে কাঁটা দেওয়া এবং মনুষ্যের অন্তরতমসুখে আঘাত করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে অগ্রসর হইত না, যখন সেই হস্ত পুনরায় মনুষ্যের উপকার-ব্রতে ব্রতী হয়;—যে জিহ্বা পূর্ব্বে পর-নিন্দার কদর্য্যপঙ্ক অথবা পরের ক্লেশকর কালকূট গরল বই আর কিছুই বর্ষণ করিতে জানিত না, যখন সেই জিহ্বা পুনরায় পীযূষ-বর্ষিণী হয়,—যে দৃষ্টি পূর্ব্বে সূচির ন্যায় তীক্ষ্ণ ধারে মনুষ্যচিত্তে বিদ্ধ হইত, যখন সেই দৃষ্টি পুনরায় শারদ-গগনের চন্দ্রকিরণবৎ মনুষ্যচিত্তে সুস্নিগ্ধ অনুভূত হয়;—যে মনুষ্য পৃথিবীতে পূর্ব্বে পিশাচ কি অসুরের অবতার বলিয়া সকলের ঘৃণা কিংবা শঙ্কার কারণ হইত, যখন সেই মনুষ্য, অশ্রুময়ী

মন্দাকিনীর পুণ্যোদকে অবগাহন করিয়া, মূর্ত্তিমান্ মঙ্গলের ন্যায়, পুনরুত্থিত হয়, তখন স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে দুন্দুভিধ্বনি হইতে থাকে, প্রীতি হর্ষভরে পুষ্পবৃষ্টি করে, এবং সমগ্র মনুষ্য-জাতির সম্মিলিত হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করে।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, তোমার মণিমুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ: আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। অশ্রুজলের অসূত্র-গ্রথিত অপূর্ব্বমালা কণ্ঠে পরিতে পারিলে. কারুকরের কৃত্রিম আভরণে আর প্রয়োজন কি? দয়া যদি নয়নে বহে, ভক্তি অথবা প্রীতি যদি মুখচ্ছবিতে বিলসিত রহে, এবং হৃদয় যদি প্রক্ষালিত ও পরিশোধিত হইয়া প্রসন্ন-জ্যোতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে আভরণের আর অভাব কি?

যাঁহারা বীর-ধর্ম্মে অনুরক্ত, বীরাচার-পরায়ণ এবং পৌরুষ-মহিমার উপাসনাই যাঁহাদিগের একমাত্র উপাসনা. তাঁহা-দিগের মধ্যে, কাহারও কাহারও অশ্রুবর্ষণে লজ্জা ও অশ্রু-দর্শনে ঘৃণা হয়, এবং যাঁহাকে তাঁহারা অশ্রুজলে আর্দ্র দেখেন, তাঁহাকে অকৃতী, অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বলমনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। অহো! মনুষ্যের কি ভ্রম! যখন

বীর-হৃদয় রিয়েণ্ট্সী, * ইটালীর পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করিয়া, এবং প্রাণ-গত যত্ন সত্বেও পরি-শেষে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, ইটালীর দুঃখে অশ্রুপাত করিয়া-ছিলেন, তাহার পৌরুষী প্রতিভা তখন উজ্জ্বলতর আলোকে আলোকিত হইয়াছিল—না, লজ্জায় হীনপ্রভ হইয়াছিল? যখন অক্ষয়-কীর্ত্তি ইপ্সিলাণ্টি † কারাবাসের আশঙ্কিত অন্ধ-

* রিয়েণ্ট সী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত পৈত্রপ্রিয় মহাপুরুষ। ইনি যেমন রূপবান্, তেমনই বাগ্মী এবং রাজনীতির কূটযুদ্ধেও তেমনই কৃতকর্ম্মা ছিলেন। ইহার চরিত্র এক দিকে মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যে কমনীয়, আর এক দিকে—নৈতিকতার কর্ম্মক্ষেত্রে ভয়াবহ। ইহার জন্মভূমি ইটালী। ইটালী তখন অষ্ট্রীয়ার অধীনরাজ্য। ভক্ত যেমন বিগ্রহের পাদ-পীঠকে অশ্রুজলে ধোয়ায়, এই মহাত্মাও, ইটালীর রাজধানী রোম নগরের অনেক স্থানকে সেইরূপ অশ্রুজলে ধোয়াইয়াছেন। ইনি যাহা-দিগের উদ্ধারের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই অবোধ অপা-ত্রেরা ইঁহার অমানুষ-চরিত্রের মর্ম্মগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে ইঁহার প্রাণের উপর আঘাত করিয়াছিল।

† আলেকজেণ্ডার ইপ্সিলাণ্টি তুর্কাধীন গ্রীকরাজ্যের অন্তর্গত ওয়ালেসিয়া নামক প্রদেশের হস্পদার অর্থাৎ শাসনকর্ত্তার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার পিতা ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে তুর্কের সম্রাট্কর্ত্তৃক নিতান্ত অন্যায়রূপে পদচ্যুত হওয়ায়, তিনি পিতৃ ঋণ পরিশোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরুষপরম্পা-রাগত পৈত্র ভূমি অর্থাৎ গ্রীকরাজ্যের পুনরুদ্ধার বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হন। আজিকার এই নব্য গ্রীকজাতি, যাঁহাদিগের প্রসাদাৎ স্বদেশে স্বাধীন হইয়া মনুষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ইপ্সিলাণ্টি তাঁহাদিগের মধ্যে

কারে ও নৈরাশ্যের অরুন্তুদ বেদনায়, পর-প্রহার-নিগৃহীত স্বজাতির জন্ম অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন, তখন কে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল? যখন জুলিয়স ফাবর, * ফ্রান্সের ক্ষতদেহে ঔষধ লেপনের উদ্দেশ্যে অশেষ-বিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, ক্ষতবিক্ষত ফ্রান্সের অবস্থা স্মরণে, শত্রুর নিকট অশ্রুত্যাগ করিলেন, তাঁহার চারিত্র-গৌরব ও সামর্থ্য তখন অধিকতর শোভা পাইয়াছিল—না, লজ্জাবশে নুইয়া পড়িয়াছিল? যেমন প্রকৃত গৌরবান্বিত উন্নত পুরুষেরা বিনয়ে অবনত হইতে লজ্জা অনুভব করেন না, সেইরূপ যাঁহারা প্রকৃত বীর-প্রাণ প্রধান পুরুষ, তাঁহারাও হৃদয়ের উদ্বেলতায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লজ্জিত হন না। বীর-ধর্ম্ম অশ্রুজলের বিরোধী নহে। অশ্রুজলে উহার পুষ্টি,—হায়! অশ্রুজলেই অনেকস্থলে উহার প্রথম সৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। যে দেশের মৃত্তিকা বীরের নয়ন-নীরে আর্দ্র হয় নাই, সেখানে আর যে কোন ফল ফলুক, স্বাধীনতার স্বর্গীয়

একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। Vide Gordon's Greek Revolution and Finlay's History of Greece.

* জুলিয়স ফাবর বর্ত্তমান শতাব্দীর ফরাসী রাজপুরুষ। ১৮৭০ সালের সুবিশ্রুত ফ্রাঙ্কপ্রুশীয় যুদ্ধের পর ইনিই ফরাসীজাতির রক্ষার জন্য সন্ধির বিবিধ প্রস্তাব লইয়া লৌহ-বিগ্রহ বিস্‌মার্কের নিকটে প্রার্থীর ন্যায় প্রণতমস্তকে দণ্ডায়মান হন।

শোভাময়ী কল্পলতা কখনও তথায় অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে পারে না। ইতিহাস এ কথার সাক্ষিস্থলে দণ্ডায়মান। জগতের যে কোন দেশকে এইক্ষণ স্বাধীনতার সম্পদনিচয়ে বিভূষিত দেখিতেছ, সেই দেশেরই এই কাহিনী। মনুষ্য দেখে নাই, কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী ইতিহাস দেখিয়াছেন যে, তথাকার অগ্রগণ্য পুরুষেরা, যামিনীর অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া, জননী-জন্মভূমির প্রীত্যর্থে অশ্রুজলে তর্পণ করিয়াছেন; এবং সেই তর্পণেই মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হইয়াছে,—মৃতদেহের শত খণ্ডে বিভক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোড়া লাগিয়াছে, এবং বরাভয়-করা, বীরারাধ্যা আদ্যাশক্তি প্রফুল্ল ও প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ-কার প্রদানে তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

অশ্রু ঝরে কার? না, যার হৃদয় আছে। মনুষ্য কে? না, যে হৃদয়বান্। যে সাধনা অথবা যে তপস্যায় হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সাধনা অথবা সেই তপস্যায় আবার সিদ্ধি ও ইষ্টফল কি? শব্দে শ্রুতি-বিনোদন হয়। কিন্তু হৃদয় ভিন্ন হৃদয়কে জাগাইতে পারে কিসে? মনুষ্যসমাজ যে সকল ভুবন-বিশ্রুত ভয়াবহ বিপ্লবে, আমূল বিলোড়িত হইয়াছে;—যে সকল অভাবনীয় বিপ্লব, সৃষ্টি ও অসৃষ্টি এবং অন্ধকার ও আলোককে এক করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন গড়িয়া, মনুষ্যসমাজকে সাধারণের সুখ-শান্তিময় নূতনমূর্ত্তি

প্রদান করিয়াছে—যাহার অপ্রতিহত প্রভাবে জাতির উৎপত্তি কি জাতির বিলয়, ধর্ম্মের পুনঃসংস্কার, নীতিশাস্ত্রের পুনঃশোধন, রাজনীতির নূতন গ্রন্থন এবং দীন-দুঃখীর স্বত্ব-স্বাধীনতার চিরবিদ্বেষিণী দানবী ক্ষমতার বিনাশ-সাধনরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ফল ফলিয়াছে, একীভূত জাতীয় হৃদয়ের অন্তস্তল-বিলোড়নই তাহার একমাত্র কারণ;—এবং যাঁহারা ঝটিকার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া জাতিবিশেষের হৃদয়-বিলোড়নে অগ্রসর হইয়াছেন, বজ্র ও বিদ্যুৎ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছেন, বিঘ্নে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন, বিপত্তিকে আদর করিয়া মাথায় লইয়াছেন, অথবা আপনার হৃৎপিণ্ডকে হৃদয়গ্রন্থি হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া শক্তির নিকট বলিস্বরূপ উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়বান্। তাঁহাদিগের চক্ষু হইতে দয়ার অশ্রু, ভক্তির অশ্রু, প্রেমের অশ্রু, অথবা জাতীয় অনুরাগের উষ্ণ অশ্রু ধারায় বহিয়াছে, এবং সেই অশ্রুধারাই জাতীয় হৃদয়ে প্রমত্তবেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর পাপ তাপ ধুইয়া নিয়াছে। ধন্য সেই পবিত্র অশ্রু! ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা পরের জন্য, কিংবা প্রেম-ভক্তির আরাধ্য জনের জন্য, অথবা স্বদেশ, স্বজাতি কিংবা দেশ-নির্ব্বিশেষ ও জাতি-নির্ব্বিশেষ মনুষ্যের জন্য, ঐরূপে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

বিরাট্ পুরুষ।

—o—

এই ভূত-ধাত্রী ধরিত্রী, এক সময়ে এক প্রকাণ্ড বাষ্পপিণ্ড অথবা পিণ্ডীভূত তরলবহ্নির ন্যায়, শূন্যবর্ত্মে ভ্রাম্যমাণা ছিল। তখন জলে স্থলে প্রভেদ ছিল না; সমস্তই একাকার। তখন হিমাদ্রি কি বিন্ধ্যাচল, ভূমধ্য কি ভারত সমুদ্র, দৃশ্য-গোলকে, বিভিন্নতা জন্মাইত না; সমস্তই এক। তখন নদী ছিল না এবং নদীর বক্ষে লহরী খেলিত না; তরু লতার উৎপত্তি হয় নাই, সুতরাং তরুশাখায় বসিয়া বনের পাখী গান করিত না এবং কুসুমিত লতার সুকোমল অঙ্গ বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া অলিগুঞ্জনে গুঞ্জিত হইত না। তখন আকাশে তারা ফুটিত,—আকাশের অনন্ত নক্ষত্রমালা, সায়ন্তন পুষ্প-মালার ন্যায় প্রস্ফুটিত হইত, কিন্তু পৃথিবী হইতে একটি চক্ষুও একবার তাহা চাহিয়া দেখিত না। তখনও সূর্য্যের উদয় হইত, সূর্য্য অস্ত যাইত;—সূর্য্যমণ্ডলের প্রদীপ্ত রশ্মি জগতে ছড়াইয়া পড়িত; কিন্তু পৃথিবীর একটি চক্ষুও তাহা দেখি-বার জন্য উন্মীলিত হইত না। তখন গ্রাম নাই, নগর নাই, জীবজন্তুর সঞ্চার নাই, ভোক্তা নাই, ভোজ্য নাই, দ্রষ্টা নাই,

দৃশ্য নাই, সুখ-দুঃখের অনুভূতি কিংবা হর্ষবিষাদের ক্রীড়া নাই ; -পৃথিবী শূন্যময়।

সেই শূন্যহৃদয়া পৃথিবী. শতসহস্র যুগ হইতে শতসহস্র যুগ পর্য্যন্ত, এইরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, আজি স্বভাব ও শিল্প-জাত বৈভবের অপূর্ব্ব মিশ্রণে কবিকল্পিত অমরাবতীকেও অধঃকৃত করিয়াছে, এবং স্বপ্নও কোন দিন যে সম্পদের ছায়া দেখিতে পায় নাই, আজি পৃথিবী সেই সম্পদে শোভা-ন্বিত হইয়া, জগতে বিরাজ করিতেছে। আজি উহার অট্ট-হাস্যময় সমুদ্র-তরঙ্গ অর্ণবপোতে অলঙ্কৃত, অভ্রভেদি গিরিশৃঙ্গ বিজয়-দুন্দুভিতে নিনাদিত। উহার কোথাও বৃক্ষবাটিকা, কোথাও বিলাসবন ; কোথাও তপস্যার পবিত্র আশ্রম, কোথাও শান্তির পুণ্য নিকেতন। উহার কোথাও পারিস ও লণ্ডন প্রভৃতি মহানগরী মনুষ্যের হল-হলায় নভস্তলকে আপূরিত করিতেছে, কোথাও বিহঙ্গবিনোদিত নিভৃত-নিবাসের প্রসন্নমূর্ত্তি ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে চিত্ত অঙ্কবিধভাবে অভিভূত হইতেছে। উহার কোথাও প্রীতির পুষ্পিত উদ্যান, কোথাও পৌরুষগুণের পাষাণ-কঠিন ক্রীড়াস্থান ; কোথাও বীরসেনায় ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ও অস্ত্রঝঞ্ঝনা, কোথাও বীণার মোহন নিঃস্বন ও বিশ্রব্ধ বন্ধুতার প্রাণপ্রদ সান্ত্বনা। কোথাও সাহিত্য, কোথাও সঙ্গীত ; কোথাও পুস্তকালয়ের অতুল-

ভাণ্ডার, কোথাও যন্ত্রালয়ের অপ্রতিম কারুনৈপুণ্য ;—প্রাসাদের ঊর্দ্ধে প্রাসাদ, ভূযানের ঊর্দ্ধে ব্যোমযান : গৃহের অভ্যন্তরে রত্নমালা, গৃহের বহির্ভাগে রত্নোজ্জ্বল দীপমালা ;—অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষা, অবিশ্রান্তকার্য্য, অসীম উন্নতি ও অরুদ্ধ গতি।

যিনি এই বৈভব ও এই বিচিত্র সম্পদের প্রতিষ্ঠিত অধি-স্বামী,—পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, সকলেই প্রকারতঃ যাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করে,—ভূত-শক্তি যাঁহার পরিচারিকা, কোটিযোজন দূরস্থ গ্রহাধিরাজ ভাস্করও যাঁহার চিত্তবিনো-দনের জন্য চিত্রকার্য্যে নিয়োজিত হয়, তিনিই বৈজ্ঞানিক কল্পনার বিরাট্ পুরুষ *.—সৃষ্টির প্রধানতম বিকাশ, পার্থিব সৃষ্টির শেষ ফল, সমগ্র মানবজাতিরূপ বিরাট্ বিগ্রহের প্রাণ-

* প্রত্যক্ষবাদ অর্থাৎ Positive Philosophy নামক দর্শনতত্ত্বের উদ্ভাবয়িতা প্রসিদ্ধনামা কোণ্ট্ সমস্ত মানব জাতির Collective Life অর্থাৎ 'সমবেত জীবন' অর্থে The Etre Supreme অথবা The Grand Etre এই নাম প্রথম প্রয়োগ করেন। ইহার বাঙ্গালা অনুবাদে কেহ পরম সৎ এবং কেহ কেহ বৃহৎসৎ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাহা না করিয়া চিরগৌরবার্হ বৈদিকভাষার সম্মানের অনুরোধে ঐ অর্থেই বিরাট্ পুরুষ শব্দ ব্যবহার করিলাম। কোণ্ট্ যে Grand-Etre শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, বৈদিক সাহি-ত্যের বিরাট্ পুরুষ সর্ব্বাংশে সেই অর্থের প্রতিপাদক না হইলেও, উভয়ে

দেবতা। এই পৃথিবী ইঁহারই প্রথম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানভূমি, ইঁহারই কর্ম্মক্ষেত্র ও প্রমোদগৃহ।

আমরা যখন ফোটা ফোটা করিয়া বারিবিন্দু এবং একটি একটি করিয়া বালুকণা গণনা করি, তখন দ্রব ও ঘন পদার্থের প্রকৃত ভাব আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় না। কে দূর্ব্বাদল-বিলম্বি শিশির-বিন্দু দেখিয়া জলরাশির শক্তি চিন্তা

যে বিশিষ্ট সাদৃশ্য আছে, তাহা ঋগ্বেদসংহিতার পুরুষ সূক্ত হইতে উদ্ধৃত নিম্নস্থ পংক্তি নিচয় পাঠেই প্রতীত হইবে।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ,
স ভূমিং সব্বতোবৃত্য অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্,
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহাত
এতাবনস্য মহিমা অতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।
ত্রিপাদূর্দ্ধমুদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহাভবৎ পুনঃ,
ততো বিশ্বং ব্যক্রমত সাশনানশনে অভি।
তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজোধি পুরুষঃ
স জাতোত্যারিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ।"

পণ্ডিতবর J. Muir তাঁহার Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India নামক গ্রন্থে এই বিখ্যাত পংক্তি নিচয়ের এইরূপ অনুবাদ করেন।

করে? কে কুশাগ্রলগ্ন পুষ্পরেণু দেখিয়া পুঞ্জীকৃত রেণুনিচয়ের গুরুত্ব ও ভারবত্তা ভাবিয়া দেখে? কিন্তু যখন সেই বারিবিন্দু অসংখ্য বারিবিন্দুর সহিত পরিমিশ্রিত হইয়া গঙ্গার প্রমত্ত স্রোতে কিংবা সাগরের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে নৃত্য করে,—যখন সেই বালুকণা অসংখ্য বালুকণার সহিত মিশ্রিতভাবে সমুচ্ছ্রিত শৈলস্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান হয়, আমরা তখন দৃষ্টি মাত্রই আকৃষ্ট ও আনত হই। মনুষ্য সম্বন্ধেও এই কথা।

"1. Purusha has a thousand heads, a thousand eyes, a thousand feet. On every side enveloping the earth, he over passed (it) by a space of ten fingers. 2. Purusha himself is the whole, whatever has been and whatever shall be. He is also the lord of immortality, since *by food he expands*. 3. Such is his greatness and Purusha is superior to this. All existences are a quarter of him ; and three-fourths of him are that which is immortal in the sky. 4 With three quarters Purusha mounted upwards. A quarter of him was again produced here. He was then diffused everywhere over things which eat and things which do not eat. 5 From him was born *Virat* and from *Virat*, *Purusha*. When born he extended beyond the earth, both behind and before.

আমরা মনুষ্যকে চিনি না, মনুষ্যের গৌরব বুঝি না। আমরা একটি একটি করিয়া মনুষ্য দেখি,—একটি একটি করিয়া মনুষ্য লইয়া বিচার বিতর্ক করি। তাহাতেই মনুষ্য-প্রকৃতি ও মানবী শক্তির প্রকৃত মহিমা আমাদিগের চিন্তার আবিল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না। মনুষ্যের অভাব ও অপূর্ণতাই আমাদিগের চক্ষে পড়ে;—মনুষ্য কি করিয়াছে, কি করিতেছে এবং ভবিষ্যতে কি করিবে বলিয়া আশ্বাস

এই বৈদিক কল্পনা যে মানবজাতি লইয়া, পশ্চাৎ ইহা আরও বিশদ হইয়াছে। যথা,—

"যৎ পুরুষং বি অদধুঃ কতিধা বি অকল্পয়ন্,
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে।
ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।

11. "When (the gods) divided Purusha, into how many parts did they cut him up? What was his mouth? What arms (had he)? What (two objects) are said (to have been) his thighs and feet? 12. The Brahman was his mouth, the Rajanya was made his arms; the being called the Bashya, he was his thighs; the sudra sprung from his feet." J. Muir.

দিতেছে, তাহা চিন্তায় আইসে না। কাহারও উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই, শরীর নানাবিধ বিকট ব্যাধিতে অকাল-জীর্ণ, আমরা তাহাকে দেখিয়া আর এক দিকে মুখ ফিরাই; অথবা তাহাকে দূর দূর বলিয়া দূর করিয়া দিয়া একটি পালিত কুক্কুরকে বুকে টানিয়া লই। কেহ শিক্ষাবিরহে আজও নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় অতি নিকৃষ্ট জীবন যাপন করিতেছে,—মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করিয়াও মনুষ্যলভ্য উৎকর্ষের বহু নীচে পড়িয়া রহিয়াছে; আমরা তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় দৃষ্টিসঙ্কোচন করি। কেহ শিক্ষাবলে সমুন্নত হইয়াও ততোধিক জঘন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে—কখনও প্রয়োজন কি প্রবৃত্তিবিশেষের অসহ্য তাড়নে, নীচতার নিম্নতম স্তরে নাবিতেছে, কখনও ক্রোধাদি ভাবের আকস্মিক উত্তেজনায়, মনুষ্যত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছে; আমরা তাহাকে দেখিয়া বিষাদে ও বিদ্বেষে জর্জ্জরিত হই। এইরূপে একটি একটি করিয়া মনুষ্য দেখিলে,—তিল তিল করিয়া মনুষ্যের দোষ গুণ বিচার করিলে, শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা দূরে থাকুক, মনুষ্য সম্বন্ধে আমাদিগের মনে ক্রমশঃই অতি প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা জন্মে; এবং মনুষ্য কেন মনুষ্যের সংসর্গে অবস্থান করে, মনুষ্য কেন মনুষ্যের জন্য লালায়িত হয়, এবং মনুষ্যের ছলনা, মনুষ্যের বঞ্চনা, মনুষ্যের ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা কেন

বিষ-সর্পের মত সমস্ত মনুষ্যকে গ্রাস করিয়া না ফেলে, ইহাই আলোচনার জন্য এক বিষম সমস্যা হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন আমরা মনুষ্যকে বিস্মৃত হইয়া, একীভূত মনুষ্যজাতির চিন্তা করি,—যখন সেই আসমুদ্রাগরিব্যাপি বিরাট্ মূর্ত্তিকে ধ্যাননেত্রে দর্শন করিয়া, আমরা উহার ভূত ও বর্ত্তমানের তুলনা হইতে ভবিষ্যতে উঠিতে যত্নবান্ হই, তখন আমাদিগের বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ই এক অনির্ব্বচনায় ভাবে স্তম্ভিত হয়, এবং যে আশা আত্মদুষ্কৃতির অনুতাপ-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভগ্ন ও অবসন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহাও জীবনের নূতন স্ফুরণে জাগিয়া উঠে।

লোকে যাহারে ইতিহাস বলে, তাহা এই বিরাট্ পুরুষের জীবন-চরিত। কিরূপে জল-বুদ্বুদ হইতে জীবসঞ্চারের আরম্ভ এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনন্ত বিবর্ত্তে এই বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে.—কিরূপে নির্জীব জড়-পরমাণু হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে অনতিবিকসিত প্রাথমিক জীব, —তাদৃশ জীব হইতে পশুজীবন এবং পশুজীবনের পরিণতিতে এই বিস্ময়াবহ মানব-জীবনের ক্রমিক বিকাশ ঘটিয়াছে, ইতিহাস তাহা দেখে নাই। সুতরাং, ইতিহাস সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে অক্ষম। সেই অতীত-তত্ত্ব অনুমানের অধিগম্য হইলেও, ইতিহাসের বিষয় নহে। ভূপঞ্জর-

নিহিত ভিন্ন ভিন্ন-রূপ অস্থির সাদৃশ্য ও বিসদৃশতা এবং ভূতত্ত্বসংক্রান্ত আরও বহুবিধ কথার উপর নির্ভর করিয়া সে বিষয়ে একটা যৌক্তিক উপপত্তি করিবার সময় হইয়া থাকিলেও, তাহা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু, কিরূপে অসহায়, অশিক্ষিত. অসভ্য মনুষ্য, জীবনের শৈশব-সময়ে, বন্য পশুর সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করিয়া, এইক্ষণ এই বিরাট্‌বেশ ধারণ করিয়াছে,—যে এক সময়ে শীতবাতের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভূগর্ত্তে কিংবা বৃক্ষকোটরে মাথা লুকাইত, সে কিরূপে আজি ভূপতির আসনে সমাসীন হইয়া সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের সকলরূপ সামগ্রীতেই বিলসিত রহিয়াছে,—যে প্রকৃতির বজ্রবিদ্যুন্ময়ী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে জড়সড় রহিত, সে কিরূপে এইক্ষণ প্রকৃতিরই উপর কিঞ্চিৎপরিমিত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া সেই বজ্রবিদ্যুৎ লইয়া খেলা করিতেছে,—যে এক সময়ে কথাটি কহিতেও অসমর্থ ছিল, তাহার মুখের কথা ও মনের ভাব কিরূপে এইক্ষণ অযুতভাষার অযুত প্রবাহে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলাইয়া বহিয়া যাইতেছে,—যে এক সময়ে আপনার দুই হাতের দশটি আঙ্গুলও গণিতে জানিত না, সে কিরূপে এইক্ষণ আকাশের তারা এবং গ্রহ উপগ্রহের ব্যবধানভূত রেখানিচয়কেও গণিতে শিখিয়াছে,—যে কোন

তত্ত্বেরই কিছু জানিত না, সে কিরূপে জ্ঞানগম্য সমস্ত তত্ত্ব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ-যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা পৃথিবীকে আপনার ভাবে ওতপ্রোতরূপে জড়াইয়া একেবারে এইক্ষণ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, ইতিহাস ইহার সমস্তই অপরিস্ফুট আলোকে অবলোকন করিয়াছে, এবং এই কাহিনী কহিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়াই ইদানীং ইতিহাসের এত আদর বাড়িয়াছে।

যদি ইতিহাসে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, এই বিরাট্ পুরুষের গতি ও উন্নতি নিয়তির অনতিক্রম্য শাসনে অনুশাসিত এবং অতএবই সর্ব্বতোভাবে অবার্য্য ও অব্যাহত। সেই প্রথম সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত, ইহার উন্নতি বিনা কোনও অংশেও অধোগতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। রাজ্যের উত্থান ও পতন আছে,— জাতিবিশেষেরও উদয় এবং বিলয় আছে। কোন রাজ্য একদিন সুর ভোগ্য সম্পদের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতায় পৃথিবীর আভরণ স্বরূপ ছিল, আজি সেই রাজ্য শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়া অস্থিলুব্ধ গৃধ্রশকুনির আবাস স্থল হইয়াছে। কোন জাতি একদিন জ্ঞানে ও গুণে জগদ্‌গুরু বলিয়া পূজা পাইত,—জাতি সমিতির মধ্যস্থলে রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তীর ন্যায় উপবিষ্ট হইত; আজি সেই জাতি পরকীয় পদা-

ঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, অঞ্চলবায়ুনিষেবণে অঙ্গবেদনার প্রশমন করিতেছে, এবং যে পদে আহত হইতেছে, সেই পদই পুনরায় মাথায় তুলিয়া পরিত্রাণের উপায় দেখিতেছে। যে সকল রাজ্য ও যে সকল জাতি ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশেরই এই ইতিহাস। একদিন উত্থান, একদিন পতন, একদিন উদয় ও এক দিন লয়। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ও সমস্ত জাতি যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যিনি সকলকে লইয়া এক,—ইণ্ডিয়া ও আমেরিকায় যাঁহার সমান সম্বন্ধ,—জেতা ও বিজিত উভয়ই সমানরূপে যাঁহার দেহবন্ধ, সেই বিরাট্ পুরুষের উত্থান মাত্র আছে, পতন নাই; উদয় আছে, বিলয় নাই। তাঁহার গতির এক মাত্র পথ উন্নতি, অথবা উন্নতিই ঐ গতির নিয়মবদ্ধ পদ্ধতি। মনুষ্য কখনও সিংহাসনে বসিয়া ইঁহার গতি ও উন্নতির প্রতিকূলে সম্রাটের বল প্রয়োগ করিয়াছে,—কখনও যাজক ও আভিজাতদিগের মত সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া ইঁহাকে তৃণের নিগড়ে বান্ধিয়া রাখিবার জন্য ষড়যন্ত্রবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যেমন তটাভিঘাতিনী স্রোতস্বিনীর কলকলায়মান জলরাশি বালুর বাঁধে অবরুদ্ধ রহে না, এবং ভূকম্পের গিরিবিদারী অনলোদ্গার লতাপাতার আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখা যায় না; সেইরূপ মনুষ্য-বিশেষ কিংবা সম্প্রদায়বিশেষের কোনরূপ

চেষ্টাই মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের উন্নতিশীল বিকাশের মুখে বাধা দিতে সমর্থ হয় না। সেই উন্নতি ও গতি চলিবেই চলিবে। কে উহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়? সেই বিরাট্ তরু আপনার ভিত্তিভূমিতে পর্ব্বত হইতেও অধিকতর অটল রহিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং আপনার ফলপুষ্পশোভিত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দিগ্‌দিগন্তর আচ্ছাদন করিতেছে। কে এই বৃদ্ধি ও বিস্তার ঠেকাইয়া রাখিবে।

মনুষ্যসমাজ সময়ে সময়ে ধর্ম্ম-বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবরূপ অভাবনীয় ঝটিকার আলোড়নে থর থর করিয়া কম্পিত হয়, এবং কিছু দিনের তরে সকল বিষয়েই নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। যেখানে শান্তির বাহ্যশোভা দর্শনে বিশ্বস্ত হইয়া, সকলে সুখ-শয্যায় শয়ান ছিল, সেখানে সহসা ঘোরতর অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়;—যেখানে সকলে অনভ্র যামিনীর চন্দ্রতারাময়ী কান্তি দেখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত রহিয়াছিল, সেখানে উষার অভ্যুদয় হইতে না হইতেই, সকলে সৃষ্টিবিপ্লাবিনী ঘন-ঘটার প্রলয়হুঙ্কার ও ভৈরব গর্জ্জনে চমকিয়া উঠে! তাহার পর দেখিতে দেখিতেই চতুর্দ্দিকে ত্রাহি ত্রাহি শব্দসহকারে নানাবিধ উৎপাত, উপদ্রব ও লোক-ভয়ঙ্কর আপদ ঘটিতে

নক্ষত্রের যে সম্বন্ধ আছে, মনুষ্য তাহা বুঝিত না ; এবং বাণিজ্যের বিস্তার ও যুদ্ধ বিগ্রহ, শস্যের হ্রাস বৃদ্ধি ও দেশের নৈতিক উন্নতি, অথবা বিবাহ ও দুর্ভিক্ষ এবং কাব্য ও রাজবিদ্রোহ যে অতি সূক্ষ্ম সূত্রে পরস্পর-সম্বদ্ধ রহিতে পারে, ইতিহাসও তাহা বুঝিতে পাইত না। কিন্তু ইতিহাসের সে অবস্থা আর নাই। ইতিহাস এইক্ষণ বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া,—বিজ্ঞানের চক্ষে বিশ্ব দর্শন করিয়া,—বিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ ও দূর-বীক্ষণের সাহায্যে সমাজ-যন্ত্রের পরীক্ষা করিতে শিখিয়া, সর্ব্বতোভাবে নিয়মবাদী হইয়াছে, এবং সমাজের সমুদয় ঘটনাই এক অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন, এই বলিয়াই এইক্ষণ উপদেশ দিতেছে। ইতিহাসের চরম-সিদ্ধান্ত এই যে, জড় শক্তির পরস্পর-প্রতিঘাত-জন্য বিপ্লব-নিচয়ও যেমন নিয়মের শাসনে সমুদ্ভূত, নিয়ম কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং নিয়মের অভীষ্ট ফলে পরিণত হয় ; মানবজাতি-নিহিত বিরাট্ শক্তির অভ্যুত্থানজন্য বিপ্লব-পরম্পরাও সেইরূপ নিয়মের শাসনে সমুদ্ভূত, নিয়ম কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং নিয়মেরই মঙ্গলময় ফলে পরিসমাপ্ত হইয়া, মনুষ্যের ইষ্ট সাধন করে। যে সকল ঘটনা সাধারণতঃ বিপ্লব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, ইতিহাস সেই সকল ঘটনাকেই জাতীয় উচ্ছ্বাস অথবা জাতিসাধারণ বিরাট্ পুরুষের উত্থানচেষ্টা বলিয়া ব্যাখ্যা

করে, এবং অজ্ঞ ও অকৃতী লোকেরা যেখানে উল্কাপাত-ভয়ে অধীর নহে, অতীত-সাক্ষী ইতিহাস সেখানে ভাবি কল্যাণের পূর্ব্বসূচনা ও মানুষী শক্তির সজীব লীলা সন্দর্শন করিয়া আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

মনুষ্য যে সোপানের পর সোপানে উঠিয়া,—উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর গ্রামে আরোহণ করিয়া, ধর্ম্মের উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃ, স্বাধীনতার উচ্চতর সম্পদ, সামাজিক সুখের উৎকৃষ্টতর উপাদান, পারিবারিক জীবনের মহত্তর আদর্শ এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতর আলোক প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে, এইরূপ বিপ্লব ঘটনাই তাহার মূল। বিপ্লবকে কেহ ভালবাসে না অথবা ডাকিয়া আনে না, ডাকিলেও উহা সমাগত হয় না। কিন্তু যখন কাল পরিপূর্ণ হইয়া আইসে, ঘটনা ঘটনার তাড়নে তাড়িত সঞ্চালন করে, এবং সেই বিরাট্ পুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন উহা বিনা আহ্বানে, বিনা সম্ভাষণে, আপনিই আসিয়া আপতিত হইয়া পড়ে।

কোন দেশ সত্যের নামে অসত্যের নিরয়-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে অধঃপাতে যাইতে থাকে,—মানব-জীবনের নিত্য সত্য ধর্ম্মকে কতিপয় বিশেষ ব্যক্তির ব্যবসায়ের বস্তু করিয়া, জন সাধারণকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখে, পাপ পুণ্য এবং স্বর্গ মোক্ষ লইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে,

অথবা ইহা হইতেও অধিকতর জঘন্য অন্য কোন কুৎসিত কার্য্যের প্রবর্ত্তনা দ্বারা দেশের সমস্ত লোককে পুনরায় পশুত্বে নিয়া পৌঁছাইতে যত্ন পায়। উল্লিখিতরূপ বিরাট্ বিপ্লব সেই দুরবগাহ অন্ধকারের উপর এক অপূর্ব্ব আলোক ঢালিয়া দিয়া, মনুষ্যের অন্ধীভূত চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়, মনুষ্যকে স্বচক্ষে দেখিতে শিক্ষা দান করে এবং যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে দুরিত দুর্গন্ধের সংসর্গ হেতু সকলেরই ঘৃণার সামগ্রী ছিল, সেই ধর্ম্মেরই অভ্যন্তরস্থিত সার-সুধা বাহিরে আনিয়া মনুষ্য মাত্রকেই তাহাতে অনুরক্ত করিয়া তুলে। কোন দেশের অধিকাংশ অধিবাসী, দাসত্বের লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, নৈরাশ্যের অন্তর্দ্দাহে আর্ত্তনাদ করিতে রহে,—দুর্ব্বল সবলের উৎপীড়নে অস্থিতে অস্থিতে ব্যথিত হইয়া,—সবলের সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষুধা হইতে আপনাকে কোন প্রকারেই রক্ষা করিতে না পারিয়া, বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতে থাকে। উল্লিখিতরূপ বিরাট্ বিপ্লব সেই লৌহ-শৃঙ্খলকে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া দাস ও প্রভু উভয়কেই বিচারের আনুগত্যে টানিয়া আনে এবং দুর্ব্বলকে সবলের উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অবৈধ সামর্থ্যের প্রাচীরদুর্গ চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। এইরূপে উহা অবনীতে ন্যায়ের স্বর্গীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে, সামাজিক সাম্য ও অসাম্যের

সামঞ্জস্য বিষয়ক সনাতন বিধির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া দেয়, সমাজকে মধ্যে মধ্যেই আগুনে পোড়াইয়া শোধন করিয়া লয়, এবং মনুষ্য যত কেন ক্ষুদ্র হউক না, মনুষ্যজাতির সমষ্টিই যে মানবজগতের বিরাট্ পুরুষ, এই সত্য প্রচার দ্বারা আপনি কৃতার্থ হয়।

যাঁহারা আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানকেই জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ * এইরূপও উপদেশ করেন যে, এই মনুষ্যাত্মক বিরাট্ পুরুষই মনুষ্যের

* ফ্রেডারিক হারিসন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ। ইহাঁরা উপাসনার আবশ্যকতা বিশেষরূপে স্বীকার করেন, এবং ধ্যান, ধারণা ও মননাদি উপায়যোগে উপাসনাও করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্য ছাড়া মনুষ্যের আর যে কিছু উপাস্য আছে, তাহা ইহাঁরা স্বীকার করেন না। ইহাঁরাই ইদানীং Positivists অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আচার্য্য মহামতি কোম্‌ট উপাসনার পথে কোথায় উঠিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। তিনি প্রথম বয়সে একটুকু বেশী জ্ঞান-গর্ব্বিত বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত থাকিলেও বয়সের শেষভাগে, এক জন পরমভক্ত যোগীর ন্যায়, জগতে পূজিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বাহ্নে অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধমাত্র খাইয়া কঠোর জ্ঞানালোচনায় ধ্যানস্থ রহিতেন; অপরাহ্নে আগে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর বস্তু আহার করিয়া, শেষে এক টুকরা অতি শুষ্ক কদর্য্য রুটি ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া মুখে দিতেন, এবং পৃথিবীর কত দীন দুঃখী কাঙ্গাল

একমাত্র আরাধ্য দেবতা। কাব্য ইহাঁর কল্পনার কুসুম, বিজ্ঞান ইহাঁর বুদ্ধি-বল। যে সকল অলোক-সাধারণ মনুষ্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইতিহাসের স্রোতে নূতন গতি দেন এবং পৃথিবীতে দয়া, প্রেম, পবিত্রতা ও প্রতিভার প্রখর জ্যোতিঃ বিকিরণ করেন,—মনুষ্যজাতি আগে না জানিয়া, না বুঝিয়া, অবমাননা করিলেও, পরিশেষে যাঁহাদিগের নাম স্মরণেই পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া জয়ধ্বনি করিতে রহে, তাঁহা-

---

ঐরূপ কদর্য্য বস্তুও খাইতে পায় না, ইহা স্মরণ করিয়া ফোটা ফোটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। এই মহাত্মা বয়সের এই সময়ে, ভক্তি ও দয়া এই দুইটি ভাবকেই জীব-হৃদয়ের চরম বিকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং আপনি প্রতিদিনই অকৃত্রিম ভক্তির ভাবে, বৈদিক ঋষির ন্যায়, ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার উপাস্য কে অথবা কি? তিনি কাহার উপাসনায় এইরূপ আকুল রহিতেন? এই বারই বিষম সমস্যা তাঁহার শিষ্যেরা বলিতেন যে, সমবেত মানব-জাতিরূপ বিরাট্-পুরুষই কোম্‌টির উপাস্য বিগ্রহ। অন্যেরা মনে করিতেন যে, পৃথিবীর এই ধূলিময় বিরাট্‌বিগ্রহ যে অনন্ত বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ-বিরাট্-বিগ্রহের স্ফুলিঙ্গ মাত্র, কোম্‌টির হৃদয়ে তখন তাঁহার একটুকু ছায়া পড়িয়াছে। কোম্‌টি তখন Imitation of Christ অর্থাৎ 'খৃষ্টের অনুকরণ' নামক বিখ্যাত খৃষ্টীয় ভক্তিগ্রন্থখানি সর্ব্বদা চক্ষুর সান্নিধ্যে রাখিতেন, এবং সুযোগ পাইলেই তাহা হইতে কিছু কিছু পাঠ করিতেন। ইহা উল্লিখিত অনুমানের বিশেষ পরিপোষক।

রাও ইহাঁরই কোন না কোন শক্তি অথবা কোন না কোন ভাবের প্রতিনিধি কিংবা প্রতিবিম্ব স্বরূপ। মনুষ্য আর কাহাকেও জানে না,—আর কাহাকেও জানিতে পাইবে না। মনুষ্যের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকলেরই আদি-স্থান এই বিরাট্ পুরুষের অনুগ্রহ এবং শেষ সাফল্য এই বিরাট্ পুরুষের আরাধনায়। ইহাকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠা মনুষ্যের ক্ষমতায়ও নহে। *

*"What else there to love and serve—if we seek to love and serve the greatest loveable and serveable thing on this earth, and we have ceased to love and to serve a supra-inmndane Being.

* * * *

"Let no one pretend to love or serve the Infinite, or Evolution, or the idea of Good. It is a farce."

The creed of a Layman by Frederic Harrison. Nineteenth Century Vol. IX. হারিসন যাহা প্রহসন মনে করেন, তাহাই জগতের প্রকৃত ইতিহাস অথবা ঐতিহাসিক মহাকাব্য। মনুষ্য প্রহসনের ভাবে হাসিতে পারে; কাঁদিতে পারে না;—আমোদ অথবা আনন্দ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারে, ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে পারে না। জগতের যে কাব্য মানব-জাতির বুকের রক্তে লিখিত হইয়া প্রাণোৎসর্গে প্রচারিত হইয়াছে, যদি তাহাই প্রহসন হয়, তাহা হইলে এই বিশ্বসংসার প্রহসন হইতেও অধিকতর অন্তঃসারশূন্য অবস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

আমরা এরূপ সাধু প্রমাদের সঙ্গী নহি। আমরা মনুষ্যত্বের মহিমময়ী মূর্ত্তি দর্শনের জন্য আত্মদৈন্যমূলক অমল অভিমানের আশ্রয় লইতে প্রস্তুত আছি। কারণ, অভিমান ঐরূপ স্থলে আত্মার উন্নতি সাধনের অনুকূল হয় এবং মহত্ত্ব ও নীচতায় পার্থক্য দেখাইয়া—মহত্ত্বের প্রতি অনুরাগ এবং নীচতার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া, মনুষ্যকে অধোগতি হইতে রক্ষা করে। কিন্তু অভিমান যখন জ্ঞানের বিকারে গর্ব্বিত অথবা অন্য কোন কারণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, সৃষ্ট বস্তুকেই সৃষ্টির পরম পদার্থ ও প্রান্তরেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করে,—আশ্রিতকে আশ্রয়ের এবং অপূর্ণকে পূর্ণের আসন দিতে যায় এবং আপনারই সম্প্রসারিত ভাবকে আপনার আরাধ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, আমরা তখন আর মুহূর্ত্তের তরেও উহার অনুসরণ করিতে সাহস পাই না। কোথায় এই অনন্ত বিশ্ব, আর কোথায় এই ধূলিকণিকাসমান ধরণী-পিণ্ড এবং এই পিণ্ডের পৃষ্ঠচর মানবজাতি? কোথায় মনুষ্যহৃদয়ের অনন্ত তৃষ্ণা, আর কোথায় প্রাণ-প্রবাহের তরঙ্গবুদ্বুদস্বরূপ মনুষ্যের প্রাণ? ফলতঃ মনুষ্যের বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয়, মন,—মনুষ্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা,—মনুষ্যের প্রাণ, চৈতন্যের প্রথম বিকাশ হইতেই যাঁহাকে চেতনে ও অচেতনে, জীব দেহে ও জড়-সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্যে অন্ধের ন্যায় অনুসন্ধান করিতেছে,—

যাঁহাকে জানিবার জন্য মনুষ্য সাগরে ডুবিয়াছে, পাহাড়ে উঠিয়াছে, সংসারের সমস্ত বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া যৌবনে যোগী সাজিয়াছে, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া গাছের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বনের পশু অবধি দূরতম গগনের গ্রহ উপগ্রহ পর্য্যন্ত জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সুন্দর ও কুৎসিত, ভীষণ ও মধুর, পবিত্র ও অপবিত্র এবং মহৎ ও নিকৃষ্ট, সমস্ত বস্তুর নিকটই বুকের রক্ত ও চক্ষের জলে অঞ্জলি দিয়া, তদ্গতহৃদয়ে ও তন্ময়প্রাণে, প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, সেই অপরিজ্ঞেয় * অনন্তশক্তি অথবা সেই আনন্দঘন

* "I conceive, on the other hand, that the object of religious sentiment *will ever continue to be*, that which it has ever been,—the *Unknown Source of things*. While the *forms* under which men are conscious of the unknown source of things, may fade away, the substance of the consciousness is permanent. Beginning with causal agents conceived as imperfectly known, progressing to causal agents conceived as less known and less knowable ; and coming at last to a universal *Causal Agent* posited as not to be known at all ; the religious sentiment must ever continue to occupy itself with this universal Causal Agent. Having in the course of evolution, come to have for its object of contemplation, the Infinite Unknowable, the religious sentiment can

চিন্ময় মূর্ত্তিই মনুষ্যের আরাধনার লক্ষ্যস্থান ও অন্তিমের গতি। মনুষ্য জানিলেও তাঁহারই জন্য তৃষ্ণাতুর রহিবে, না জানিলেও জ্ঞানে ও অজ্ঞানে,—আলোকে ও অন্ধকারে, তাঁহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইবে। মনুষ্যপ্রকৃতি যত দিনে না একবারে বিকৃত হইয়া যায়, তত দিন ইহার অন্যথা নাই; এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পরিবর্ত্তনের সহিত উন্নতি এবং উন্নতির সহিত অসংখ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলেও, মনুষ্যজগতে ঐরূপ আমূল-বিকৃতির অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মানব-জাতির সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, সমস্তই এ কথার প্রমাণ। গীত তাঁহাকেই গাইতেছে—কখনও উচ্ছ্বাসে, কখনও আবেশে, কখনও বা অতৃপ্ত তৃষ্ণার অসহ্য ক্লেশে, তাঁহারই নাম লইতেছে। সাহিত্য তাঁহার শক্তিসম্পদের কথা লইয়াই নানা দেশের নানা ভাষায় নানাবিধ মূর্ত্তিতে স্ফুরিত হইতেছে। কাব্য তাঁহারই অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত মূর্ত্তি তিল তিল করিয়া আঁকিতে যত্ন পাইতেছে। ইতিহাস মানবজাতির জীবন-

---

never again (unless by retrogression) take a finite knowable, like Humanity, for its object of contemplation."—*Spencer's Essays, Scientific, Political and Speculative.* Vol. III.

চরিতে তাঁহারই কর-লেখা পাঠ করিতেছে। তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে, এই জগৎসংসার এক অতল ও অপার অন্ধকার সমুদ্রের মত মনুষ্যের দুশ্চিন্ত্য হইয়া পড়ে, এবং নিরাশ ও নিরাশ্রয় জীব সুখ-লিপ্সার ক্ষণিক প্রমাদে সেই অন্ধকারেই ডুবিয়া মরে।

তবে ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে, মনুষ্য যখন সামাজিক জীব, যখন সমাজেই তাহার শিক্ষা, সমাজেই তাহার সমুন্নতি এবং সমাজের সামর্থ্যেই তাহার সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্য,—যখন স্বার্থচিন্তা ও পরার্থনিষ্ঠা, ন্যায় ও প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতির দুশ্ছেদ্যবন্ধনে সে সমাজের সহিত দৃঢ়সম্পর্কবদ্ধ, তখন সহযোগী ও ভবিষ্যবংশীয়দিগের সেবা ও হিত সাধন দ্বারা সমাজের কল্পিতমূর্ত্তি স্বরূপ বিরাট্পুরুষের পরিচর্য্যাতে রত হওয়াই, তাহার পার্থিব জীবনের উচ্চতম ব্রত। ইহারই নাম সামাজিক ধর্ম্ম এবং মনুষ্যের সুখ-বর্দ্ধন ও মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষবিধানের জন্য কায়মনঃপ্রাণে কার্য্যানুষ্ঠানই ইহার নিত্য অনুষ্ঠান। যাঁহারা এই ব্রত ও এই ধর্ম্ম পরিপালনের জন্য আত্মসংযম, আত্মশাসন ও আত্মদান করেন, তাঁহাদিগের ছায়াস্পর্শেও মনুষ্যের হৃদয় শীতল হয়। কেন না, পরার্থী প্রীতি তাঁহাদিগের সকল কার্য্যের মূলমন্ত্র। তাঁহারা প্রত্যেক পদনিক্ষেপেই পরের

সুখ-দুঃখ চিন্তা করেন, এবং পাছে, তাঁহাদিগের কোন কথায় কি কার্য্যে পরের প্রাণে ক্লেশ জন্মে, পরের সুখে কাঁটা পড়ে, এই চিন্তায়ই তাঁহারা সতত যোগীর ন্যায় ধীর ও গভীর রহেন। তাঁহাদিগের স্বাধীনতাতেই পরাধীনতা এবং পরাধীনতাতেই স্বাধীনতা। কেন না, তাঁহারা যে পরের অধীন, 'পর-মুখ-প্রতীক্ষু' পর-সেবারত, ইহা সম্পূর্ণরূপেই তাঁহাদিগের স্বায়ত্ত ইচ্ছায়। তাঁহারা এই হেতু, প্রভু হইয়াও পরের দাস,—গুরু হইয়াও শিষ্যভাবাপন্ন এবং রাজাধিরাজ হইয়াও দীনের দীন। তাঁহাদিগের জীবন অমৃত-প্রবাহ। উহা যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, সেখানে সকলেই অমৃতাভিষিক্ত রহে; সেখানে দগ্ধকঙ্করে ফুল ফোটে এবং দুঃখের তামসী নিশাও ক্ষণকালের তরে জ্যোৎস্নাময়ী হয়।

বেদব্যাসের ভারত-চিত্রে ধর্ম্মের অনেক প্রকার অতি সুন্দর—অতি সুখ-দৃশ্য আলেখ্য আছে। কিন্তু সেই অসংখ্য আলেখ্যের মধ্যে সামাজিকধর্ম্মের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ,—প্রশান্ত-প্রফুল্ল, পর-প্রত্যাশী, পরানুগত যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি, কেন সমস্ত আলেখ্যকে আঁধারে ফেলিয়া, মাধুর্য্যের অপ্রতিম মহিমায় জগতের মনোমোহন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে, সকলের হৃদয়েই প্রীতি জন্মিতে পারে। যোদ্ধৃগণের অগ্রনায়ক অতুল-কীর্ত্তি ভীষ্ম পরম ধার্ম্মিক। কিন্তু, তাঁহার ধর্ম্মভাবের

চিরন্তনী ভিত্তি আত্মপৌরুষ, আত্মনির্ভর,—আত্মপ্রতিজ্ঞা। বিদুর ধর্ম্মপুরুষ বলিয়াই সকলের শ্রদ্ধাস্পদ,-দাসীর গর্ভ-সম্ভূত হইয়াও দেবতার ন্যায় পূজ্য। ফলতঃ, বিদুরের ভক্তি, বিদুরের দৈন্য, বিদুরের শান্ত-সমাহিত নির্ম্মল চিত্ত, বিদুরের খুদ, এই শব্দগুলি ভারতবর্ষীয় সমস্তভাষায় ধর্ম্মশিক্ষার সূত্রস্বরূপ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে! কিন্তু বিদুরের সে ধর্ম্ম-ভাব আপনার পরকাল লইয়া। রাজা যুধিষ্ঠিরের ইহকাল ও পরকাল সমস্তই পরের সুখ-দুঃখ লইয়া। তিনি পারি-বারিক জীবনে ভ্রাতাদিগের অধীন,—পারিবারিক সুখের প্রধানতম অংশ ভ্রাতাদিগকে দিয়া আপনি অতি যৎসামান্য ভোগেই পরিতৃপ্ত। তিনি রাজকীয় জীবনে প্রজার অনুগত। যখন তিনি রাজসূয়যজ্ঞের বিস্ময়াবহ অনুষ্ঠানে কোটি রাজার উপর রাজ-রাজেশ্বরের আসনে সমাসীন, তখনও তিনি পরের ভাবনা লইয়া যেমন ব্যাপৃত, বনবাসের অশেষ দুঃখের মধ্যেও পরের চিন্তা লইয়া তেমনই ব্যতিব্যস্ত। সিংহাসনে বসিয়া কোটি লোকের চিত্ত তর্পণ করিয়াছেন, বনবাসের বিড়ম্বনার সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের সেবা করিতে পারিয়াছেন; ইহা ভিন্ন, তাঁহার উভয়বিধ জীবনের নিত্য অনুষ্ঠানে অন্য কোনরূপ পার্থক্য নাই। তিনি যখন অজ্ঞাত বনবাসের অসহ্য ক্লেশে আশ্রিত ও অনুগত ভাবে

পরের গৃহে, তাঁহার উদারহৃদয় তখনও আপনার সুখ-দুঃখের চিন্তা অপেক্ষা পরের সুখ-দুঃখ চিন্তাতেই অধিকতর নিবিষ্ট। অধিক আর কি, তিনি যখন সশরীরে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত, তখনও সেখানে একা যাইতে অসম্মত। ইহাই মানব জাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের মহাসেবা এবং পর-সুখ পরায়ণতা-রূপ অনুষ্ঠানের মহাব্রত। যাঁহারা এই উচ্চব্রত পরিত্যাগ করিয়া এবং ঐ উচ্চ ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আপনার অবৈধ ক্ষুধা ও অবজ্ঞেয় ক্ষুদ্রতার কারাগৃহেই বন্দী রহিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের মনুষ্যজন্ম বৃথা।* তাহারা লৌকিক নীতির নিগ্রহ হইতে নির্ম্মুক্ত রহিলেও মনুষ্যত্বের যথার্থ সম্পদ্ ও ভোগ-বৈভবে বঞ্চিত থাকে। তাহাদের সুখ-স্পৃহাও কালে অতিকঠোর দুঃখের নিদান হয়, অথবা তাহাদের একদিনের সুখই বহুদিনের দুঃখে পরিণতি পায়। কারণ, যাহারা জগতের দুঃখ বাড়াইয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কার্য্যতঃ আপনাদিগের ভাবিসুখে বিঘ্ন ঘটায়। যাহারা নিষ্ঠুর, নীচাশয় ও স্বার্থপর হইয়া আশে পাশে সকলকে কষ্ট দেয়, তাহারা চারিদিকে ঐ নিষ্ঠুরতা, ঐ নীচতা

* "I know that all is from all, and that he deserved not to be born, who thinks that he is born for himself alone." *Metastatio.*

এবং ঐ স্বার্থপরতারই অসংখ্য বিষ-বৃক্ষ রোপণ করিয়া, পরিশেষে সেই সংক্রামক বিষের দুর্ব্বিষহ জ্বালায়, আপনারাই দগ্ধ হয়। অপিচ, যেমন শরীরের সম্পর্কে চক্ষু কর্ণ ও হস্ত পদ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তেমনই মানব-সমাজের সম্পর্কে রাজা, প্রজা, ধনী ও দুঃখী প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ মনুষ্য। চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গনিচয় যদি শারীর-যন্ত্রের নিয়মবিরোধী হইয়া স্বতন্ত্র সুখের অনুসরণ করে, তাহা হইলে অচিরেই রুগ্ন ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া বিনাশের পথে যায়;—মনুষ্যও যদি সমাজ-যন্ত্রের নিয়মবিরোধী হইয়া স্বতন্ত্র সুখের জন্য প্রমত্ত হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রাকৃত প্রমত্ততা হইতেই তাহার নানারূপ দুঃখ, ক্লেশ, বিড়ম্বনা ও বিপত্তি ঘটে, এবং সে আপনারই কর্ম্মবিপাকে আপনি বিনা-শের মুখে গড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপনা হইতে সমাজের দিকে চাও, কিংবা সমাজ হইতে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এই সর্ব্বজনীন বিরাট্ পুরুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রীণন ও পরিপোষণেই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল ও প্রধানতম পার্থিব সুখ।

রাজা ও রাজ-শক্তি

যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ফরাশিবিপ্লব, প্রবল ঝটিকার প্রাক্‌কালীন কালিমার ন্যায়, কেবল প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন মানবীয় স্বাধীনতার স্বাভাবিক নায়ক * বিশ্ববিখ্যাত মেরাবো পারিসের প্রধানতম রাজনৈতিক সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধিরূপে, অতিগভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে,—

"রাজা, রাজপদ, ও রাজদত্ত-মর্য্যাদা অচিরেই অব-

---

* মেরাবো নিতান্ত দুরভিমানী ও দুষ্কৃতিদগ্ধ পুরুষ হইলেও, তাঁহার বিশালহৃদয়ে একটা ভাব বড় প্রবল ছিল। সে ভাব, স্বাধীনতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ। তিনি স্বাধীনতার সম্মান রক্ষার্থ জীবনে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন,—অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রকারে নিতান্ত অপাত্র হইয়াও, জগতের ইতিহাসে, স্বাধীনতার প্রকৃত উপাসক বলিয়া, অনন্যলভ্য পূজা পাইয়াছেন। মেরাবো ফ্রান্সের অন্তর্গত বিগনন্ নগরে ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথম-উচ্ছ্বাস সময়ে, ইনি চল্লিশবৎসরবয়স্ক প্রৌঢ়যুবা। কিন্তু ইনি সে সময়েই ফ্রান্সে অদ্বিতীয় বাগ্মী এবং অসাধারণ ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিচিত।

নীর পৃষ্ঠহইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে; কিন্তু জনসাধারণের কোনকালেও বিলয় নাই।”

ফ্রান্সের তদানীন্তন জাতীয় হৃদয় প্রতপ্ত বারুদ-গৃহের উপমাস্থল ছিল। উহা সাত শতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখে দগ্ধ হইয়া একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় পঁহুছিয়াছিল। এই কথা উহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইল। ইউরোপ কাঁপিয়া উঠিল, ইউরোপের সিংহাসন সকল ঐ আঘাতে টল টল করিতে লাগিল, এবং সুখ-সুপ্ত ব্যক্তি যেমন অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষশ্রবণে চমকিয়া উঠে, সিংহাসনারূঢ় রাজবর্গ এবং তাঁহাদিগের প্রসাদভোজী প্রজা-রক্তপুষ্ট আভিজাতগণও সেইরূপ সহসা চমকিয়া উঠিলেন। মেরাবোর কথাটি অল্পাক্ষরগ্রথিত, সূত্রবৎ-সংক্ষিপ্ত, এবং অবোধের কর্ণে নিতান্ত অল্পমূল্যবিশিষ্ট। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে এই ভয়াবহ প্রশ্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, “পৃথিবীতে রাজা কে?”

বালকেরা বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়াই বিমোহিত হয়। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং কুসুমময়ী কল্পনা বিনা, আর কিছুই তাহাদিগের মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। যাহাদিগের মন যথার্থ শিক্ষা এবং উচ্চতরবৃত্তি সমূহের পরিচালনাবিরহে বালকের অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদিগেরও ঐ দশা। তাহারাও বালকের মত বৈভবের বাহ্যঘটা দেখি-

য়াই ভুলিয়া যায়, এবং যেখানে দশ জনকে প্রণতির অভিনয় করিতে দেখে, সেখানেই একবার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করে। সংসারে এইরূপ অশিক্ষিত শ্রেণির লোকই অধিক, এবং ইহাদিগের নিকট যাঁহার মাথায় মুকুট, গলায় মণিমালা এবং হাতে কবিকল্পিত দণ্ডের মত কোন একটা বস্তু আছে, তিনিই একজন রাজা। তিনি পিশাচ হউন, পাপিষ্ঠ হউন, এবং যতদূর সম্ভব অযোগ্য, অপদার্থ, স্বার্থপর এবং নীচাশয় নিষ্ঠুর হউন, কোন প্রকারে একবার সিংহাসনে উঠিতে পারিলেই তিনি রাজা হইলেন। পাপীয়সী এগৃপিনার পাপজ পুত্র দুর্ম্মতি নীরো এক প্রসিদ্ধ রাজা। ক্লদিয়স রাজা, ক্যালিগুলা রাজা, ফ্রান্সের নবম চার্লস্ ও চতুর্দ্দশ লুই রাজা, এবং ইংলণ্ডের জন, জেম্‌স্, তৃতীয় এড্ওয়ার্ড্ ও চতুর্থ জর্জ্ প্রভৃতিও রাজা। * ইহাঁদিগের রাজত্ব অবিসংবাদিত।

* নীরো, ক্লদিয়স ক্যালিগুলা রোমের তিন অপকীর্ত্তিত অদ্ভুত সম্রাট্। নবম চার্লস ফরাশি দেশের সিংহাসনে বোরবোন বংশীয়দিগের পূর্ব্বে অধিরূঢ় ছিলেন। ইনি রক্তপিশাচী ক্যাথেরিণার গর্ভসম্ভূত এবং বোধ হয়, এই হেতুই, মনুষ্যের রক্ত দর্শনে ইহাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। ইনি ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলেও স্বহস্তে বহু মনুষ্যের প্রাণসংহার করিয়াছেন। চতুর্দ্দশলুই ফরাশি ইতিহাসে 'Louis The Great' অর্থাৎ অলোকসাধারণ লুই নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কিন্তু ইনি কত সম্ভ্রান্ত লোকের কুলে কালি দিয়া উল্লিখিতরূপ অতুল কীর্ত্তি

কারণ, ইঁহারা সকলেই, মাথায় মুকুট পরিয়া, করে দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

নীরোর জন্মপ্রসঙ্গে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, তদীয় পিতা এহেনোবারবস্. পুত্র হইয়াছে সংবাদ শুনিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পৌর-বর্গের নিকট এক বিকট হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন যে, যিনি তাঁহার ন্যায় পিতার ঔরসে এবং এগৃপিনার ন্যায় মাতার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি পৃথিবী উচ্ছিন্ন করিবেন। * যাঁহাদিগকে

উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। ইংলণ্ডের জন ও জেম্‌স্ প্রভৃতি রাজবর্গ বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট অবশ্যই সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্পর্কে আর কিছু উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

* "At Rome, eighteen centuries ago this very year, Nero was married to a maiden called Octavia. He was the son of Ahenobarbus and Agrippina; the son of a father so abandoned and a mother so profligate that when congratulated by his friends on the birth of his first child, and that child a son, the father said, what is born of such a father as I, and such a mother as my wife, can only be for the ruin of the State. Octavia was yet worse born. She was the daughter of Claudius and Messalina. Claudius was the Emperor of Rome, stupid by nature, licentious and drunken by long habit, and infamous for

লোকে রাজা বলে, অনুসন্ধান করিলে, তাঁহাদিগের অনেকের সম্বন্ধেই এইরূপ অনেক অদ্ভুত বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা যাইতে পারে। যেমন রোমে ষষ্ঠ আলেগ্‌জেণ্ডরের ন্যায় মূর্ত্তিমান্‌ পাপও, পোপের আসনে সমাসীন হইয়া, লোক-সমাজে পবিত্র

cruelty in that age never surpassed for its oppressiveness, before or since. Messalina, his third wife, was a monster of wickedness, who had every vice that can disgrace the human kind, except avarice and hypocrisy : her boundless prodigality saved her from avarice, and her matchless impudence kept her clean from hypocrisy. Too incontinent even of money to hoard it, she was so careless of the opinions of others that she made no secret of any vice. Her name is still the catchword for the most loathsome acts that can be conceived of. She was put to death for attempting to destroy her husband's life ; he was drunk when he signed the warrent, and when he beard that his wife had been assassinated at his command, he went to drinking again.

"Agrippina, the mother of Nero, and the bitterest enemy of Messalina, took her place in a short time, and became the fourth wife of her uncle Claudius, who succeeded to the last and deceased husband of Agrippina only as he succeeded to the first Roman king—a whole common wealth of predecessors intervening. Octavia, aged eleven, was already espoused to another, who took

পুরুষ এবং পিতৃদেব বলিয়া পূজিত ও অভিহিত হইয়াছে ; সেইরূপ পৃথিবীতে যিনি একবার রাজা হইয়াছেন, তিনিই এতকাল পর্য্যন্ত রাজ-ভোগ্য পবিত্র অধিকার সমূহ নিরাপত্তিতে উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু কালের কঠোর-পরীক্ষায় ইহা এইক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে, এবং যাঁহাদিগের মন প্রাগুক্ত বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিতেছে, তাঁহারাও সকল দেশেই ইহা এইক্ষণ ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন যে, হীরকমণ্ডিত মুকুট, স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসন, আভরণের ন্যায় সুশোভন রাজদণ্ড, রণ-ভেরী, রণ-মাতঙ্গ, সুসজ্জিত দেহরক্ষক, সংখ্যাতীত সৈনিক, সৈনিকদিগের মার্জ্জিত অস্ত্র শস্ত্র, ইহার কিছুই রাজত্ব নহে। রাজত্ব একটি শক্তি এবং সেই শক্তি জনসাধারণের সমবেত শক্তির ফল অথবা সমবেত-বল।

---

his life when his bride's father married the mother of Nero, well knowing the fate that also awaited him. Claudius, repudiating his own son, adopted Nero as his child and imperial heir. In less than two years Agrippina poisoned her husband, and by a *coup d' etat*, put Nero on the throne, who, ere long, procured the murder of his own mother, Seneca the philosopher helping him in the plot, but also in due time to fall by the hand of the tyrant."

Parker.

জনসাধারণরূপ বিরাট্ পুরুষের রাজশক্তি বিষয়ে এ স্থলে যে গভীর সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল, ইহার অনুকূল প্রমাণ প্রধানতঃ দুই প্রকার;—এক দার্শনিকযুক্তিমূলক, আর প্রত্যক্ষপরীক্ষিত ঐতিহাসিকবৃত্তান্তমূলক। দার্শনিক যুক্তি-পরম্পরার সারমর্ম্ম এক কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে, ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় যে, মনুষ্যমাত্রেই আত্মার উন্নতি এবং শরীর ও মনের সুখ-সন্তৃপ্তি বিষয়ে কতকগুলি স্বাভাবিক স্বত্ব ও অধিকার লইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ স্বাধীন। সে যতক্ষণ পরকীয় প্রবৃত্তির অবৈধ প্রতিবন্ধকতা না জন্মায় এবং পরকীয় সুখ-স্বপ্নের অন্তরায় না হয়, ততক্ষণ সে আপনিই আপনার প্রভু, এবং আপনিই আপনার রাজা। সে যত কেন দরিদ্র, যত কেন দুঃখী হউক না, এই নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যে কেহই তাহার উপর কণিকামাত্র কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে অধিকারী নহে। এই যুক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া কতক দূর অগ্রসর হইলেই দৃষ্ট হইবে যে, যাঁহারা রাজা বলিয়া পৃথিবীতে রাজপূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রকৃতির দ্বারে তাঁহাদিগের সহিত সাধারণ মনুষ্যের কিছুতেই কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে যে তাঁহারা রাজা হইয়াছেন, অথবা রাজপদ পাইয়াছেন, সে কেবল জনসাধারণের প্রয়োজনসাধন অথবা সেবকতার জন্য।

দার্শনিকেরা বলেন,—এই পৃথিবীতে তুমিও ললাটে রাজ-টীকা লইয়া অবতীর্ণ হও নাই, এবং আমিও দাসত্বের বিশেষ কোন লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করি নাই। তবে তুমি কে যে, আমার উপর রাজত্ব করিবে? আমি সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে পরিশ্রম করিয়া মুষ্টিমিত আহার্য্য বস্তু আহরণ করিব, আর তুমি শ্বেতমর্ম্মরখচিত সুদৃশ্য প্রাসাদে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া তার সারভাগ গ্রহণ করিবে। তোমার এ অধিকার কোথা হইতে? এই প্রশ্নের এক বই তুই উত্তর নাই। সে উত্তর এই,—তুমি আমার কিংবা আমাদিগের সামাজিক-প্রয়োজনসিদ্ধির সহায়তায় এবং-স্বত্বাধিকার সমূহের রক্ষণাবেক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছ; তাই তুমি আমার এবং আমার মত আরও সহস্র লোকের প্রদত্ত বলে বলীয়ান্ হইয়া এইক্ষণ আমাদিগের সকলের উপর প্রতিনিধিপ্রভু। তোমার যত কিছু ক্ষমতা, যত কিছু বৈভব, সমস্তই আমার ও আমাদের। আমাদিগের সর্ব্বসম্মত সাধা-রণ ইচ্ছাই তোমার ব্যবস্থাশাস্ত্র, এবং আমাদিগের মৌন-সম্মতিই তোমার রাজকীয় সনন্দ, রাজশক্তি আমরা সকলে, তুমি আমাদিগের সেই সর্ব্বজনীন-শক্তির সেবকমাত্র। আমরা বাড়াইয়াছি বলিয়াই তুমি বাড়িয়াছ, এবং আমরা দিয়াছি

বলিয়াই তুমি আমাদিগের ধনে ধনী এবং আমাদিগের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াছ।

যেমন ভৃত্যদিগের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে প্রভুর পুষ্টি-সম্পাদনে এবং প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই সেই পরিমাণে প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করেন; রাজা-দিগের মধ্যেও সেইরূপ যিনি যে পরিমাণে জনসাধারণের হিতানুষ্ঠানে ও চিত্তবিনোদনে যত্নশীল রহেন, তিনিই সেই পরিমাণে সুখ, সম্মান ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক কীর্ত্তির অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়া যান। যুগ-যুগান্ত হইল রাজা রামচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি লোকে তাঁহাকে বাহু তুলিয়া অভিবাদন করে; আর যুগ-যুগান্ত হইল রোম রাজ্যের চিরকলঙ্ক দুরাত্মা টারকুইন উহার পাপদেহ পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু বুজিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি লোকে রোমের পুরাবৃত্ত পাঠ করিবার সময়, উহার নামে ঘৃণা ও ক্রোধের ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে, এবং উহাকে কথায় কথায় শত বার অভিসম্পাত করে। ইহার কারণ কি? কারণ এই,—রাজা রামচন্দ্র পৌর ও জানপদবর্গের সম্মিলিত মতের সম্মানরক্ষা এবং সাধারণের প্রীতি লাভের জন্য আপনাকে পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং আপনার হৃৎপিণ্ড ছিড়িয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই,

আর, টারকুইন পদে পদেই প্রাকৃত প্রভুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া পরিশেষে যার-পর-নাই বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছে।*

এইক্ষণ এইরূপ বিতর্ক হইতে পারে যে, যে কথা উল্লিখিত হইল, তাহা দর্শনশাস্ত্রের প্রলাপ মাত্র। মনুষ্যের স্বত্বাধিকার ও স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক রাজ-মর্য্যাদার কথা পণ্ডিতমণ্ডলীর অতীব প্রিয় তত্ত্ব হইলেও, পৃথিবীর প্রকৃত ঘটনাবলীর নিকট উহা কোন প্রকারেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। পৃথিবীতে নীতিশাস্ত্রের নাম লইও না। সেখানে বাহুবলই সকল শাস্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং সমুদয় কূটপ্রশ্নের চরমসিদ্ধান্ত। চাহিয়া দেখ, যাহার বাহুবল আছে, সে লোকসমূহের শাস্ত্রোক্ত স্বত্ব ও অধিকার সকল অম্লানচিত্তে পাদতলে নিষ্পেষণ করিয়া রাজত্ব করি-

* সেক্সটস্ টারকুইন (Sextus Tarquin) রোমের যুবরাজ ছিলেন। ইঁহার পিতা, শ্বশুরের শিরশ্ছেদ করিয়া তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইনি ইঁহার এক চিরহিতৈষী সুহৃদের গৃহে, রাত্রিযোগে, বিশ্বস্ত সুহৃজ্জনের ন্যায় প্রবেশ করিয়া, আগে আতিথ্য-স্বীকার, তার পর, তদীয় সহধর্ম্মিণী লোকপূজ্যা সতী লুক্রিশিয়ার ধর্ম্ম-নাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা, ইঁহারই এই মহাপাপে, রোমের সিংহাসন হইতে পশু ও পিশাচের ন্যায় তাড়িত হইয়া বিদেশে বিষাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

তেছে, আর জয়ঢক্কা বাজাইতেছে; এবং যাহাদিগের বাহু-বল নাই, তাহারা অহোরাত্র ক্রন্দন করিয়া করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের দুঃখার্ণবে আপনারা ডুবিয়া যাইতেছে। অবলার অশ্রুবিসর্জ্জনে সমাজে কোথায় কোন্ সময় কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়? রুশিয়া যখন পোলণ্ড গ্রাস করিল, তখন পোলণ্ডনিবাসীরা কতই না চীৎকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চীৎকারে কি ফল ফলিয়াছিল? আইরিসদিগের আর্ত্তনাদে কাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে?* আলসেস্ ও লোরেনবাসীরা অদ্যাপি প্রাণভরে রোদন করিতেছে। কিন্তু কে তাহাদিগের রোদনে কর্ণপাত করে? মৃগী যখন ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণদশনে বিদ্ধ হইয়া কাতর-কণ্ঠে বিলাপ করে, তখন সেই বিলাপ-ধ্বনিতে বন-স্থলী বিষাদে পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্রের কি হইয়া থাকে?

যাঁহারা জনসাধারণের ন্যায্যস্বত্বমূলক রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে মুকুটিতরাজাদিগের বাহুবলের প্রশংসা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগের যুক্তি দার্শনিকদিগের

* এখন কাহারও নিদ্রাভঙ্গ না হইয়াছে এমন নহে। সমাজ ও সামাজিকবন্ধনের যাহারা পরম শত্রু, তাদৃশ দুর্ব্বৃত্ত দস্যুরাও এখন তথায় কথা কহিবার স্থান পাইতেছে। কিন্তু ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে, আয়র্লণ্ডের ভাল লোকের ভাল কথায়ও কেহ কান দেয় নাই।

প্রতিকূল না হইয়া প্রকারতঃ অনেক অংশে অনুকূল। তাঁহা-দিগের আপত্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে আপাত্তই নহে। উহা বস্তুতঃ দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই পরিপোষণ করে। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, বাহুবলের নিকট বিচার নাই, বিতর্ক নাই, এবং অন্য কোনরূপ বলের আপাততঃ অধিকার নাই। কিন্তু সেই পশুসমুচিত বাহুবল সমাজে কার হস্তে ন্যস্ত? সমাজের অধিকারস্থ বাহুবল-সমষ্টির যথার্থ অধিস্বামী কে? রাজা,—না জানপদবর্গ? একজন, না জন-সমষ্টি? যদি পৃথিবীর জন-সমষ্টিই সমাজের প্রকৃত রাজা, তবে যে সিংহাসনস্থ প্রতিনিধি—রাজারা কখনও দিনকে রাত্রি অথবা রাত্রিকে দিন করেন, এবং অসংখ্য লোকের সুখ-সম্মানের উপর দিয়া কিছু দিনের তরে, আপনাদিগের পাশব-সাহসিকতার শকট চালাইতে অধিকারী হন, ইতিহাস দর্শনশাস্ত্রেরই অনুকূল হইয়া, তাহার একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করে যে, সাধারণের সহিষ্ণুতা সহজে বিনষ্ট হয় না। উহা জড়প্রকৃতির সহিষ্ণুতার ন্যায় আপাততঃ নিস্পন্দ ও নিশ্চল,—অবাতবিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় কবিহৃদয়ের ধ্যান-যোগ্য এবং কার্য্যসাধনতৎপর কৃতী পুরুষের চির-আরাধ্য।

কি আশ্চর্য্য! সংসারে অনেকেই আপনাকে আস্তিক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং কেহ তাঁহাদিগের মত

ও বিশ্বাসে নাস্তিকতার দোষ দেখাইলে, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন! কিন্তু তাঁহারা, বিশ্ববিধাতার ঐতিহাসিক প্রকাশে অবিশ্বাসী হইয়া, তদীয় ন্যায়ের শাসনে অনাস্থা দেখাইয়া, এবং তাঁহারই কর-রেখা স্বরূপ প্রকৃতির পাষাণ-কঠিন নিয়ম-রেখায় অভক্তি প্রদর্শন করিয়া, সত্য সত্যই যে ঘোরতর নাস্তিকের মত ব্যবহার করেন, তাহা ক্ষণকালও মনে করেন না। তাঁহারা বর্ত্তমানক্ষণে যাহা দেখিতে পান, তাহারই পূজা করেন; কিন্তু অতীতকালের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের আশ্বাসনী, ইহার কিছুরই মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা প্রকৃত আস্তিক তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, জন সাধারণের সুখ-সমুন্নতিবিষয়ক স্বত্ব এবং সেই স্বত্বের সংরক্ষণ ক্ষম সমবেত-বল বিধিনির্দ্দিষ্ট। উহা মানব নিবাসে এক দিন, কি এক বৎসর, কিংবা এক শতাব্দীও অবহেলিত রহিতে পারে; কিন্তু রাজা কিংবা রাজপুরুষ প্রভৃতি কোন শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরাই উহাকে চিরকাল অবহেলা কি অবমর্দ্দন করিয়া ত্রাণ পাইতে পারেন না।

বিধাতা যে সকল শারীরিক নিয়ম মানব-শরীরে লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তৃষ্ণাতুর অন্ধ মনুষ্য প্রতিদিনই তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক লঙ্ঘন করিতেছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও নিশীথে, সকল সময়েই, মনুষ্য প্রাকৃতনিয়মের অবহেলা

করিয়া আপনার নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তিনিচয়কে ভোগের পথে ছাড়িয়া দিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির বল কত দিন ইহা সহিয়া থাকে? এই যথেচ্ছবিচরণ কতকাল অব্যাহত চলে? অপরাধী বহু দূর যাইতে না যাইতেই, অবমানিত নিয়ম, উহার কঙ্কালময় লৌহ-হস্ত প্রসারণ করিয়া, তাহাকে গ্রীবায় ধরিয়া ফিরাইয়া আনে, এবং অনতিবিলম্বেই এমন নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেয় যে, সে হয় তাহাতে একবারে বিপন্ন হইয়া পড়ে, না হয় তাহা বহু দিন স্মরণ রাখিতে বাধ্য রহে। লোক-বহুল নগরেব অধিবাসীরা সাধারণের স্বাস্থ্যঘটিত নিয়ম-সমূহের প্রতি উদাসীন হইয়া, নগরের যেখানে সেখানে নানাবিধ দুর্গন্ধময় বস্তু পুঞ্জীকৃত হইতে দেয়, এবং আরও সহস্রপ্রকারে প্রকৃতির শক্তিকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু যখন প্রকৃতির ক্রোধ লোক-মারির ভীষণনাদে চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হয়, এবং মৃত্যুর লক লক জিহ্বা গৃহে গৃহে ও পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন কে আর উদাসীন রহিতে সমর্থ রহে? সামাজিকেরা, সমাজের প্রতিবিধান-ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, আপনাদিগের মধ্যে কোন ভয়ানক পাপ বহুকাল পুষিয়া রাখেন। অনেকে যেমন বস্ত্রদ্বারা বহ্নিকে আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করে, তাঁহারাও ঠিক সেই-রূপ করিতে যত্নপর হন। কিন্তু ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যখন

প্রচণ্ডবাত্যার ন্যায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া, মড় মড় শব্দে সমাজতরুর শাখা পল্লব ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং অবশেষে সমাজের মূল ধরিয়াই টানাটানি করে, তাঁহাদিগের অভিমান ও বল-দর্প তখন কোথায় গিয়া পড়িয়া থাকে ?

জন-সাধারণের সুখ-স্বত্বঘটিত ন্যায় সম্বন্ধেও প্রকৃতির নিয়ম এইরূপ অমোঘ ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। যিনিই যাহা মনে করুন, বিধাতার উপর বিধাতা নাই। প্রবলপরাক্রান্ত রাজারা, অনেকেই আপনাদিগকে নিয়মরাজ্যের বহির্ভূত বিবেচনা করিয়া যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে চলিয়াছেন, এবং সাধারণের দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং দুঃখ-ধ্বনির প্রতি বধির হইয়া, ব্যাঘ্রভল্লুকের ন্যায়, নিজ নিজ স্বেচ্ছাচারিতার তৃপ্তি-সাধনেই রাজ-পদের সার্থকতা জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের তথাবিধ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার যে, পৃথিবী হইতে রাজকীয় মর্য্যাদার চিহ্নপর্য্যন্তও ধুইয়া ফেলিবার কারণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা তৎকালে চিন্তা করেন নাই। লোকে যাহাকে বিপ্লব বলে, তাহার বিশুদ্ধ নাম জন-সাধারণী রাজ-শক্তির অঙ্গস্ফুরণ। দণ্ডধরেরা এক জন, কি দুই জন, কি দশ জনের উপর অত্যাচার করিলে, প্রকৃতির পাষাণ-বক্ষ, যেন কিছুকাল, তাহা সহিয়া লয়। কিন্তু সেই অত্যাচার যখন জন-সাধারণের একীভূতহৃদয়ের উপর

বিস্তারিত হয়, তখন রাজ্যের অভ্যন্তর হইতে এমন এক জ্বলজ্জিহ্ব প্রমত্ত অগ্নি বাহির হইয়া পড়ে যে, তাহার নিকট কিছুই আর রক্ষা পায় না। সেই দিগন্তব্যাপিনী বিলোল-শিখা অবলোকন করিয়া, অতি বড় দুর্দ্দমস্বভাব সম্রাট্‌গণও রাজ-মুকুট পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভৃত্যবৎ ভূমিষ্ঠ হন, এবং জন-সাধারণরূপ বিরাট্‌পুরুষই যে পার্থিব জগতের প্রকৃত রাজা, এই কথায় ভয়ে ভয়ে ও গদ্গদ কণ্ঠে সাক্ষ্য দান করেন।

পুরাতন রোমরাজ্য ঐতিহাসিকদিগের প্রীতির পুত্তল-স্বরূপ। পৃথিবীতে অদ্য পর্য্যন্ত যত রাজ্য গঠিত হইয়াছে, রোমের সহিত তাহার কাহারও, কি বিস্তারে, কি বৈভবে, কি সামর্থ্যে, কি মহিমায়, কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না। রোম সর্ব্বাংশে অতুল ছিল। উহার উচ্ছ্রিত মস্তক অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গকেও উপহাস করিয়াছে, উহার বাহুদর্পে ধরণী নিয়ত থর থর কম্পমানা রহিয়াছে। রোমীয় বীর-পুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, রোমের একটি সামান্য দূতও প্রতিবেশী রাজাদিগের নিকট রাজোচিত অভ্যর্থনা পাইয়াছে; এবং সে যাহাকে যে আদেশ করিয়াছে, তাহাই শিরোধার্য্য পূর্ব্বক প্রতিপালিত হইয়াছে। লোকে সূর্য্য-চন্দ্রের কক্ষভ্রংশও কল্পনা করিতে পারিয়াছে, তথাপি রোমের পতন কেহ কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু

রোম যে অসভ্যজাতিসমূহের স্বত্ব ও অধিকার নিপীড়ন করিয়া, দুর্দ্দান্ত দানবের ন্যায়, ভৈরবমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিল, কালে সেই অসভ্যজাতীয়েরাই সমুত্থিত-বলে রোমের মাথার মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে, উহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াছে,—উহার রাজ-বেশ, রাজ-ভূষা, সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, এবং উহার ধরাবলুণ্ঠিত মৃতদেহের উপর স্বকীয় জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়া, সাধারণী শক্তির অসীমতার পরিচয় দিয়াছে। রোমের বিরুদ্ধে গথ্ ও ভেণ্ডাল-দিগের * যে অভিযান হয়, ইহাকে রাষ্ট্রবিপ্লব বলা সঙ্গত না হইলেও, ব্যক্তিগত রাজ-শক্তির সহিত প্রাকৃতশক্তির সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় রাজ্যই যুগপৎ দুইটি বিপ্লবে বিলোড়িত হয়। ইংলণ্ডে প্রকৃতিবর্গ, রাজপুরুষদিগের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, অবশেষে আপনাদিগকেই রাজ-শক্তির মূল-প্রস্রবণ বলিয়া ঘোষণা দেয়: এবং ফরাশি ফ্রণ্ড † বিপ্লবের স্বপক্ষগণও,

* গথ্ ও ভেণ্ডাল পুরাতন ইউরোপের পশ্চিমোত্তর প্রদেশবাসী দুইটি প্রসিদ্ধ অসভ্যজাতি। যিশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের একটুকু পূর্ব্ব হইতেই ইহারা ক্রমে অতি প্রবল হয়.

† এক দিকে ত্রয়োদশ লুইর বিধবা রাজ্ঞী কোপন-স্বভাবা এন্ এবং তাঁহার রাজপ্রতিনিধি অথবা মন্ত্রী ইটালীজাতীয় ম্যাজেরিণ; অপর দিকে

সেই সময়, সাধারণের প্রভুত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ঘোরতর চীৎকার করিয়া, অবশেষে রাজ্ঞী এন্ এবং তদীয় কূটযুদ্ধপ্রসিদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ম্যাজেরিণকে, রাজধানী হইতে কিছু দিনের জন্য, নির্ব্বাসিত থাকিতে বাধ্য করে। ফরাশি সিংহাসনের এন্ অবনতি স্বীকার করিয়া পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন; ইংলণ্ডীয় সিংহাসনের চার্লস্ অবনতি স্বীকারের অবসর না পাইয়া, যাহাদিগকে পূর্ব্বে 'নগণ্য' প্রজাজ্ঞানে ঘৃণা করিতেন, তাহাদিগেরই বিচারে বিকৃত রাজনীতির দণ্ডস্বরূপ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা অস্বীকার করিবার কথা নহে যে, ফ্রণ্ড বিপ্লবের অধিনায়কদিগের মধ্যে স্বার্থপর ও সুখ-তৃষাতুর ভণ্ড সাধুর সংখ্যাই বেশী ছিল; এবং ইহাও সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইংলণ্ডীয় রাজার চরিত্র কোন কোন অংশে এমন মহত্ত্বগুণালঙ্কৃত ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট ছিল যে, ক্রমওয়েলকে * তাঁহার তুলনায় ক্রূরমতি নিষ্ঠুর

দেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও অসংখ্য দীন দুঃখী প্রজা। এই বিপ্লবই ফরাশি ইতিহাসে ফ্রণ্ড বিপ্লব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজ্ঞী ও রাজ্যাধ্যক্ষের উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতাই এই বিপ্লবের মূল।

* ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের অন্তর্গত হাণ্টিংডম নগরে ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর লোকান্তরিত হন। ইনি আগে পার্লামেণ্ট সভার একজন সাধারণ সভ্য ছিলেন;

বলিয়া নির্দ্দেশ করাই উচিত। কিন্তু এই বিপ্লবদ্বয়ের বিঘ-ট্টনে এই কথা উভয় দেশেই প্রমাণিত হইয়া রহিল, এবং মানবজাতির অক্ষয়স্মৃতিপটে জ্বলদক্ষরে লিখিত থাকিল যে, জন-সাধারণের সহিষ্ণুতা একবার যখন বিচলিত হয় এবং সমগ্র জানপদশক্তি যখন একশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, তখন রাজা এবং রাজ-বল তাহার মুখে পতিত হইতে না হইতেই শুষ্ক তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অভ্যুদয় এবং বিলয়ও সাধারণের রাজকীয়মহিমার আর এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। তদীয় অত্যাশ্চর্য্য জীবনবৃত্ত ইহাই অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ করে যে, প্রতিভা সাধারণের শক্তিতে পরিবর্দ্ধিত হইলে, তৃণমাত্র অবলম্বনেও পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিতে সমর্থ হয়; আর সাধারণের অকৃপা হইলে, পর্ব্বতের পৃষ্ঠে আরূঢ় রহিয়াও তৃণের কাছে পরাভব পায়। যখন উন্মাদগ্রস্ত পারিসীয়ানদিগের নিদারুণ পদাঘাতে সাধুপ্রকৃতি ষোড়শ লুইর পুরুষানুক্রমিক রাজসিংহাসন রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল,

পরে আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ইংলণ্ডের প্রতিনিধি-প্রভু হইয়া তদানীন্তন রাজা প্রথম চার্লস্‌কে সিংহাসনচ্যুত করেন; পরিশেষে ইনিই রাজার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করাইয়া রাজ্যের সমস্তভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক "পরিরক্ষক" নামে সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন।

এবং তদীয় ছিন্নগ্রীবা রক্তধারা বর্ষণ করিয়া পারিসনগরের রাজ-পথকে সিক্ত করিল, তখন কেহই মনে করিয়াছিল না যে. ফ্রান্স আবার জীবিত হইয়া, পৃথিবীর জাতীয়সভায় আসন গ্রহণ করিবে। রাজ-ভাণ্ডার লণ্ড ভণ্ড, সেনাবল অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, বাহিরে শত্রুর ভীষণ গর্জ্জন, অভ্যন্তরে আত্মকলহ, আকাশ অন্ধকারময় এবং চতুর্দ্দিগে অহর্ন্নিশ হাহাকার! যেমন কর্ণধারহীন তরণী সমুদ্রের তরঙ্গায়িত ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে এক বার ডোবে, আবার ভাসে, এবং প্রতিক্ষণেই যায় যায় হয়, অরাজক ফ্রান্সও তখন ঠিক সেইরূপ অবস্থাপন্ন। সহায়তার জন্য একটি লোকও নাই, অথচ কোটি লোকের চক্ষু উহারই উপর নিপতিত। ফ্রান্স একবার তল পড়িলেই সকলে জয়ধ্বনি দিয়া উঠে, এবং এই কথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করে যে,—রাজ্যের মূলভিত্তি ও প্রকৃতজীবন রাজা, —অতএব যে রাজ্যে রাজা নাই, সে রাজ্যে জন-সাধারণের কিছুই ভরসা নাই। এই দুস্তর বিপত্তির সময় কর্সিকার একটি সামান্য যুবা সহসা আসিয়া ফ্রান্সের রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। দৃষ্টিমাত্রই সকলে তাঁহাকে কার্য্যনির্ব্বাহক্ষম প্রতিনিধিপুরুষ বলিয়া চিনিয়া লইল। বাজ্যের যে বিভাগে যে পরিমাণ শক্তি ছিল, তাহা তাঁহার নিকট অর্পিত হইতে লাগিল, এবং সেই একধারাপ্রবাহিত মিলিতশক্তির অজেয়

প্রভাবে ফ্রান্সের রাজতরী তৎক্ষণাৎ সুস্থির হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ অধিক বেগে অগ্রসর হইয়া চলিল। বস্তুতঃ, নেপোলিয়নের আধিপত্য সময়ে, ফ্রান্সের প্রতাপ দিগ্-দিগন্তরে যেরূপ ছাইয়া পড়িয়াছিল, অন্য কোন রাজার সময়েই উহার ঐরূপ যশোবিস্তার এবং প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হয় নাই। ইউরোপের রাজগণ তখন রাজকুলের চির-প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পরস্পর সন্ধিবদ্ধ হইয়া রাজদ্রোহী ফ্রান্সের সহিত পুনঃপুনঃ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পুনঃপুনঃ আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন। নেপোলিয়ন এই অলৌকিক বল কোথায় পাইয়াছিলেন? ইহা কি শুধু তাঁহারই অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেয়? না, সাধারণের সমবেত শক্তির অপ্রতিহত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে? যদি শুধু নেপোলিয়নের বীরত্বেরই প্রশংসা কর, তবে যেই তিনি সাধারণের প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করিয়া, এবং সাধারণের সহানুভূতিতে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বকীয় শক্তিসম্পদের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তিনি ছিন্নমূলপাদপের ন্যায় একবারে নিপাত গেলেন কেন?

নেপোলিয়নের অদৃষ্টচর বিজয়পরম্পরা এবং অচিন্তিতপূর্ব্ব অবসানের আদ্যোপান্ত কাহিনী পর্য্যালোচনা করিয়া

আড়ম্বরপ্রিয় তরলমতি ব্যক্তিরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন, বলিতে পারি না। গূঢ়দর্শী বিচক্ষণ লোকেরা ইহাতে জন-সাধারণ-রাজ-শক্তির লহরী লীলা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাদিগের চক্ষে নেপোলিয়নের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; তিনি জন-সাধারণরূপ অবিনশ্বর বিরাট্ পুরুষের কর-ধৃত বজ্রমাত্র। তাঁহার দ্বারা যত ক্ষণ সাধারণের সুখ-সমুন্নতি-মূলক উদারধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তত ক্ষণ তাঁহার হুঙ্কারে. পুরাতন রাজাদিগের কীটদষ্ট পুরাতন সিংহাসনের কথা দূরে থাকুক, পাষাণ-কঠিন বীর-দুর্গও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর যখন বীরচূড়ামণি সাধারণের সুখ ও উন্নতির পরিপন্থী হইয়া বিধাতৃশক্তির সামান্য একটুকু বিরোধী হইয়াছেন, তখন মশকের দংশনেই তাঁহার মহোচ্ছ্রিত শক্তি ঢলিয়া পড়িয়াছে। *

* দুই তিন বৎসর হইল. নেপোলিয়ন সম্পর্কে লর্ড রোজবেরীর এক খানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সে গ্রন্থ দেখি নাই. গ্রন্থের কএকটি প্যারাগ্রাফ Weekly Times নামক ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রে উদ্ধৃত দেখিয়াছি। দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কারণ, সে উদ্ধৃত অংশ উপরি-লিখিত প্যারা দুইটির অনুবাদের মত। নিভৃত-চিন্তা দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষার বস্তু এবং বাঙ্গালির লেখা। লর্ড রোজবেরী কোন বাঙ্গালা পুস্তকের নামটিও বোধ হয় কোন দিন কানে শোনেন নাই। অথচ নিভৃত-

ইহার পরও কি জিজ্ঞাসা করিবে যে, পৃথিবীতে রাজা কে, আর রাজশক্তি কি? আমেরিকার নূতন অমরাবতী এবং ওয়াশিংটনের অচলা কীর্ত্তি এই প্রশ্নের কি উত্তর করিবে? ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডি * প্রভৃতি লোকান্তরবাসী মহাত্মা-দিগের চিরজীবিনী স্মৃতির নিকট জিজ্ঞাসুভাবে উপস্থিত হও, সেখানে কি উপদেশ পাইবে? বস্তুতঃ ইতিহাসের স্তবকে স্তবকে এবং পত্রে পত্রে এই একই কথাই অঙ্কিত দেখিবে যে,—রাজা জন-সাধারণের সমবেত-শক্তি, আর যাঁহারা রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা সেই শক্তিরই ছায়া কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পুরাণ-প্রসঙ্গে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, ভাগীরথী যখন হিমাদ্রির শীর্ষদেশ হইতে সহস্রধারায় নিঃসৃত হইয়া, পুনরায় একীভূত প্রবাহে, সাগরা-

---

চিন্তাও বিশ বৎসরের পুরাতন পুস্তক। এমন অবস্থায় নিভৃত-চিন্তার লেখার সহিত লর্ড রোজবেরীর নেপোলিয়ন নামক পুস্তকের লেখার এইরূপ বিচিত্র সাদৃশ্য, অতি সামান্য পরিমাণে হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের পক্ষে আনন্দজনক। কথাটা একবারে উপেক্ষার যোগ্য নয় বলিয়া আমি এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

প্রকাশক—শ্রীহরকুমার বসু।

* ইটালীর অধিবাসীরা, যাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রতিভা ও বাহুবলের প্রসাদে, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরাধীনতার পর, পুনরায় স্বাধীনতা লাভ

ভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিলেন, তখন এক মদমত্ত মাতঙ্গ তাঁহার সেই অদম্য বেগ অবরোধ করিতে যাইয়া, অশেষ-প্রকারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়, এবং পরিশেষে ত্রাহি ত্রাহি রবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া প্রাণমাত্র লইয়া পলাইয়া যায়। মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের সর্ব্বজনীন শক্তিস্রোতের নিকট সেই ভাগীরথীর স্রোতও কিছুই নহে। হতভাগ্য সেই রাজা, যিনি রাজগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, জন-সাধারণের উদ্বেল হৃদয়বেগের প্রতিকূলে ঐরূপ দণ্ডায়মান হন;—আর, সুখ ও সৌভাগ্য তাঁহাদিগের, যাঁহারা পুরাকালের অশোক * কিংবা আক-

---

করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দতায় কৃতার্থ হইয়াছে. ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবাল্ডি তাঁহাদিগের অগ্রনায়ক। ম্যাট্‌সিনি বুদ্ধিদাতা মন্ত্রী, গ্যারিবল্ডি যুদ্ধরত বীর।

* নন্দবংশ-ধ্বংসের পর চাণক্যের শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে সম্রাটের সিংহাসনে আসীন হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার; বিন্দুসারের পুত্র অশোকবর্দ্ধন। অশোকের আর এক নাম প্রিয়দর্শী। পালি ভাষায় উহা পিয়দশী বলিয়া প্রচলিত। অশোকের মত সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত দয়াধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট্ এই পৃথিবীতে অল্পই হইয়াছে। তিনি রুগ্ন, ক্লিষ্ট ও দীন দুঃখীদিগের উপকারার্থ ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে, অসংখ্য ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করিয়া. শতকোটি সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাছে সকল ধর্ম্মেরই সমান সম্মান ছিল।

বর এবং আধুনিক ইতিহাসের দ্বিতীয় আলেক্‌জেণ্ডর *
কিংবা আয়ুষ্মতী ভিক্‌টোরিয়ার ন্যায়, প্রাকৃতশক্তির স্বাভা-

* রুশ-সম্রাট্‌ নিকলউইচ্‌ আলেক্‌জেণ্ডর কতকগুলি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য কাপুরুষ নিহিলিষ্টের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া নিহত হইয়া থাকিলেও, মনুষ্যজাতি চিরদিনই তাঁহাকে সৌভাগ্যবান্‌ বলিয়া সম্মান এবং মানবজাতির উপকারী বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। রুশ-সাম্রাজ্য সর্ব্বতোভাবেই স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্য। সেখানে সম্রাট্‌ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। কারণ, রাজকীয় ক্ষমতার সঙ্গে যাজকীয় ক্ষমতাও সেখানে একমাত্র রাজার হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপ ইয়ত্তাশূন্য ক্ষমতার উপর আরূঢ় হইলে, পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই প্রায়শঃ অধঃপাতে যায়। কিন্তু সম্রাট্‌ আলেক্‌জেণ্ডর তাঁহার সেই অপরিসীম ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার করা দূরে থাকুক, তিনি সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার পরক্ষণেই (মার্চ, ১৮৬১) Serf অর্থাৎ দাস বলিয়া পরিচিত ২,৩০,০০০০০ শ্রমজীবীকে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দান করিয়া রুশীয় ধনিসম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হন, এবং তদীয় সাধুজীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, বরাবরই সবলের প্রতিকূলে দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন করিয়া, অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করেন। তুর্কের নিগড়-নিপীড়িত খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যেও অনেকে যে এইক্ষণ স্বাধীন হইয়াছেন, তাহাও তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি শৈশব-সংস্কারে স্বেচ্ছাতন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকিলেও, জাতীয়স্বাধীনতারই পরম সুহৃৎ ছিলেন, এবং রুশীয়দিগের মধ্যে অনেক প্রকারের প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন দ্বারা কার্য্যতঃও তাঁহার এই উচ্চ

বিক প্রভুত্ব এবং আপনাদিগের প্রতিনিধিত্ব ও পবিত্র দায়িতা সর্ব্বতোভাবে অনুভব করিয়া, সাধারণের সুখ-সাধনকেই মানব-জীবনের মহাব্রতজ্ঞানে জীবন যাপন করেন।

আকাঙ্ক্ষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসম্পর্কিত করুণ-কাহিনাও তাঁহার মহত্ত্বেরই প্রমাণ। নিহিলিষ্টেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে বম্ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার গায়ে না পড়িয়া, তাঁহার একটি ভৃত্যের গায়ে পড়ে। তিনি সেই ভৃত্যটিকে রক্ষা করিবার জন্য, গাড়ি হইতে নাবিয়া, কতকটা পথ পদব্রজে ফিরিয়া যাইয়া, প্রাণে মারা পড়েন।

লোকারণ্য।

এ সংসারে সকলেই সৌন্দর্য্যে অনুরাগী। ইহা জীবের স্বভাব! কেন না, যিনি জীবের জীবন, তিনি স্বয়ং সৌন্দর্য্য-স্বরূপ,—ভুবন-মোহন-সুন্দর এবং সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যের সুখ-প্রস্রবণ। জীব এই হেতুই, জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে,—জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে,—যেন কোন এক অজ্ঞেয় শক্তির অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে, সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত রহে, এবং জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত বস্তুতেই, নানাভাবে ও নানাপ্রকারে, সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করিয়া, কালে অনন্ত-কালস্থায়ী জগন্ময় সৌন্দর্য্যের অনন্ত সমুদ্রে ভাসিতে আরম্ভ করে।

দার্শনিকেরা সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব লইয়া সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কথার বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে স্বর-তরঙ্গে যাহা সুন্দর, তাহার নাম সঙ্গীত; গতির ভঙ্গীতে যাহা সুন্দর, তাহার নাম নৃত্য; ঘ্রাণে যাহা সুন্দর, তাহার নাম সুরভি, এবং স্বাদে যাহা সুন্দর, তাহার নাম মধুর। এ স্থলে জগতের এইরূপ অনন্তপ্রকার সৌন্দর্য্যের অনন্ত কথা লইয়া আলোচনা করিতে যাইতেছি না। সৌন্দর্য্য বলিলে সক-

লেই যাহা সহজে বুঝে, অথচ কেহই যাহা বুঝাইতে পারে না, এখানে সেই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যেরই প্রসঙ্গ তুলিয়া দুই একটি কথা কহিব। কিন্তু. চাক্ষুষ-সৌন্দর্য্যের সুখান্বেষণেও মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের ঐক্য আছে কি ?

যেমন মনের আকাঙ্ক্ষাবিষয়ে মনুষ্যের সহিত মনুষ্যমাত্রেরই ঘোরতর পার্থক্য, যাহা সকলেই চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতেছি. তাদৃশ সৌন্দর্য্যের সুখ-প্রতীতি-বিষয়েও মনুষ্যের সহিত মনুষ্যমাত্রের তেমনই ঘোরতর পৃথগ্‌ভাব। কেহ চন্দ্রকিরণ পানের জন্য, চকোরের প্রাণ চুরি করিয়া, সুনাল নৈশ আকাশে, সৌন্দর্য্যের উপাসনায় উড়িতে চাহে ; কেহ চটকের মত চঞ্চুপুটে তৃণগুচ্ছ আহরণ করিয়া আপনার তৃণাচ্ছাদিত কোটর কিংবা কুটীরের সামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনেই আত্মবিস্মৃত রহে। কেহ সাগরের তরঙ্গবিলোল বিশালবক্ষে ফেণায়িত অট্টহাস্য দর্শনে পুলকিত হয় ; অথবা বিপদকেও বিপদ জ্ঞান না করিয়া বজ্রবিলাসিনী দামিনীর দুর্নিরীক্ষ্য নৃত্য দর্শনের জন্য অধীরতা দেখায় ; কাহারও কুসুম-কোমল কলিত হৃদয় একটি লজ্জাবতী লতা অথবা কোনরূপ সলজ্জমধুর ফুলের একটি পাতা—ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর স্বভাব-সঙ্কুচিত সুকুমার সৌন্দর্য্যের জন্যই সতত তৃষাতুর থাকে। আমি সৌন্দর্য্যের উল্লিখিত সকল প্রকার

মূর্ত্তিই সমান আদরের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু, পৃথিবীতে একত্র অসংখ্য লোকের সম্মিলন-সৌন্দর্য্য দেখিলে আমার হৃদয়ে যাদৃশ আনন্দ জন্মে. জড়প্রকৃতির কোনরূপ শোভাই আমায় সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

আমি বিলাসীর প্রমোদ-কানন দেখিয়াছি,—প্রমোদ-বিহারের কৃত্রিম নদ. কৃত্রিম বন ও কৃত্রিম পর্ব্বতের কমনীয় কান্তি অনিমেষ-লোচনে অবলোকন করিয়াছি। অপিচ, যেখানে কৃত্রিমতার কণিকাও বিদ্যমান নাই. তাদৃশ প্রাকৃত বন, প্রাকৃত উপবন,—বন-ভূমির অশ্রুধারারূপিণী কুলুকুলু-নাদিনী নদী এবং বনান্তশোভী সন্ধ্যার সূর্য্য দেখিয়া আমি মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাকাইয়া রহিয়াছি! পূর্ণিমার প্রফুল্লচন্দ্র ঐরূপ নীরব নিস্তব্ধ বনের মধ্যে তরুর পত্রে পত্রে—তরু-তনু-জড়িত অসংখ্য লতার অকৃত্রিম কুঞ্জে জ্যোৎস্নার লহরী ঢালিয়া,—সেই অন্ধকারমাখা জ্যোৎস্না অথবা জ্যোৎস্নামাখা অন্ধকারে কিরূপ ললিতমধুর মূর্ত্তিতে বিষাদের হাসি হাসিয়া বিলসিত রহে, তাহাও আমি নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু, ইহার কিছুই আমার নিকট লোক-সম্মিলন, অথবা লোকারণ্যের সেই ভয়ঙ্কর অথচ বিস্ময়জনক বিরাট্ সৌন্দর্য্যের সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রাণ নাই। উহা নির্জীব ও নিরানন্দ; লোকারণ্যের সৌন্দর্য্য প্রাণ-বিশিষ্ট। উহা সজীব ও সানন্দ। লোকমাতা বসুন্ধরার সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থলে লোকারণ্যের ন্যায় অদ্ভুত দৃশ্য আর কি আছে, জানি না। ত্রিতন্ত্রী, এস্রার, বীণা, বেণু, মন্দিরা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রের বহুপ্রকার ধ্বনি একতানে নিঃসৃত হইলে, শ্রোতা যেরূপ অনুপম সুখানুভব করেন, ভাবুকের মন, লোকারণ্যের সমবেত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর সুখ অনুভব করিতে পায়। কেহ হাসে, কেহ গায়,—কেহ ন্যায্য ক্রোধের কম্পিত স্বরে কথা কহে, কেহ বা প্রীতির মোহনস্বরে পার্শ্বস্থিত প্রণয়িজনের চিরপিপাসু কর্ণে মধু-ধারা ঢালিয়া দেয়; কাহারও কণ্ঠস্বরে লোভ, কাহারও সমস্ত কথায়ই অপরিব্যক্ত ক্ষোভ। কাহারও স্নিগ্ধ-মধুর গভীর ভাষায় আশার অমৃত-তরঙ্গ, কাহারও কণ্ঠনিঃসৃত প্রত্যেক শব্দেই ভালবাসার প্রমোদ-প্রসঙ্গ। কাহারও বাক্যে দৈন্য, কাহারও বাক্যে দম্ভ;—কাহারও শব্দপরম্পরায় সারল্যের মধুমাখা বিশ্বাস, কাহারও অর্দ্ধোচ্চারিত অস্ফুট শব্দে প্রতারিত হৃদয়ের প্রতপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস। কাহারও কণ্ঠে শক্তির ভৈরবগর্জ্জন, কাহারও কণ্ঠে ভক্তির আনন্দময় আত্মবিসর্জ্জন। কিন্তু যখন ঐ নানা রসের নানাবিধ ধ্বনি লোকা-

রণ্যের বিহার-স্থলে সর্ব্বোতোভাবে একীভূত হইয়া, মানব-জীবনের জয়ধ্বনির ন্যায় গগনাভিমুখে উত্থিত হইতে থাকে, ভাবুকের প্রাণ তখন পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সমস্তই বিস্মৃত হইয়া, সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধগামী হয়, এবং সমবেত-মনুষ্যজাতির সম্মিলিত শক্তিসৌন্দর্য্য ধ্যান করিতে করিতে ভয় ও ভক্তিতে স্তম্ভিত রহে।

তরুলতার অরণ্য নয়নেরই বিনোদন করে। উহা নয়নের যোগে হৃদয়কে ঈষৎ স্পর্শ করিলেও, হৃদয়ে উদ্দীপনার দ্রব-বহ্নি ঢালিতে অসমর্থ। লোকারণ্য নয়নের যেমন প্রীতিকর, হৃদয়েরও তেমনই উদ্দীপক। যে অসংখ্য লোক, একত্র মিলিত হইয়া, লোকারণ্যের ঐরূপ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই এক এক খানি কাব্য অথবা এক এক খানি ইতিহাস। প্রতিজনের মানস-পটে কতই বা সুখের কথা এবং কতই বা দুঃখের কথা লিখিত রহিয়াছে, প্রতিজনের মস্তকের উপর দিয়া বিঘ্ন বিপদের ঝঞ্ঝাবায়ু কত ভাবে ও কত প্রকারে প্রবাহিত হইয়াছে,—প্রতিজনই সংসারের প্রতিকূল-স্রোতে কত সন্তরণ করিয়াছে,—কত বিড়ম্বনা সহিয়া পারে উঠিয়াছে,—কিংবা পারে উঠিতে না পারিয়া কত হাবুডুবু খাইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে, চিত্ত লৌকিক জগতে নিগড়বদ্ধ রহিয়াও,

আপনা হইতেই কিরূপ এক অলৌকিক ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা কখনই বাক্যে নির্ব্বচন করিতে পারা যায় না। যদি এক লক্ষ ঘনসন্নিবিষ্ট তমালতরু, নানাবিধ পুষ্পিত লতার অনুরাগ বন্ধনে অলঙ্কৃত হইয়া, কোন একটি অটবীকে যুড়িয়া রহে, সে আশ্চর্য্য দৃশ্যে অবশ্যই সৌন্দর্য্যের একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব আভা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু, সে নিষ্পন্দ সৌন্দর্য্য অতি বৃহৎ একটি অটবীকে যুড়িয়া রহিলেও, অতি ক্ষুদ্র একটা মনুষ্যের অতি ক্ষুদ্র একটি প্রাণকে যুড়িয়া রহিতে সমর্থ হয় না। কারণ, মনুষ্যের প্রাণ যাহা চায়, প্রাণ ভিন্ন অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। তমালমালিনী অটবী এক দিকে সৌন্দর্য্যের একখানি মহাপট হইলেও, পিপাসু-প্রাণ উহার কাছে যাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু, লোকারণ্যের অপরূপ সৌন্দর্য্যে শুধুই প্রাণের লীলা প্রাণের খেলা,—প্রাণের টানে প্রাণের উচ্ছ্বাস। কবি ও দার্শনিক এই নিমিত্তই লোকারণ্যরূপ বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া সমান মুগ্ধ হন, এবং কল্পনা ও চিন্তা উভয়ই যুগপৎ জাগরিত হইয়া, সমানভাবে ক্রীড়া করে।

মনুষ্যের আলস্য, অবসাদ ও অকর্ম্মণ্য জীবন অবলোকন করিলে, মানবজাতি যে জীবিত আছে, এ বিষয়েই মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হয়, এবং সংশয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক

ভয়ানক নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। কেহ যদি শ্মশানস্থ শব রাশির মধ্যে, অন্ধকার রাত্রিতে, একাকী শুইয়া রহে, তাহার চিত্তে তাহা হইলে আত্মজীবন সম্পর্কে সংশয় হওয়াও অসম্ভব নহে। পৃথিবীর সামাজিক জীবন প্রায়শঃ সকল স্থলেই ঐরূপ শ্মশান-ক্ষেত্র। যে যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানেই সে পড়িয়া রহিয়াছে। সকলেই নিষ্পন্দ ও নিশ্চল। কিন্তু যখন এইরূপ শ্মশান-ভূমির অনতি-দূরে দৈবাৎ কোন স্থলে হল-হলাময় লোক-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, এবং লোকারণ্যের ভৈরবচ্ছবি মনুষ্যের দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ করে, তখন মনুষ্যের সজীবতা সম্বন্ধে সেই সংশয় ও সেই নৈরাশ্য আপনা হইতেই অপনীত হইয়া যায়, এবং মনুষ্য তখন শ্মশানের ভস্ম শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সাধনার জন্য আকুল হইয়া উঠে। ইহাই লোকারণ্যময় জীবন্ত সৌন্দ-র্য্যের সার্থক মহিমা! কেন বহুসহস্র লোক প্রমত্ত ভাবে একত্র হয়,—কেন বহু লোকের হৃদয়-যন্ত্র এক সঙ্গে এক সুরে বাজিয়া উঠে, যদি চিন্তার এ সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া লোকসংগ্রহের মুলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে একবারে মানবপ্রকৃতির মূল-প্রস্রবণের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, এবং যাহা কখনও জানিতে পাও নাই, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে।

বুদ্ধি মনুষ্যের প্রকৃত জীবন নহে। উহা জীবনের পথে আলোক মাত্র। মনুষ্যের প্রকৃত জীবন হৃদয়ে। হৃদয়ের প্রবাহ রুদ্ধ হইলে, অনুরাগ, বিরাগ, সুখ, দুঃখ, জাগরণ ও নিদ্রা সকলই স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া উঠে। মনুষ্যজাতির সেই হৃদয় আছে না শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার অনেক প্রকার পরীক্ষার মধ্যে এক প্রধান পরীক্ষা লোকারণ্য। লোকারণ্যে কোথাও জাতীয় ধর্ম্মানুরাগ, যুগান্তের নিদ্রা হইতে সহসা জাগরিত হইয়া, শত সহস্র চক্ষে অশ্রুধারায় প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও দেশানুরাগ অথবা পৈত্র-বাৎসল্য * পৈতৃক সুখ-স্বত্বের পুনরুদ্ধারের জন্য নিশীথ বায়ুর বিষাদ-গভীর করুণ-নিঃস্বনে বিলাপ করিতেছে;—কোথাও বহুদিনের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুঃসহ অপমান, সহসা দাবানলের ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়া, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেছে, তাহাই পুড়িয়া ফেলিতেছে; কোথাও নবোত্থিত ন্যায়পরতা জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মাবর্ত্ত হইতে তড়িন্ময় তূর্ণডের † রুদ্র

* পেট্রিয়ট (Patriot) এই অর্থে পৈত্রবৎসল কিংবা পৈত্রপ্রিয় এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হওয়াই বোধ হয় সুসঙ্গত। কারণ, পেট্রিয়ট শব্দের মূল লাটিন পেটার' শব্দ। 'পেটারের' অর্থ পিতা।

† ইংরেজী (Tornado) টর্ণেডো শব্দ বোধ হয় বাঙ্গালায় তূর্ণড শব্দে অনুবাদিত হইতে পারে। ডী বিহায়সা গতৌ। কত্রর্থে ডঃ। গরুড় শব্দও এইরূপে ডী ধাতু হইতে ব্যুৎপাদিত।

মূর্ত্তিতে সমুত্থিত হইয়া, আসুরিক অত্যাচারের সমস্ত বিষবৃক্ষ একশ্বাসে উড়াইয়া নিতেছে এবং সামাজিক স্বার্থপরতার সমস্ত লৌহদুর্গ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, যেন সেই ধূলিতেই ধূলিময় হইয়া, উড়িয়া যাইতেছে।

যাঁহাদিগের চিত্ত লোকারণ্যের উচ্ছলিত সৌন্দর্য্য দর্শনেও উথলিয়া উঠে না, তাঁহারা অবশ্যই সাধারণের সুখ-দুঃখে উদাসীন। মনুষ্য কি বলিয়া তাঁহাদিগকে মনুষ্যের সন্তান জ্ঞানে ভালবাসিবে?—আপনার জন বলিয়া মনে করিবে? সঙ্গীত বনের পশু ও বিষ-সর্পের হৃদয়ও আকর্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা সুদুর্লভ মনুষ্যকুলে জন্ম লাভ করিয়াও সঙ্গীতের জগন্মনোহারি স্বাদ-সুখে অস্পৃষ্ট রহে, উল্লিখিত উদাসীন পুরুষেরা প্রকৃতির গঠনে ও বিকাশে কিয়দংশে তাহাদিগের মত নহেন কি? তবে এক বিশেষ কথা এই, উদাসীনতার সহিত উদাসীনতারও পার্থক্য আছে। কারণ, সর্ব্বপ্রকার উদাসীনতাই এক বস্তু নহে। তৃষ্ণার বিকার এবং 'তদ্গত' ভক্তির বিহ্বলতায়, বাহিরের লক্ষণে কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, অভ্যন্তরের পার্থক্য বড় বেশী। সুতরাং, যাঁহাদিগকে এস্থলে সাধারণতঃ উদাসীন শব্দে নির্দ্দেশ করিলাম, তাঁহাদিগের পরস্পর-পার্থক্যও কোন অংশেই বিস্ময়ের বিষয় নহে।

উদাসীনদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী যোগী। লোকে কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে লোকারণ্যের মধ্যে দেখিতে পাইবে? তাঁহারা কপিল কিংবা কণ্বের কামনাশূন্য হৃদয় লইয়া, এই জগতের কোন নিভৃতস্থানে, যোগাসনে উপবিষ্ট থাকেন এবং জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা ধ্যানযোগে লাভ করিবার জন্য আপনা হইতেই মানব-সমাজের সকল প্রকার বাঁধুনি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, আপনাতে আপনি অবস্থিত রহেন। তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহাদিগের কথা পৃথক্। লোকে তাহাদিগের বাহিরের জীবন মাত্র দেখিয়া, বুদ্ধির অল্পতা হেতু, এইরূপ অনুমান করিতে পারে যে, লোক-নিবাসের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে. এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, ঐ যে আকাশের চন্দ্র পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে অত ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে. পৃথিবীর জোয়ার ভাটা অথবা ধূলিময় সুখ-দুঃখের সহিত উহারও কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। যোগ-রত মহাত্মারা আকাশের চন্দ্রমার মত। সংসারের হর্ষবিষাদ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও, তাঁহারা যেখানে যে ভাবে অবস্থান করুন, তাঁহাদিগের অস্তিত্বই আশীর্ব্বাদের মধুর-ভাষা,—তাঁহাদিগের জীবন

স্বভাবতঃই জীবের দুঃখহারি এবং জীব-জগতের শান্তিকুম্ভ স্বরূপ।

আর এক প্রকার উদাসীনেরা নিউটন, কোম্‌ট্‌ ও নিউম্যান * প্রভৃতির ন্যায় গৃহস্থ হইয়াও বানপ্রস্থ,— লোকালয়ে অবস্থিত হইয়াও, দ্রষ্টব্যে লোকসম্পর্কশূন্য। যোগারা জীবন-বর্ত্মের যে গ্রামে উত্থিত হইয়া যোগরত রহেন, ইঁহারা তাদৃশ উচ্চগ্রামের লোক না হইলেও, জ্ঞানের অকৃত্রিম উপাসক এবং জ্ঞানযোগে লোকের দুঃখনাশক ও সুখ-শান্তির প্রকৃত পরিপোষক। সমীরণ যেমন কুসুমের সৌরভে সুরভি হইয়া অলক্ষিতভাবে জীবের দুঃখ হরণ করে—রোগে ঔষধ ও ভোগে স্বাস্থ্যবর্দ্ধক শক্তির ভাব ধারণ করিয়া জীবের উপকারক হয়, মানব-জগতের সাহিত্যও, সেইরূপ এই শ্রেণীর অসাধারণ পুরুষদিগের কথার সংস্পর্শে সুখ-শীতল হইয়া লোকের উপকারে ও লোক-সমাজের উৎকর্ষসাধনে অল-

* মৃত মহাত্মা কার্ডিনাল নিউম্যান এবং তদীয় অনুজ মহামনস্বী ফ্রান্সিস্‌ নিউম্যান। ইঁহারা জাতিতে ইংরেজ, কিন্তু উভয় ভ্রাতাই ভারতীয় ঋষিতাপসদিগের ন্যায় সংযমপরায়ণ; উভয়েই পরম জ্ঞানী—পরম ভক্ত; নিভৃত-নিবাসের শান্তিপ্রিয়, অথচ লোকহিতৈষিদিগের গুরুস্থানীয়। অল্প দিন হইল কনিষ্ঠ নিউম্যান লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স নব্বই বৎসরের উপরে উঠিয়াছিল। তিনি খৃষ্টীয়ধর্ম্মের বিরোধী—ব্রহ্মবাদী যোগী।

ক্ষিত ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, এবং অতি বড় দুঃখের সময়েও, লোকের প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রীতি ও সান্ত্বনার অমৃত ঢালিয়া দেয়। ইহা সত্য যে, এই শ্রেণির উদারপ্রকৃতি উন্নত পুরুষেরা জীবনের অনেক বিষয়েই উদাসীন। লোকে ইঁহাদিগকেও লোকের উৎসবে ও ব্যসনে এবং লোকারণ্যের হল-হলার মধ্যে প্রায়শঃ দেখিতে পায় না।

ইঁহারা কি ভাবে, কি রসে, নিজ নিজ নিভৃত-নিবাসে একা পড়িয়া থাকেন, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে অধিকারী হয় না। কিন্তু, অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ইঁহাদিগের সমস্ত উদাসীনতাই আত্মসুখে। যে কার্য্যের সহিত লোকসমষ্টির সুখ দুঃখ বিশেষরূপে সম্পৃক্ত, ইঁহারা নির্লিপ্ত হইয়াও হাড়ে-মাংসে তাহাতে জড়িত। কেন না, লোকের দুঃখ দূর হউক,—লোক-জগতের সকলেই মনুষ্যোচিত সুখ-সমুন্নতি লাভ করিয়া জীবনে কৃতার্থ রহুক, ইহাই অহোরাত্র ইঁহাদিগের জপ-যন্ত্র।

তৃতীয় শ্রেণির উদাসীনেরা একটুকু বিচিত্র প্রকারের লোক। কেন না, তাহারা কিসে উদাসীন, কিসে অনুরক্ত, তাহা নিরূপণ করা অনেক সময়ই অতি কঠিন সমস্যা। তাহাদিগের জীবন-যন্ত্রের গ্রন্থিগুলি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ইহাই প্রতীতি হয় যে, তাহাদিগের যাহা কিছু

উদাসীনতা, তাহা পরের সুখে ও পরের দুঃখে। তাহারা আপনা বই আর কিছু বুঝে না, আপনার স্ত্রী পুত্র বই জগতের আর কাহাকেও চিনে না, এবং আত্মজীবনের অত্যল্প-পরিমিত সুখ-দুঃখের কথা ভিন্ন আর কিছুই তাহারা চিত্তে স্থান দিতে পারে না। তাহাদিগের হৃদয় পাষাণ-পরিবেষ্টিত সুগভীর কূপের মত। সেখানে লোভের ভেক এবং ঈর্ষ্যার ভুজঙ্গ থাকিতে পারে,—ক্ষুদ্রতা ও নীচতার কীট-পতঙ্গও অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু, সহানুভূতির সুখ-সমীর সে কূপে কখনও প্রবেশ পথ পায় না, এবং পরের সুখে সুখ অথবা পরের দুঃখে দুঃখ—ইত্যাদি প্রমত্ত ভাবের প্রমত্ত প্রবাহ ও প্রমত্ত তরঙ্গ কখনও সেখানে খেলিতে পারে না। তাদৃশ কিম্ভূত লোকেরা লোকারণ্যের জীবন্ত ও জ্বলন্ত সৌন্দর্য্যে শুধুই অনাসক্ত নহে, বরং তাহাতে মনে প্রাণে বিদ্বেষী। তাহারা স্বভাবতঃই লোকারণ্যে বিরক্ত। তাহারা সাধারণের অদৃষ্টের সহিত আপনাদের অদৃষ্টসূত্র গ্রথিত করিতে,—সাধারণের একাঙ্গ হইয়া, সংসারের গতি-পরিবর্ত্তের কারণ হইতে স্বভাবতঃই অসমর্থ। তাহাদিগের মনের কথা অগ্নিস্পৃষ্ট কঙ্কর হইতেও মনুষ্যের কাছে অধিকতর নীরস ও কঠোর বোধ হইয়া থাকে। সে সকল কথা সাধারণতঃ এইরূপ ;—

তোমার হাসিতে ইচ্ছা হয়, তুমি কোথাও যাইয়া একা বসিয়া হাস। তোমার সহিত আমি আবার হাসিতে যাইব কেন? তোমার কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, তুমি কোথাও যাইয়া একা বসিয়া কাঁদ। আমি আবার তোমার সহিত কাঁদিতে যাইয়া আমার আত্মসুখ নষ্ট করিব কেন? তোমার দেশ, তোমার দেশহিতৈষিতা,—তোমার সমাজ ও সামাজিকতা এবং তোমার জন-সাধারণরূপ অবাস্তব বস্তুর অমূলক সুখ-দুঃখের কথার সহিত আমার কোন্ সুখ ও কোন্ দুঃখ জড়িত রহিয়াছে? তুমি উপবাসী রহিয়াছ বলিয়া, আমিও কি অভুক্ত রহিয়াছি? তুমি বল-দৃপ্তের দৌরাত্ম্য অথবা, সামাজিক দুরিত-রাশিতে দগ্ধ হইতেছ বলিয়া, আমিও কি তোমার সহিত বিনা লাভে—বিনা লোভে—আগুনের জিহ্বায় হাত বাড়াইতে যাইতেছি? তোমার যদি রোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যন্ত্রণাও তোমার। তোমার জ্বালায় অথবা তোমার যন্ত্রণায় আমার আসে যায় কি?

যে দেশের অধিবাসীরা, সাধারণের দুঃখে ক্লিষ্ট অথবা সাধারণের আশায় আশান্বিত না হইয়া, খট্টারূঢ় মূর্খের মত, তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াই অভিভূত করে, কিংবা আপনারা আত্মসুখের ক্ষুদ্র একটি পুটলি বুকে লইয়া, খট্টার তলে কোন এক কোণে মাথা লুকাইয়া রহিতে পারিলেই,

আত্মগৌরবে কৃতার্থ রহে, সে দেশে লোকারণ্যের প্রীতি-প্রবর্দ্ধিত অদ্ভুত-দৃশ্য প্রাকৃত নিয়মেই অসম্ভব। মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার নিত্য-বঞ্চনা লইয়াই লোকে উদ্বিগ্ন রহে। সেখানে সহস্র-বজ্র-নির্ঘোষী জল-প্রপাতের আর সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ আত্মসুখ-রত অন্তঃসারশূন্য অবসন্ন সমাজে, লোকারণ্যের কথা দূরে থাকুক, লোক-হিত কর সামান্য কোন সৎকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান হইতে পারে না। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং উদ্দীপনাও লজ্জায়ই সেখানে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে সাহস পায় না।

পক্ষান্তরে, যে দেশ অথবা যে স্থানের অধিকাংশ অধি-বাসীরা হৃদয়ে সজীব,—যাঁহাদিগের হৃদয়ের স্রোত, নদীর জীবন্ত স্রোতের ন্যায়, কখনও পঙ্কিল এবং কখনও আবর্ত্তের পাকে প্রমাদময় হইয়াও, তর-তর ধারায় প্রবাহিত হয়,—যাঁহাদিগের প্রাণ পরের সুখে নাচিয়া উঠে, এবং পরের দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাঁহাদিগের লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা মিলিয়া মিশিয়া হাসিতে জানেন, মিলিয়া মিশিয়া কাঁদিতে জানেন, এবং কোন্ সূত্রে কেমন করিয়া গাঁথিলে, সকলের সমবেতহৃদয় একটি সুবিকসিত সুবিশাল স্তবকের ন্যায় গ্রথিত হইতে পারে, তাহাও তাঁহারা বিলক্ষণরূপে জানেন। যেখানে তাদৃশ অসংখ্য লোক প্রাণের

এক টানে মিলিত হয়, সেখানেই প্রকৃত লোকারণ্য।

যে সকল দেশ নব্য সভ্যতার নূতন আলোকে আলোকিত, তন্মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা এ তিনটি স্থানেই লোকারণ্যের বিরাট্ শোভা মধ্যে মধ্যে লোক-চক্ষুর বিস্ময় জন্মাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক চিত্র এ দেশে সকলেরই চক্ষে ভাসে। এ স্থলে তাই ফ্রান্স ও আমেরিকার অতীত ইতিহাস হইতেই দুই একটি চিত্র তুলিয়া পাঠকের সহিত মিলিত চক্ষে চাহিয়া দেখিব।

যখন সাহিত্যের সিদ্ধ-সেবক এবং সাধারণের সুখস্বত্ব ও শক্তিসম্মানের প্রসিদ্ধস্তাবক ভুবন-বিখ্যাত ভল্টেয়ার, চৌরাশী বৎসর বয়সে—জীবনের চরম সময়ে—জন্মভূমির ধূলি-স্পর্শ-লালসায়, * ফার্ণের নিভৃতনিবাস হইতে, পারিস

* ইটালীর অন্তর্গত জেনিভা নামক রমণীয় হ্রদের তটে ফার্ণে নামক একটি জন-মানব-শূন্য অপরিচিত স্থান ছিল। ঐ ফার্ণে এক্ষণ ভল্টেয়ারের নাম-যোগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভল্টেয়ার ফরাশি দেশ হইতে রাজ-শাসনে নির্ব্বাসিত হইয়া উল্লিখিত ফার্ণে নামক স্থানে তদীয় শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের পণ্ডিতবর্গ ফার্ণে যাইয়া তদীয় সারস্বতকুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ভল্টেয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান লেখক ও

নগরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, পারিসের অসংখ্য অধিবাসী তখন একই ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, যেন শত শত ইন্দ্রের ন্যায় শত সহস্র লোচনে, ঔৎসুক্য দেখাইয়াছিল, এবং তিনি যে পথে পদক্ষেপ করিতেন, সেই পথেই পুষ্পবৃষ্টি করিয়া, যেন প্রীতির পুষ্পিত বাহুতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। লোকে পারিসের সেই স্বয়মুত্থিত স্বভাব-প্রণোদিত লোকারণ্যের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিল যে, যাঁহারা শতদোষে দোষী হইয়াও, সাধারণের সুখ-সম্পদ ও স্বত্বাধিকার বৃদ্ধির জন্য, জীবনে কোন না কোন সময়ে, সাধকের মত ব্রত-পরায়ণ হইয়াছেন, মনুষ্যের হৃদয় কোন দিনও তাঁহাদিগকে একবারে ভুলিয়া রহিতে পারে না। এ শিক্ষা কোন জাতির জন্যই সামান্য শিক্ষা নহে।

যখন বোনাপার্টির প্রিয়তম উপাসকেরা, তাঁহার পর-

জগদ্বিখ্যাত লোক। ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের অধীন স্যাটিনে নগরে তাঁহার জন্ম হয়, ও ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, অতিপরিণতবয়সে, পারিস নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি কাব্য, নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস, চরিতাখ্যান ও দর্শনবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং যখন যে বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাতেই আপনার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

লোক-প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে, তদীয় মৃত-দেহটিকে, সমুদ্র-বেষ্টিত সেণ্টহেলেনার লোক-শূন্য কারানিবাস হইতে, দেব-দেহের ন্যায় পবিত্র বস্তু জ্ঞানে উদ্ধার করিয়া, ফরাশি রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ফ্রান্সের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশই এক তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, এক শব্দে শব্দিত, এক ভাবে উন্মাদিত এবং এক-দেহবৎ উত্থিত হইয়া, পিতৃশোকাতুর পুত্রের ন্যায়, হাহাকার করিয়া কাঁদিয়াছিল ; এবং কিবা প্রাসাদে, কিবা কুটীরে,—কিবা ধর্ম্মাধিকরণে, কিবা প্রমোদ-গৃহে, যে যেখানে ছিল, সে-ই সেখান হইতে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া, লোকারণ্যের শোভা বাড়াইয়াছিল, লোকের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া নয়নজলে ভাসিয়াছিল। তখন ফ্রান্সের গ্রাম ও নগর, অরণ্য ও জনপদ এক হইয়া গিয়াছিল, এবং সেই একীভূত, অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব, উন্মাদময় লোকারণ্যের উন্মাদিনী শোভা দেখিয়া, সমগ্র ইয়ুরোপ বিস্মিত-হৃদয়ে ও ভীত-ভীত ভাবে মাথা নোয়াইয়া ছিল। পৃথিবী সেই অভাবনীয় লোকারণ্য অথবা সেই অযুত-কোটিলোকের সম্মিলিত শোকচ্ছবি দর্শনে এই শিক্ষালাভ করিয়াছিল যে, যাঁহারা অলৌকিক শক্তির প্রমত্ত ঝটিকার উপর আরূঢ় হইয়াও স্বজাতির ছোট বড় সমস্ত ব্যক্তিকে আপনার প্রাণের সমান

ভালবাসিতে জানেন, মনুষ্য তাঁহাদিগের পবিত্র স্মৃতির সম্মানার্থ একটা প্রাণের বিনিময়ে অনন্তপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এ শিক্ষা সমগ্র মানব-জাতির জন্যই অমূল্য সম্পদ।

যখন আমেরিকার বহুলক্ষ পণ্ডিত ও মূর্খ, বৃদ্ধ ও যুবা, সমৃদ্ধ ও দরিদ্র, দাস ও দাসী বলিয়া চিহ্নিত নিগড়-বদ্ধ নর-নারীকে দুঃখের নরক হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, এক উৎসাহে উৎসাহিত ও একই ভাবে আলোড়িত হইয়া লোকারণ্যের বিরাট্ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এবং আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়াও, পরের জন্য পৃথিবীর সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল, তখন লোকে সে তীর্থপ্রতিম লোকারণ্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে এই এক কথা শিখিয়াছিল যে, মনুষ্যের প্রকৃত সুখ পরের সুখে,— প্রকৃত দুঃখ পরের দুঃখে,—এবং মানব-জাতির প্রাণনিহিত প্রীতি, আত্মসুখের সপ্তম স্বর্গে সমুত্থিত হইলেও, পরকে পাসরিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। এ শিক্ষা সমস্ত জগতের জন্যই চিরস্মরণীয় তত্ত্ব।

এই ভারতভূমি ঋষি ও যোগীর ধ্যান-নিবাস, তাপসের তপোবন এবং সাধকের পীঠ-স্থান হইয়াও, এক সময়ে কর্ম্ম-ভূমি বলিয়া সংসারে কীর্ত্তিত ছিল। তখন ভারত-বাসীরাও,

এ দেশের স্থানে স্থানে, লোকারণ্যের লোক-মোহন মহিমা-ন্বিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া উল্লসিত হইত। সে আগুন নিবিয়া গিয়াছে। সে শোভা আঁধারে ডুবিয়াছে। কিন্তু, অদ্যাপি এই নিষ্প্রাণ ভারতে—হরিদ্বারে গঙ্গার তটে—অথবা প্রয়াগে ত্রিবেণীর ঘাটে, সময়ে সময়ে লোকারণ্যের যে পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়, তাহাতে জগতের সকলেই এই এক শিক্ষা লাভ করিতেছে যে, জগদ্‌গুরু মহাপুরুষেরা মানব-হৃদয়ের যে ভাবকে জীবনের চরমবিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কবির কল্পনা অথবা দার্শনিকের দুরাকৃষ্ট চিন্তামাত্র নহে;—উহা একটি সজীব বস্তু এবং উহার নাম ভক্তি। ভারতীয় লোকারণ্য পৃথিবীকে শুধু এই কথা শিখাইতে পারিলেই ভারতবর্ষকে কৃতার্থ মনে করিব। প্রকৃতি অথবা প্রকৃতির প্রাণ-দেবতা যাহাকে যে সময়ে যে কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, তাহাই সে সময়ে তাহার কার্য্য,—যে জাতিকে যেরূপ সৌন্দর্য্যের পট দেখাইয়া আপনাতে আকর্ষণ করেন, তাহাই সে জাতির জন্য সৌন্দর্য্য।

লোক-রঞ্জন।

মনুষ্যসমাজে সাধারণতঃ মনুষ্যের প্রশংসা কিসে ?—না, মনুষ্যের চিত্তরঞ্জনে। যিনি লোক-রঞ্জনে পটু, তিনিই পুরুষের মধ্যে পুরুষ,—প্রীতিপ্রদ, প্রীতিভাজন, প্রশংসনীয়। আর, যিনি লোক-রঞ্জনে অপটু, তিনি যার-পর-নাই প্রীতিমান্ ও পরার্থপরায়ণ এবং যার-পর-নাই উদারপ্রকৃতি, অমায়িক-চরিত্র ও লোক-হিতৈষী মহানুভব হইলেও সাধারণের অপ্রিয় ও অপ্রশংসনীয়। সকল লোকেই, স্বসম্পর্কিত প্রিয় ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে, এইরূপ বলিয়া থাকেন যে,—তুমি যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যেরই মনস্তুষ্টি জন্মাইতে না পারিলে,—দশ জনে যাহা ভালবাসে, তাহা সম্পাদন করিয়া, দশ জনের মধ্যে গণনীয় ও দশ জনের আদরের পাত্র হইতে সমর্থ না হইলে, তাহা হইলে, এ জীবনে তোমার আর প্রয়োজন কি ? পুত্রের প্রতি পিতার এই উপদেশ, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার এই উপদেশ, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই উপদেশ, এবং যাহাকে যে উপদেশ দিতে পারে, তাহার প্রতিই তাহার এই উপদেশ।

উল্লিখিতরূপ উপদেশে জগতের কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্র

কিরূপ ফল ফলিতেছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। কারণ, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই ইহা দেখিতে পাইবেন যে, মনুষ্য যত প্রকারের কার্য্যে সংলিপ্ত রহিয়াছে, এই লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তিই তত্তাবতের মূলে সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তনা। লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম, দান ধ্যান, শিক্ষা ও সাধনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, উৎসাহ ও উৎসব, ক্লেশভোগ, কষ্ট-প্রয়াস, সমস্তই যেন লোক-রঞ্জনের জন্য। সাধারণতঃ বহু-লোকের যাহাতে অনুরাগ, তাহাতেই লোকের অনুরাগ এবং বহুলোকের যাহাতে বিরাগ, তাহাতেই লোকের বিরাগ। অপিচ, যে কার্য্যে লোক-চক্ষু আকৃষ্ট হইল, এবং আকৃষ্ট হইয়া প্রীত হইল, তাহাই কার্য্য; এবং যে কার্য্যে লোক-চক্ষু আকৃষ্ট হইল না এবং আকৃষ্ট হইয়াও প্রীতি প্রকাশ করিল না, তাহা লোক-সমাজের উপকার-কল্পে যত বড় উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য হউক না কেন, আপাততঃ তাহা অকার্য্য।

তুমি ভক্ত,—তুমি সাধক। তুমি কিসের জন্য ভক্তি-সাধনার এই কঠোর-ব্রত অবলম্বন করিয়াছ? লোকের নিকট প্রদর্শনের জন্য, না তোমার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য? যদি আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই তোমার এই ব্রত-ধর্ম্ম, এই দুশ্চর তপস্যা, তবে তোমার পরিচ্ছদে ঐরূপ লোক রোচক বৈচিত্র্য কেন? তোমার উত্থানে উপবেশনে,—তোমার নয়ন-

চালনে ও কথোপকথনে এবং তোমার প্রত্যেক পদক্রমেই পার্থক্যের ঐরূপ অপূর্ব্ব ভাব কিংবা অভিনব ভঙ্গী কেন? ইহা কি সকলই লোক-চক্ষু আকর্ষণের জন্য নহে? তুমি নির্জ্জনে আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া, আত্মার অভ্যন্তরে ক্ষণকালের তরেও প্রবেশ করিতে ভালবাস না, এবং এক মাত্র যাঁহাতে আত্মার চিরদিনের বিশ্রাম, তুমি তাঁহার অমৃত-ময় আবেশ উপভোগ করিতে কখনও অভিলাষী হও না;—অথচ যেই তোমার উপর লোক-চক্ষু নিপতিত হয়, অমনি তুমি ধ্যানে নিরত হইয়া নেত্র নিমীলন কর, এবং যিনি বাক্যের অগম্য,—অচিন্তনীয়, তাঁহাকে তুমি শ্রুতি-সুখাবহ বহুবাক্যে প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হও। তোমার এই ধ্যান, এই স্তোত্রপাঠ এবং জিহ্বার এই ব্যায়াম কাহার প্রীত্যর্থে?

তুমি দাতা, দীন-পালক, পর-দুঃখকাতর, পরোপকারী সাধু, তুমিই বা কি উদ্দেশ্যে বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় অবিরাম-ধারায় এই দান করিতেছ? ইহা কি লোক-মুখে যশোধ্বনির জন্য—না দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য? যদি দুঃখীর দুঃখমোচনই তোমার অন্তরের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা, তবে তোমার দান-পরম্পরার অগ্র ও পশ্চাৎ উভয়ত্রই এই ঢক্কানাদ ও পটহবাদ্য কেন? যখন কেহ দেখে না ও কেহ

শুনে না, তখন তোমার হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন ;—তখন তুমি অকুণ্ঠিতপ্রাণে অশ্রুধারাকুল অসহায় প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ কর, পিতৃহীন বালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লও, অস্থিমাত্রসার ক্ষুধিত দুঃখীকে দূর দূর বলিয়া স্বয়ং পঞ্চদশ ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইতে উপবিষ্ট হও, এবং শীত-বাতে কম্পিত অতিদীন ভিখারীকে দ্বারদেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়া সুগন্ধিবাসিত সুকোমল শয্যায় সুখ-সুপ্তি সম্ভোগ কর। অথচ, যখন সহস্র চক্ষু তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে, সহস্র রসনা তোমার গুণানুকীর্ত্তনে ব্যাপৃত হয়, এবং সহস্র বাহু তোমার আশীর্ব্বাদে নাচিয়া উঠে, তখন তুমি ধ্বজপতাকা উড়াইয়া এবং লোক-কোলাহলে দশদিক্ নিনাদিত করাইয়া দান কর, আর পর-দুঃখে পরিতাপ কর, এবং পর-দুঃখে পরিতাপ কর আর দান কর।

আর, তুমি সাহিত্যিক,—সুখময়ী কল্পনার প্রিয়সেবক, সারস্বতী শক্তির চির-উপাসক, বল দেখি, তুমিই বা কাহার প্রীতিতে সর্ব্বত্র এইরূপ আকুলতা প্রদর্শন করিতেছ ? কাহার পদারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সুখে দুঃখে সর্ব্বদা এইরূপ মধুর গীত গাইতেছ ? তুমিও কি যোগী এবং তাপস, দাতা এবং পরোপকারীর ন্যায় লৌকিক যশেরই কাঙ্গাল নহ ? যদি কল্পনার লীলাভূমিরূপিণী কবিচিত্তবিনোদিনী প্রকৃতির

বিভ্রম-বিলাস ও জগন্মোহিনী বাণীর জ্যোতির্ম্ময় রূপের বিকাশেই তোমার হৃদয় ডুবিয়া থাকিত, তবে কি তুমি কথ· নও আত্মভ্রষ্ট হইয়া এবং আপনার উচ্চব্রত পরিত্যাগ করিয়া, ইতরলোকের দ্বারে দ্বারে নানাবিধ কুৎসিত পট লইয়া নৃত্য করিতে, অথবা অজ্ঞান-তিমিরাবৃত অশিক্ষিত লোকের চিত্ত-বিনোদনের জন্য ভাষার নিরাবিল পবিত্র দেহে কুরুচির কালিমা তুলিয়া দিতে সাহস পাইতে? যখন প্রকৃতি, সৌদামিনীর ক্ষণিক উন্মেষে হাসিয়া হাসিয়া, এবং নিবিড়কৃষ্ণ নীরদ-মালার উন্মাদ-চাঞ্চল্যে অঞ্চল দোলাইয়া, সেই ভীমা ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন, হে প্রেমিক সাধক! তোমার চক্ষু তখন পার্থিব-ক্ষতিলাভ-গণনার অঙ্কপাতেই নিবিষ্ট থাকে; আবার যখন প্রকৃতি নিশার গভীর অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া মানব-জাতির দুঃখদুষ্কৃতির জন্য নৈশ সমীরের সুগভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে শোকাতুরার মত হাহাকার করেন, তোমার কর্ণ তখনও তৎপ্রতি বধির রহিয়া নিকৃষ্ট-জন-ভোগ্য নিকৃষ্ট সুখের আহ্বানই শ্রবণ করিতে রহে। অথচ, যেই তুমি লোকবহুল সভাস্থলে যাইয়া উপবিষ্ট হও, অমনি তোমার চক্ষু প্রকৃতির প্রেমে দর-দরিত-ধারায় বাষ্পবারি বিমোচন করে,—তোমার হৃদয় কল্পনার প্রমোদ-স্পর্শে উছলিয়া উছলিয়া উঠে। ইহা কি প্রকৃতই বিচিত্র নহে?

বস্তুতঃ, এই প্রকারে দৃষ্ট হইবে যে, লোক-জগতের অধিকাংশ ক্রিয়াই লোক-মোহনের প্রক্রিয়ামাত্র, অথবা প্রাণশূন্য ক্রিয়ার প্রাণ-প্রীতিকর সাড়ম্বর প্রদর্শন। কারণ, প্রকৃত ক্রিয়ায় তোমার যে আনন্দ নাই, ক্রিয়ার প্রদর্শনে তাহার শতগুণ আনন্দ, এবং অন্ধকারে তোমার যে উৎসাহ নাই, লোক-দৃষ্টির আলোকে তাহার শতগুণ উৎসাহ। লোকে যখন চালায়, তখন তুমি চল, এবং লোকে যখন না চালায়, তখন তুমি নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহ। শুধু ইহাই নহে,—লোকে অনেক সময় না বুঝিয়া যাহা ভালবাসে, অতি অপ্রিয় বস্তু হইলেও তাহাই তুমি ভালবাসিতে চেষ্টা কর, এবং লোকে শক্তির অল্পতা অথবা অন্য কোন কারণে, যাহা ভালবাসিতে পারে না, অতি প্রিয়বস্তু হইলেও তাহাতে তুমি ঘৃণা প্রকাশ করিতে যত্নশীল হও। যেন লোকের চিত্ততর্পণেই তোমার জীবনের পরীক্ষা, এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠালাভের বিবিধ পদ্ধতিতে পাদ-চারণাই তোমার প্রধান শিক্ষা।

ইহার পর সহজেই এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, পৃথিবীতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বহুদর্শী ও অদূরদর্শী, সকলেই যদি লোক-রঞ্জনের অনুকূল ক্রিয়াকলাপ লইয়া এইরূপ ব্যাপৃত, তবে কি লোক-রঞ্জনই মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ও একমাত্র ব্রত ?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ ইহাই আমাদিগের বক্তব্য যে, মনুষ্য যতই কেন চেষ্টা না করুক, যতই কেন আকুল না হউক, সর্ব্বতঃসিদ্ধ ও সর্ব্বসম্মত লোক-রঞ্জন আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ; উহা স্বভাবতঃই অসাধ্য ও অসম্ভব। যুধিষ্ঠির যেমন বলিয়াছেন,—

"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।"—অর্থাৎ মুনির মধ্যে এমন কেহ নাই, যাঁহার মত সর্ব্বাংশে অন্যান্য মুনির মত হইতে অভিন্ন; আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি,—

নাসৌ জনোযস্য মতি র্ন ভিন্না।—অর্থাৎ, মনুষ্যের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাহার মতিগতি সর্ব্বাংশে অন্যান্য মনুষ্যের মতিগতির সহিত এক-ভাবাপন্ন। সুতরাং, যে কার্য্যে এক জনের মনে পরমা তৃপ্তি, সেই কার্য্যেই আর এক জনের মনে যৎপরোনাস্তি অতৃপ্তি; এবং যে কার্য্যে এক জনের মুখে যশ, সেই কার্য্যেই আবার আর এক জনের মুখে অযশ।

তুমি যাহাকে প্রেমিক বলিয়া আদর কর, আমি তাহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করি; এবং আমি যাহাকে প্রিয়ংবদ বলিয়া প্রশংসা করি, তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাকে অনৃত-ভাষী বলিয়া ঘৃণা করেন। যিনি আমার বিবেচনায় সমাজ-সংস্কারক সাধুপুরুষ, তোমার বিবেচনায় তিনি

সমাজ-দ্রোহী পাষণ্ড ; এবং যিনি তোমার বিবেচনায় পরম ভক্ত পূজ্য ব্যক্তি, আমার বিবেচনায় তিনি একটি ক্রীড়া-পটু নট।

ঐ যে যুবা, বহুবিধ বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত এবং লূতাতন্তুসদৃশ সূক্ষ্ম অম্বরে অৰ্দ্ধ-আবৃত হইয়া, কেবলই হাসিতেছে আর বিলাস-ভঙ্গি প্রদর্শন করিতেছে, এবং যিনি যে কোন প্রসঙ্গে যে কোন চিন্তাগর্ভ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তাহাই গোল্‌ড্‌স্মিথের থরণ্‌হিলের ন্যায় অসাময়িক হাস্যে উড়াইয়া দিয়া, আপনার আমোদশীলতা ও ইঙ্গিত-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে, ইহাকেই কি তোমরা অলিভীয়া প্রভৃতি অবোধ অবলাদিগের ন্যায় সুরসিক বলিয়া আদর কর ? রস-গ্রাহী বিজ্ঞসমাজে ইনি একটি অন্তঃসারশূন্য অকালকুষ্মাণ্ড, কিংবা তাহা হইতেও অপকৃষ্ট বস্তু। আর ঐ যে বহু প্রতিষ্ঠান্বিত, পদানত, বিনীত পুরুষ, সকলের নিকটেই বিনয়ে নুইয়া পড়িয়া, সকলের সকল কথাই অবনত-মস্তকে অনুমোদন করিতেছেন,—সত্যের অপলাপ কিংবা অসত্যের প্রশ্রয় ইত্যাদি কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কিংবা চিত্তের অবজ্ঞাজনক অধীরতায় দৃক্‌পাত করিবার অবসরই না পাইয়া, যে যাহা বলিতেছে, তাহাই মুখ-ভঙ্গি দ্বারা মানিয়া লইতেছেন, এবং পরিশেষে, পরস্পর মতদ্বৈধ-

দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, ইহার ও উহার মুখপানে অতিকাতরনয়নে চাহিতেছেন, ইহঁাকেই কি তোমরা সুবিনীত সামাজিক বলিয়া সংবর্দ্ধনা কর? প্রকৃত সামাজিকদিগের চক্ষে ইনি একটি মস্তিষ্কশূন্য মাংসপিণ্ড অথবা পিণ্ডীভূত ভণ্ডতা।

বল এখন লোক-রঞ্জন কি? বল কিরূপে একই কার্য্যের অনুষ্ঠানে কিংবা নীতির একই পথ অবলম্বনে মনুষ্য যুগপৎ সকল শ্রেণীস্থ লোকের মনোরঞ্জন করিবে? যে গ্রীকজাতি আজি সক্রেতিসের চিরস্মরণীয় নামে জগতে এত সম্মানিত, সেই গ্রীকজাতিই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সক্রেতিসকে এক হস্তে দেবতার অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়াছে, এবং তাঁহাকে অসুর ও অপদেবতা হইতেও অধম বিবেচনায় আর এক হস্তে বিষ-প্রয়োগে তাঁহার প্রাণ-সংহার করিয়াছে। যখন নেজারথের সেই লোকবৎসল অলৌকিক যোগী চোর ও দস্যুর ন্যায় ক্রুস-কাষ্ঠে বিলম্বিত হন, তখন এক দিকে লোকে, শিরে করাঘাত করিয়া, হাহাকার করিয়া কাঁদিয়াছে, আর এক দিকে বিদ্রূপের বিকটহাস্য হাহাঃশব্দে সমুত্থিত হইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট আর ক্রমওয়েলকে * লইয়া ঐতিহাসিকেরা এই

* পাঠক এ বিষয়ে হিউম, ক্লারেণ্ডন, লামার্টিন এবং কারলাইল

তিন শত বৎসর বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, এবং বোধ হয়, আরও তিন সহস্র বৎসর বিবাদ করিবেন। যাঁহারা ক্রমওয়েলকে ভণ্ডভক্তির স্বয়মন্ধ দাস, অথবা কপটকুশল, ক্রূরচিত্ত কর্ম্মবীর বলেন, ষ্টুয়ার্ট তাঁহাদিগের চক্ষে প্রীতিজনিত কমনীয়তার প্রফুল্ল প্রতিকৃতি; এবং যাঁহারা ষ্টুয়ার্টকে প্রজাপীড়ক পাপাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ক্রমওয়েল তাঁহাদিগের চক্ষে ধর্ম্মনিয়ন্তা, ধর্ম্মের অবতার, অথবা স্বার্থশূন্য ধর্ম্মবীর। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া, এবং পৃথিবীর প্রতিযুগের ইতিহাস অথবা সমাজের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ পর্য্যালোচনা করিয়া, কে আর লোক-রঞ্জনে কৃতার্থ হইবার আশা করিতে পারে? এবং আশা করিবার কারণ থাকিলেও, লোক-রঞ্জনের জন্যই লোক-রঞ্জনকে মনুষ্য কোন্ সাহসে আর পুরুষকারসম্পন্ন মনস্বিজনের উচিত বর্ত্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে?

লোকাভিরাম রামচন্দ্র অষ্টাবক্র মুনির নিকট বলিয়াছিলেন যে, লোকের আরাধনার নিমিত্ত স্নেহ, দয়া, এবং জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্পর্ক অথবা জানকীরেও যদি তাঁহার পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাঁহার মনে দুঃখ-

---

এই চারি মহামহোপাধ্যায় ঐতিহাসিকের মত ও সিদ্ধান্ত একত্র মিলাইয়া সমালোচনা করিতে পারেন।

লেশসঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। * এ কথা সর্ব্বথাই শ্রীরামচন্দ্রের উপযুক্ত। যিনি পৌরুষী প্রতিভায় পর্ব্বতের মত উচ্চ হইয়া বনেচরদিগকেও প্রীতির মোহন-গুণে আপনার প্রাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, এই পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন এমন কথা আর কে বলিতে সমর্থ? যিনি পিতার বাক্য-পালন এবং বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জরিত বিমাতার চিত্তরঞ্জনের জন্য, ভারত সাম্রাজ্যের স্বর্ণসিংহাসনকেও তৃণ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া, অম্লান-বদনে বাকল পরিয়া বনে চলিয়া গিয়াছেন, এই পৃথিবীতে এমন কথা তাঁহার মুখে ভিন্ন আর কোথায় সম্ভবে? যিনি ভার্য্যাপহারী পাপাত্মাকেও অস্ত্রাঘাতে ক্লিষ্ট দেখিয়া অশ্রুজলের অমৃতময়ী ভাষায় আশ্বাস দিয়াছেন, এই পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন এমন কথা আর কে কবে বলিতে পারিয়াছে,—কে কবে বলিতে পারিবে? কিন্তু সহৃদয় শ্রীরামচন্দ্রের লোক-আরাধনা এক কথা, এবং হৃদয়শূন্য মনুষ্যসমাজের লোক-রঞ্জন আর এক কথা। যাহাদিগের জীবন লোক রঞ্জনের লীলাকৌশল লইয়াই জড়িতগড়িত, তাহাদিগের ব্রত-দক্ষিণা আত্মার স্বাতন্ত্র্যত্যাগ। স্নেহ আর

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।।"
(ভবভূতির উত্তর-চরিত)।

দয়া, সুখ অথবা সুখের কল্পলতাস্বরূপা প্রাণসহচরী একান্ত প্রিয় পদার্থ হইলেও রামচন্দ্রের মত লোকোত্তর ও লোক-স্থিতি-রক্ষক আদর্শ পুরুষের অত্যজ্য নহে। কিন্তু আত্মার স্বাতন্ত্র্য সমাজের বড় ও ছোট, সমৃদ্ধ ও দরিদ্র, উন্নত ও অধম সকলের জন্যই অত্যজ্য বস্তু।

মনুষ্যাত্মার স্বাতন্ত্র্য যে কেমন এক মহামূল্য সম্পদ, দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য শিক্ষার গৌরব করে, সভ্যতার গৌরব করে, এবং সামাজিক সমৃদ্ধিরও গৌরব করে; কিন্তু তাহার অধ্যাত্ম-স্বাধীনতা অথবা আত্মার স্বাতন্ত্র্য যে, শিক্ষা, সভ্যতা ও সামাজিক সমৃদ্ধি অপেক্ষাও তাহার নিকট শতগুণ অধিক মূল্যবান্ বৈভব, তাহা সাধারণতঃ তাহার বুদ্ধিতে লয় না।* সে এই বহিঃস্থ জড়প্রকৃতির অনন্ত বৈভব ও অনন্ত মহিমা

* If it were felt that the free development of *individuality* is one of the leading essentials of wellbeing; that it is not only a co-ordinate element with all that is designated by the terms civilization, instruction, education, culture, but is itself a necessary part and condition of all those things; there would be no danger that *liberty* should be undervalued, and the adjustment of the boundaries between it and social control would present no extraordinary difficulty. But the evil is, that *individual spontaneity*

দর্শনেই মোহিত ও বিস্ময়ে অভিভূত রহে অথচ তাহার আপনারই অভ্যন্তরে অনন্তের পূর্ণ আভা কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে নিহিত রহিয়াছে, তৎপ্রণিধানে ক্ষণকালের জন্যও তাহার চিত্তনিবেশ হইয়া উঠে না। সে মেঘ-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা, সমুদ্রের অসীম বিস্তার, নদীর আবর্ত্ত, সূর্য্যচন্দ্রের উদয় ও লয়, এবং সৌরজগতের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়াই আপনার কল্পিত ক্ষুদ্রতায় আপনি সঙ্কুচিত রহে;—অথচ তাহার অন্তরস্থ আশা যে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গেরও বহু ঊর্দ্ধে উড্ডীন হয়, তাহার হৃদয়ের বিস্তার যে সমুদ্রবিস্তারকেও লজ্জা দেয়, তাহার তৃষ্ণার আবর্ত্ত যে নদীর ভয়াবহ আবর্ত্তকেও উপহাস করে, এবং তাহার মন যে অনন্ত কোটি সূর্য্যচন্দ্র এবং অনন্ত কোটি সৌর-জগৎকেও অবহেলায় গ্রাস করিতে পারে, বহির্ব্যাপারমুগ্ধ মনুষ্য তাহা ধ্যানপর হইয়া ভাবিয়া দেখে না। ফলতঃ, এই সৃষ্ট জগতে মনুষ্যের আত্মা হইতে কিছুই উচ্চতর নহে, কিছুই বৃহত্তর নহে, এবং কিছুই প্রকৃত মহিমায় অধিকতর মহিমান্বিত নহে। মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ অথবা সৃষ্টজগতের মুকুট-মণি।

---

is hardly recognised by the common modes of thinking, as having any intrinsic worth, or deserving any regard on its own account.

(*Mill on Liberty*)

তাহার নিকট সিংহাসন ও তৃণ-শয্যা উভয়ই সমান; অপিচ সে মানে কিংবা অপমানে, আলোকে কিংবা অন্ধকারে, প্রাসাদে কিংবা পর্ণকুটীরে, যে ভাবে অথবা যেখানেই অবস্থান করুক, তাহার নাম মনুষ্য এবং মনুষ্য বলিয়াই সে তাহার আত্মার অপ্রতিম গৌরবে চির-গৌরবান্বিত। অখিল ব্রহ্মাণ্ডও যদি তাহার প্রতি নির্দ্দয় ও তাহার বিরুদ্ধাচারী হয়, সে তাহার আত্মার অনন্তোন্মুখী ভক্তিতে সেই এক দিকে 'দীন-হীন' অকিঞ্চনের ন্যায় অন্তরের সহিত অবনত রহিয়া, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেরই বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' বলিয়া অক্ষুব্ধভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারে, এবং যদি ধর্ম্ম তাহার অনুকূল অথবা লোকের মঙ্গল তাহার অভীপ্সিত অবলম্ব হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকের সমবেত মত ও সমবেত ইচ্ছাব প্রতিকূলে একমাত্র আপনার মত ও আপনার ইচ্ছাকেই একটি শক্তিরূপে প্রয়োগ করিয়া সংসারের এক কোণে একাকী দণ্ডায়মান রহিতে সর্ব্বতোভাবে স্বত্ব রাখে। * এমন যে অলৌকিক অধিকার,—

* "If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind." *J. S. Mill.*

স্বাতন্ত্র্যের এমন যে দেবদুর্ল্লভ বৈভব, মনুষ্য লোক-রঞ্জনের অতি সামান্য নট-নৈপুণ্য রক্ষার জন্য ইহাকেও বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়! "আমি আমিই বটি, আর একজন নহি," এইরূপ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ স্বাভাবিক সংস্কারের অন্তর্ম্মূলে যদি প্রকৃতই কিছু ঐশ্বর্য্য থাকে, অনেকে লোক-রঞ্জনের প্রথম অনুষ্ঠানেই স্বহস্তে তাহা বলিদান করে। এই হেতুই বুদ্ধি লোক-রঞ্জনের জন্য বিপথ-গামিনী, শক্তি লোক-রঞ্জনের জন্য অসত্যভাষিণী, প্রবৃত্তি লোক-রঞ্জনের জন্য নীচত্বের অভিসারিণী, এবং চিন্তার নিরাশ্রয়স্রোতও লোক-রঞ্জনের জন্য নিম্নবাহিনী। কাহারও স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রদীপ্ত-পাবক-শিখার ন্যায় ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছিল, লোক-রঞ্জন-লালসা তাহা নিবাইয়া ফেলিয়াছে; কাহারও রুচি ও চিত্ত হিমাদ্রির নির্ঝরবারির ন্যায় নির্ম্মল ছিল, লোক-রঞ্জন-লালসায় তাহা ক্রমে ক্রমে পয়ঃপ্রণালীর অস্পৃশ্য পঙ্ক হইতেও অপবিত্র হইয়াছে। পণ্ডিত লোক-রঞ্জনের জন্য মূর্খের ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছে,—বক্তা উদ্দীপনার আনন্দময় স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিয়া বিদূষক সাজিতেছে, এবং যে এক দিন মহানুভবগণের অগ্রগণ্য ছিল, সে আজি লোক-রঞ্জনের জন্য, নিজ পুরুষকার পরিহার করিয়া, মর্কট সাজিয়া বসিয়া আছে।

সংসারে কপট বিনয়, কপট প্রণয় এবং কাপট্যের আরও শত সহস্র প্রকারের অভিনয় কেন? এ সকল কি লোক-রঞ্জনেরই অনুরোধে নহে? অনেকে আত্মার স্বাভাবিক সম্পদে স্বর্গবাসেরও উপযুক্ত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট অপদেবতার ন্যায় অতি ধিক্কৃত জীবন যাপন করিতেছেন; অনেকে আবার আপনার দেহ, প্রাণ, প্রতিভা ও মনস্বিতা লোকের বিকৃত প্রবৃত্তির সাময়িক প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া, ইচ্ছাশূন্য তৃণের ন্যায়, কোথায় কোন্ দিকে জানেন না, ভাসিয়া যাইতেছেন। অনুসন্ধান করিলে, তাঁহাদিগের এই অধঃপাতেও লোক-রঞ্জন কামনাই কি কারণ রূপে প্রতীয়মান হইবে না?

তবে কি লোক-রঞ্জন পাপ? এই প্রশ্নের আমূল চিন্তা ও মীমাংসার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তির পাঁচটি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; যথা, লোক-ভয়, লোক-লজ্জা, লৌকিক-যশঃস্পৃহা,—লোকের প্রতি দয়া অথবা প্রীতি, এবং লোক-পরায়ণা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা।

আমরা ভয়-জন্য লোক-রঞ্জনকে পাপ অথবা পাপ হইতেও অবজ্ঞাজনক জ্ঞান করি, এবং যিনি বিঘ্নবিপত্তির আপাত-শঙ্কায়, অথবা কোনরূপ স্বার্থনাশ, সাংসারিক অনিষ্ট, কিংবা সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ক্রোধ-সম্ভাবনায় কর্ত্ত-

ব্যের সরল পথ হইতে ভয়ের ভাবে পরিভ্রষ্ট হইয়া,—লোক-চক্ষুর দৃষ্টির পথে, অতি জড় সড় ভাবে অবস্থান করেন, আমরা তাদৃশ ক্ষীণ-প্রাণ, নিস্তেজ মনুষ্যকে, মনুষ্যের গণনায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত পাপীরও বহু নিম্নে রাখি। ইচ্ছাকৃত পাপ অতি বড় গর্হিত, অতিবড় জঘন্য, অথবা অতি বড় ভয়াবহ হইলেও তাহা মনুষ্যের স্বকৃত কার্য্য, এবং সুতরাংই তাহার অনুষ্ঠানে মনের নিরঙ্কুশ গতি ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রহে। তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া আপনার গলায় ছুড়ি দেও, কিংবা ইচ্ছা করিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মর, তাহা হইলে তোমার তাদৃশ কার্য্যকে যতই না কেন নিন্দা করি, তথাপি ইহা স্বীকার করিব যে, উহা তোমার ইচ্ছাকৃত কার্য্য। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোনও জাতীয় জীবই ইচ্ছার এইরূপ অসামান্য স্বাতন্ত্র্য, এই আংশিক বিধাতৃশক্তি এবং এই প্রকার ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খলতার অধিকারী নহে। পশুপক্ষীর জন্য যে রেখা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহারা সেই রেখাতেই সতত বিচরণ করিতেছে, এবং সেই রেখাতেই নিজ নিজ জীবন-কাল বিচরণ করিবে। তাহাদিগের সহিত পাপপুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই,* এবং প্রকৃতির বিদ্রোহাচরণেও পশুজীবনে

* মহামতি ডারউইন তাঁহার Descent of man অর্থাৎ মনুষ্যের আবির্ভাব নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া

কোনরূপ অধিকার ও ক্ষমতা নাই। এই সম্পর্ক মনুষ্যের এবং এই রোম-হর্ষণ অধিকার ও ক্ষমতাও একমাত্র মনুষ্যেরই সম্পদ। সুতরাং মনুষ্যের পাপও মনুষ্যাত্মার উচ্চতারই পরিচয় দেয়। অনিচ্ছাকৃত পাপাচরণ অথবা ভয়-প্রণোদিত লোকানুগত্য স্বভাবতঃই সেই উচ্চ অধিকার ও উচ্চ সম্পদের মূলে কুঠারের মত আঘাত করে, এবং মনুষ্যজীবনকে সর্ব্বতোভাবে পশুজীবনে পরিণত করিয়া উহার নৈসর্গিক বিকাশের সমস্ত আশাই নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও অবমাননা আর কি হইতে পারে, বল।

ফলতঃ, যাহারা আপনার ইচ্ছায় কিংবা আপনারই প্রয়োজনে, কোন নীচ বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারা এক শ্রেণির লোক; এবং যাহারা পরের ইচ্ছায় কিংবা পরেব প্রয়োজনে, অথবা পর-চিত্ত-রঞ্জনের কামনায় নীচতা কিংবা নিকৃষ্ট পথের আশ্রয় লয়, তাহারা আর এক শ্রেণির লোক। আমাদিগের চক্ষে এই ভ্রূকুটিভঙ্গিভীত শেষোক্ত শ্রেণির মনুষ্যেরাই অধিকতর নিন্দার্হ। এ কথা সত্য যে, ইহাদিগের দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু অনিষ্ট, কিংবা লোক-সমা-

ছেন যে, পশুপক্ষীরও এক প্রকার অপূর্ণবিকসিত বিবেক আছে। কিন্তু, সেরূপ পাশব বিবেকের সহিত পাপ-পুণ্য অথবা অনুতাপের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

জেরও বিশেষ কোন অকল্যাণ হয় না; এবং ইহাও সত্য যে, দুষ্ক্রিয়ায় মতি থাকিলেও ইহারা শাসন-ভয়ে তাহাতে প্রায়শঃ প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করে না। বরং ইহারা অনেক সময়ে সাধুর সান্নিধ্যে সাধু, এবং শিষ্টের সান্নিধ্যে শিষ্টবেশ পরিগ্রহ করিয়া সৎকার্য্যেরও আনুকূল্য করে। কিন্তু তথাপি, যখনই মনে হয় যে, ইহাদিগের সুমতি ও কুমতি, উন্নতি ও অবনতি, সমস্তেরই মূল-হেতু ভয়, চিত্ত তখনই ঘৃণায় বিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

কুসুমে কিংবা কুসুম-কোমল বস্ত্রপুটে যেমন কীট, তেমনই মনুষ্য-হৃদয়ে ভয়। মনুষ্যের হৃদয়ে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়, যাহা কিছু সুদৃশ্য ও সুসৌরভযুক্ত, ভয় তৎসমুদয়ই চর্ব্বণের পর চর্ব্বণ করিয়া শেষে সেই হৃদয়-শক্তিকে একবারে অসার, অকর্ম্মণ্য এবং অবস্ত করিয়া ফেলে, এবং যৌবনের নবীন উচ্ছ্বাসে জরা ও বসন্তের প্রমোদ উদ্যানে শীতের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিকেই একবারে বিকৃত করিয়া তুলে। লোকের অপকার অথবা আত্মার অবমাননা এই দুই ভাবে ভিন্ন মনে ভয়ের ভাবকে আর কোনও ভাবে পোষণ করাই মনুষ্যের হিত-জনক নহে। ঈশ্বরকে ভয় কর, এ কথাও কুশিক্ষা কিংবা কুসংস্কারেরই উপদিষ্ট কথা। ইহা কখনও সমুন্নত ভক্তিধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। ভক্তিধর্ম্ম ঈশ্বরের

অনন্ত ঐশ্বর্য্যকেও বিস্মৃত হইয়া তাঁহার ভুবনমোহন মাধুর্য্য লইয়াই ব্যাপৃত রহে,—তাঁহাকে প্রাণের জন, প্রাণাধিক বস্তু অথবা প্রাণারাধ্য প্রিয়তম জ্ঞানে ভালবাসে। যাঁহারা বজ্রে কিংবা বিদ্যুতের বিস্ফুরণে বিধাতার মঙ্গল-হস্ত দেখিতে পান নাই, মেঘে তাঁহার মোহন-লীলা অনুভব করেন নাই এবং ঝটিকার ভৈরবনাদে তদীয় সুমধুর মুরলীনিঃস্বন শ্রবণ করিয়া প্রাণের টানে আকুল হন নাই, তাঁহারাই উল্লিখিত ভয়ের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ধর্ম্মজগতের আলোর উপর আঁধারের এক আবরণ দিয়াছেন। প্রকৃত পরমার্থবিদ্যা বিশ্বের সেই প্রাণ-শক্তিকে ভয় করিতে বলে না : যে পারে, সে তাঁহাকে ভক্তি করে। যদি ঈশ্বর সম্বন্ধেও ভয়ের ভাব পোষণ করা মনুষ্যাত্মার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়, তবে কি মনুষ্য মনুষ্যকে ভয় করিবে, এবং মনুষ্যের ভয়ে অধীর, উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠ রহিয়া লোক-রঞ্জনের জন্য একে আর হইতে যাইবে ? যাহারা মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও প্রকৃতির প্রবল বেগে ব্যাঘ্র, ভল্লুক অথবা বিষ-সর্প প্রভৃতির ন্যায় জীবের ভয়াবহ,—যাহাদিগের চক্ষের দৃষ্টি, জিহ্বার কথা এবং জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই জগতে কাহারও না কাহারও হৃদয়ে সর্পের বিষ-দংশনের ন্যায় জ্বালাময় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাদিগের সম্বন্ধে ভয়ের ভাব এক পৃথক্ বিষয়। সে ভয়ের প্রকৃত নাম সাবধানতা।

লোক-লজ্জা ঠিক্ ভয় নহে, অথচ উহাতে যেন ভয়ের ঈষৎ একটুকু ছায়া আছে। উহা মানব-হৃদয়ের এক বিচিত্র অনুভূতি। মনুষ্য গৃহ-প্রাঙ্গণ-স্থিত ভুজঙ্গের ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য অস্থির রহে, অথচ ভুজঙ্গ দর্শনে তাহার লজ্জা হয় না। পক্ষান্তরে, সে তাহার পরিচারক ও পরিচারিকাকে, গৃহ-পিঞ্জর-রুদ্ধ কপোত ও কপোতীর ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে তদীয় আশ্রিত, অনুগত এবং শরণাপন্ন জানিয়াও তাহাদিগকে ভয় না করিয়া লজ্জা করে;—লজ্জায় অনেক সময়, তাহাদিগের কাছে জড় সড় রহে। তাই বলিয়াছি, লোক-লজ্জায় ভয়ের তেমন সম্পর্ক নাই, অথচ উহা ভয়ের মত মনুষ্যের স্ফূর্ত্তি-নাশক, চিত্তসঙ্কোচক এবং স্বাধীন-গতির সুখ-দৃশ্য কণ্টক। উহা বিনা ভয়ে ভয়; উহা কখনও মুর্ম্মুর-দাহিনী অসহ্য বেদনা, কখনও অব্যক্তমধুর আনন্দময় যন্ত্রণা। এইরূপ সহর্ষ যন্ত্রণাকে প্রাচীন কবিরা হ্রী-যন্ত্রণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে প্রায় সকল সময়েই অনুতাপের একটুকু আভাস পাওয়া যায়; অথচ সে অনুতাপে বিবেকের অঙ্কুশ-তাড়না পরিলক্ষিত হয় না। সে অনুতাপ আহত অভিমানেরই জ্বালার ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই যে যত বেশী অভিমানী, তাহার তত বেশী লজ্জা; এবং এই জন্যই লোক-লজ্জার প্রভাব পৃথিবীতে লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তির

একটি প্রধান কারণ। উচ্চাভিমানী উন্নত পুরুষদিগের এই-রূপ লজ্জার ভাব কুত্রচিৎ কোন সময়ে দয়ার ন্যায়ও প্রতি-ভাত হইয়া থাকে। তাঁহারা অতি নীচাশয় এবং নিগৃহীত শত্রুর নিকটেও আপনাদিগের ক্ষমতা প্রদর্শনে লজ্জিত হইয়া যেন লজ্জার শাসনেই, তাহাদিগের চিত্ত-বিনোদনে যত্নপর হইয়া থাকেন।

যখন শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার লোক-বিশ্রুত সমরে জগজ্জয়ি-কীর্ত্তি লাভ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন কৈকেয়ীর কাছে মুখ দেখাইবার সময়, তিনি লজ্জায় এক-বারে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, এবং যিনি সত্যরক্ষারূপ শৌর-ধর্ম্মের সম্মানার্থ সংসারের সকল সুখই ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কৈকেয়ীর কাছে মাথা হেঁট করিয়া নানারূপ মধুর ছলনায় তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মা-ইলেন। ইহাই লোক-লজ্জা। অপরাধ কৈকেয়ীর; লজ্জা শ্রীরামচন্দ্রের। লজ্জা সত্যকে তখন ঢাকিয়া রাখিল, অথবা সত্যের উপর আপনি মাধুরীর ছায়ায় ছাঁইয়া পড়িল।

যখন দীন-দয়ার্দ্র কৃষ্ণ, মথুরামণ্ডলবাসী যাদব ও বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের মঙ্গলার্থ, দৈত্যের ন্যায় পরাক্রান্ত, পরপীড়ক কংসকে কিশোর বয়সের হেলায় খেলায় স্বহস্তে বিনাশ করি-লেন, তখন তাঁহার হৃদয় শতসহস্র দীন-দুঃখীর আশীর্ব্বাদ-

কোলাহলে প্রথমে একটুকু প্রফুল্ল হইল। কিন্তু, ইহার ক্ষণ পরেই যখন কংসের মাতা, বিমাতা এবং প্রিয়তম রাজমহিষীরা, অন্তঃপুর হইতে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইয়া, কংসের মৃত-দেহ বেষ্টনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ, লজ্জায় একবারে ম্রিয়মাণ হইয়া, তাহাদিগের কাছে নীরবে বসিলেন, এবং যেন তাহাদিগেরই চিত্তসন্তর্পণের জন্য কিছুকাল নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। * ইহাও লজ্জারই অনির্ব্বচনীয় শাসন। মনুষ্যের চক্ষুতে কি যে এক মোহিনী আছে, উহা যাঁহার উপর নিপতিত হয়, তিনিই অন্ততঃ তন্মুহূর্ত্তের জন্য আপনা হইতে একটুকু স্খলিত হন, অথবা আপনাকে আপনি ঐরূপ আত্মস্খলিত দেখাইতে ভালবাসেন। লজ্জা সত্য হইতে এখানে পৌরুষ-ধর্ম্মের একটুকু পরিস্খলন ঘটাইল, এবং সহানুভূতির মধুর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর-চিত্তরঞ্জনে প্রবৃত্তি জন্মাইল।

কূট-বুদ্ধির অন্ধ উপাসক, কৌরব-কণ্টক ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব-

---

* "কংসপত্ন্যস্ততঃ কংসং পরিবার্য্য হতং ভুবি।
বিলেপুর্ম্মাতরশ্চাস্য দুঃখশোকপরিপ্লুতাঃ॥
বহুপ্রকারমত্যর্থ্যং পশ্চাত্তাপাতুরো হরিঃ।
তাঃ সমাশ্বাসয়ামাস স্বয়মস্রাবিলেক্ষণঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ—২১ অধ্যায়।)

দিগের উপর উপেক্ষা কিংবা অপেক্ষার ভাবে কার্য্যতঃ যেরূপ অত্যাচার হইতে দিয়াছিলেন, বোধ হয়, ঐরূপ বিক্রান্ত অথচ বিনীত এবং ধর্ম্মানুগত জাতির উপর কোন দিনও কোন রাজবংশে তেমন অত্যাচার ঘটে নাই। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়কুলের অভিভাবক রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বীর-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, স্বয়ং সভাস্থলে উপবিষ্ট; অথচ সেই সভায়ই পাণ্ডবের রাজ-লক্ষ্মী— রাজসূয়-যজ্ঞ-পূজিতা রাজ-রাজেশ্বরী কেশাকর্ষণে নিগৃহীতা— বস্ত্রাকর্ষণে বিড়ম্বিতা!! ইহার উপর আর অপমানের কথা হইতে পারে কি? পুরুষ-সিংহ পাণ্ডবগণ, এই অত্যাচার, এই অপমান এবং এই অকথ্য নিগ্রহের প্রতিশোধ দিয়া অমৃতময়ী প্রীতির চক্ষে অপরাধী হইয়া থাকিলেও, লোকপালনীয় ধর্ম্মনীতির নিকট কোন অংশেও অপরাধী হন নাই। বৈর-নির্য্যাতন আর যে ভাবে এবং যে অর্থেই কেন পাতক হউক না, পাণ্ডব-কৃত বৈর-নির্য্যাতনকে কেহই ন্যায়বিরুদ্ধ নৈতিক পাতক বলিয়া গণনা করিতে পারিবে না। কিন্তু যেই পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সম্মুখীন হইলেন, অমনি তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং সত্যের অপলাপ করিয়াও স্বকৃত কার্য্য সমূহকে প্রকারান্তরে

পাপ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ইহাও লোকলজ্জা। যুদ্ধের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে প্রাণপণ চেষ্টায় যাহা করা হইয়াছে, লজ্জা তাহা কহিতে দিল না। লজ্জা সত্যকে তখন অসাময়িক জ্ঞানে আবরিয়া রাখিল এবং পাণ্ডবদিগের ক্রোধ-দগ্ধ কঠোর চক্ষে শিশির-সিক্ত প্রভাত-কুসুমের ন্যায় শোভা পাইল।

আমরা এখানে লোক-লজ্জার একটি মাত্র দিক্ প্রদর্শন করিয়াই নিবৃত্ত রহিলাম। ইহার আরও অনেক দিক্ আছে। লজ্জা, জীবনের অনেক কার্য্যেই, ছায়াময়ী জীবন-সঙ্গিনীর ন্যায়, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব করে,—মনুষ্যকে নানা প্রকার প্রীতিকর শৃঙ্খলে জড়াইয়া লইয়া, পরের অধীন করিয়া রাখে, এবং যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নির্ভীক-চিত্ত, উহা তাঁহাদিগেরও হৃদয়ের উপর অতি কোমল-স্পর্শে কার্য্য করিয়া,—তাঁহাদিগের কর্ণে কর্ণে অর্দ্ধস্ফুট মৃদুমুগ্ধ স্বরে কি যেন কহিয়া পরমুখপ্রেক্ষিতার বিবিধ কথা শিক্ষা দিয়া থাকে।

এইরূপ লজ্জাধীন লোক-রঞ্জন সাধারণতঃ দূষ্য নহে। কারণ, লোকের সুখ-শান্তিরূপ পরিণাম-ফলে, ইহার সহিত বিবেকের প্রায়শঃ কোথাও বিরোধ ঘটে না। লজ্জা তাদৃশ নির্ব্বিরোধ স্থলে মনুষ্যত্বের অতি দুর্লভ আভরণ,—দূষ্য হওয়া

দূরে থাকুক, দেবতারও স্পৃহণীয়। উহার মনোমোহিনী কান্তি মনুষ্যের মুখচ্ছবিতে সৌন্দর্য্যের আভা ফলায়,—নিষ্ঠুরের নীরস-দৃষ্টি লজ্জার অঞ্জন-স্পর্শে স্নিগ্ধ রহে,—নীরস-জিহ্বা লজ্জায় সংসিক্ত হইয়াই মধুসিক্ত লৌহ-শলাকার ন্যায় মুহূর্ত্তকাল মধুবর্ষিণী হয়, এবং যে স্বভাবদোষে দুর্ব্বিনীত, লজ্জা তাহার চরিত্রেও বিনয়-নম্রতার মত একটা ভাব সংঘটিত করায়। কৃপণ, কোন কোন স্থলে, লজ্জার শাসনে দাতা; স্বার্থপর লজ্জার শাসনে উদার, এবং পরদ্রোহী পাপিষ্ঠ লজ্জারই প্রভাবে পরোপকারী। লজ্জাজনিত লোক-রঞ্জনের এ সকল অনুষ্ঠান লোক-সমাজের কিরূপ মঙ্গলজনক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু যখন লজ্জা, বিবেকের পায়ে বেড়ীর মত হইয়া মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক গতিতে বিঘ্ন জন্মায়,—মনুষ্যের দয়াধর্ম্ম ও পরার্থপ্রিয়তার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি বিনাশ করিয়া ফেলে, এবং মনুষ্যকে মহত্ত্ব-মাধুর্য্যের পবিত্র তীর্থ হইতে টানিয়া নামাইয়া প্রতারণার পঙ্কিল জীবনে অনুরক্ত রহিতে বাধ্য করে, তখন যে উহাকে মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, সে বিষয়ে আবার বিচার বিতর্ক কি?

লোক-ভয়ের সহিত তুলনায় লোক-লজ্জা যত উচ্চ, লোক-লজ্জার সহিত তুলনায় লোক-সমাজে যশস্বী হইবার কামনা

ততোধিক উচ্চ। কিন্তু যশঃস্পৃহার ক্রিয়া দুই প্রকার; এবং যাঁহারা যশের জন্য লোক-রঞ্জনে রত, তাঁহারাও এই হেতু দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

যশের পরিণাম-ফল দুই;—যশোধ্বনির ক্ষণিক সুখ এবং যশোজনিত শক্তির চিরস্থায়ী শুভ-সম্পদ। যাঁহারা লোকের মুখে শুধু নিজ যশের নিত্য নূতন মধুর কথা শুনিবার জন্যই লালায়িত রহেন, তাঁহারা নিম্নশ্রেণির লোক। তাঁহাদিগের কথা লইয়া এখানে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা যে সকল যশস্কর কার্য্য করেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসুখ। আত্মসুখের অন্বেষণ বিষয়ে পশু পক্ষী এবং কীটপতঙ্গও আপনা হইতেই সুশিক্ষিত। কিন্তু সংসারে যাঁহারা যশস্বী বলিয়া সম্মানিত, তাঁহারা আর এক শ্রেণির লোক। তাঁহাদিগের যশঃস্পৃহার প্রকৃত উদ্দেশ্য জন-সাধারণের সুখ সমুন্নতি—জাতীয় সম্মান-বৃদ্ধি অথবা পরের সুখ। যশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের কাছে কিছুই নহে। কিন্তু, তাঁহারা যে সকল মহাসঙ্কল্প লইয়া জীবন যাপন করেন, যশোজনিত শক্তি সে সকল সঙ্কল্প সাধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। কেন না, যশ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জগন্মঙ্গল্য প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি।

যশস্বী গ্লাডষ্টোন রাজা না হইয়াও আজি ইংলণ্ডের রাজা।

ইংলণ্ড তাঁহার কথায় উত্থিত হয়; তাঁহারই ইঙ্গিতে উপবিষ্ট রহে। তিনি এই হেতু,—তাঁহার এই যশোজনিত শক্তি-সামর্থ্যে—ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় উপকারক। ইংলণ্ডীয় দীন-দুঃস্থ সাধারণ লোকের স্বত্বাধিকারবৃদ্ধির জন্য একা গ্লাডষ্টোন যাহা করিতে পারিয়াছেন, ইংরেজ রাজাদিগের মধ্যে স্বপ্নেও কেহ তাহা চিন্তা করেন নাই। যশস্বী গ্যারিবল্ডী ইটালীর কোন এক লুক্কায়িত প্রদেশে কৃষিপরিদর্শন প্রভৃতি অতিসামান্য কার্য্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত লুক্কায়িত রহিতেন, অথচ সমগ্র ইটালী, প্রাতঃ সময়ে তাঁহার নাম লইয়া, উদ্দেশে তাঁহাকে অভিবাদন করিত; এবং যেখানে যে সময়ে জন-সাধারণের সুখ-সম্মানের পতাকা উড্ডীন হইত, তাহার প্রতাপ ও প্রভাব, সেখানেই সেই সময়ে, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ-রাশির ন্যায় ছাঁইয়া পড়িত। যশস্বিগণের অগ্রগণ্য বাল্মীকি ও ব্যাস, বহুযুগ হইল, জীব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের যশঃপ্রদীপ্ত অবিনশ্বর জীবন অদ্যাপি শত-সহস্র-কোটি মানব-জীবনে প্রতিবিম্বিত ও প্রবাহিত হইতেছে এবং তাঁহাদিগের পর-প্রীণন-রত প্রমুদিত হৃদয়, অদ্যাপি প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের অসংখ্য হৃদয়ে, অমৃতের ন্যায় অনুভূত হইয়া কার্য্য করিতেছে। যশঃস্পৃহার যে ভাব মনুষ্যকে শক্তির এইরূপ উচ্চ

সম্পদ দেখাইয়া লোকানুরঞ্জনে অনুরক্ত করে, এবং কালের তরঙ্গ-নিঃস্বন ভেদ করিয়া কীর্ত্তির কল-নিঃস্বন শুনাইবার আশা দেয়, —যে ভাব একযুগের জীবকে সুদূরবর্ত্তী যুগান্তরেও জীবজগতের উপকারকল্পে উচ্চক্ষমতার প্রতিশ্রুতিদানে উন্মাদিত রাখে, তাহাও কি পাপ? মানব-জাতির অতীত ইতিহাস এবং মনুষ্যের হৃদয়, ধীরে ধীরে, মৃদুমোহন স্বরে. অতি সশঙ্ককণ্ঠে উত্তর করিতেছে,—না।

বস্তুতঃ, যশঃস্পৃহা, প্রতপ্তমদিরার ন্যায়, দীন-সত্ত্ব দুর্ব্বল মনুষ্যকেও, অন্ততঃ মুহূর্ত্তকালের জন্য, অতিমানুষ-বল প্রদান করে; যাহার বংশী-নাদ-বিনিন্দি মনোমদ আহ্বানে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ভীরু বীরের প্রভাবে গর্জ্জিয়া উঠে, যোদ্ধা স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-সাধনে মৃত্যুর করাল সান্নিধ্যেও অবিচলিত-পদে অগ্রসর হয়; যে যশঃস্পৃহা জ্ঞানের অনুসন্ধানে, এবং জাতিবিশেষের মধ্যে সেই জ্ঞান-বিস্তারের জন্য, ভাষার উৎকর্ষসাধনে উগ্র উদ্দীপনা,—পুরুষকারের প্রমত্ত লীলারঙ্গে চির প্রবর্ত্তনা; যাহার জয়-বৈজয়ন্তী সাগর-বক্ষে ও অদ্রি-শৃঙ্গে সমান দোদুল্যমানা, এবং শুধু লোকের হিত-সম্পাদনেই যাহার অসামান্য উত্তেজনা; সেই যশঃস্পৃহাকে ঘৃণা করা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্তই কঠিন। কিন্তু, কঠিন কথা হইলেও বলিতে হইবে যে, যশঃস্পৃহা ন্যায়পরতার ন্যায়

নির্ম্মল নহে, নিঃস্বার্থ অনুরাগের ন্যায়, সুদৃশ্য নহে, অভি-মান-সম্ভবা আসক্তির ন্যায় পুরুষের প্রীতিপ্রদ নহে, এবং মনুষ্যের ধর্ম্মপথেও সকল সময়েই সম্বল নহে।

দয়া আর প্রীতিতে যে লোক-রঞ্জন, তাহা আর এক পদার্থ। তাহা মেঘাবৃত সূর্য্য কিংবা পুষ্পপল্লবাবৃত বন-পাদপের সেই এক মাধুর্য্যের ন্যায় অনেক সময়েই মনোহর, অনেক সময়েই প্রশংসনীয়; এবং যখন মনোহর ও প্রশংস-নীয় নহে, তখনও প্রায়শঃই সহনীয় ও ক্ষমাযোগ্য। বশিষ্ঠ কিংবা বিশ্বামিত্রের ন্যায় বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, সুকুমারমতি শিশুর নিকট, শিশু সাজিয়া ক্রীড়া করিতেছেন;—বনবাসী পাণ্ডু তপোবনবাসী ঋষিকুমারদিগের মনোরঞ্জনের জন্য, কৌমার-কোমলতায় কমনীয় হইয়া, নানারূপ আমোদ করি-তেছেন; মেরেঙ্গো ও জীনার বিজেতা যোক্তিফিন ও তাঁহার নর্ম্মসহচরীদিগের নিকট মৃদু মৃদু হাসিয়া নৃত্য শিক্ষা করি-তেছেন; এবং ফেনিলন কিংবা নিয়ুটন প্রমোদ পরিহাসে পাঁচজনকে প্রফুল্ল করিবার জন্য কর-ধৃত অক্ষমালা কিংবা করের লেখনী পরিত্যাগ করিতেছেন; এ সকল চিত্র সৌ-ন্দর্য্যে অতুল;—গৌরবেও অপ্রতিম। তোমার হৃদয় শোক-দুঃখে আচ্ছন্ন, তোমার প্রতিবেশীর গৃহে শুভকার্য্যের সুখ-উৎসব। তুমি যদি দয়ায় কিংবা প্রীতিতে আপনার শোক-

দুঃখ কিছু কাল বিস্মৃত রহিয়া তাহার সেই উৎসবে আনন্দ-ধারা ঢালিতে পার, তাহাও সুন্দর ও মনুষ্যত্বের গৌরব-বৰ্দ্ধক। পিয়ুরিটান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকেরা যে নীতিই কেন প্রচার না করুন, যাঁহার পবিত্র নাম তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের সার-সর্ব্বস্ব, সেই তপঃসাগর-মগ্ন ধীর স্বয়ং অন্যরূপ ছিলেন। তিনি, যে হাসে, তাহার সহিত হাসিতে জানিতেন; যে কাঁদে, তাহার সহিত কাঁদিতে ভালবাসিতেন; এবং পৃথিবীর পাপ, তাপ ও দুঃখ মোচনের চিন্তায় দিবারাত্রি যোগ-মগ্ন রহিয়াও পার্শ্বস্থ প্রিয় ব্যক্তিদিগের সামান্য হর্ষবিষাদের ভাবনা ভাবিতে অবসর পাইতেন। দয়ার এমনই রীতি, এবং প্রীতির এমনই গতি।

আমেরিকার অমর-গুরু প্রসিদ্ধনামা পার্‌কার পণ্ডিতের মধ্যে পণ্ডিত, বীরের মধ্যে বীর, এবং পরমার্থনিষ্ঠ ভক্তসমাজে ভক্তির অকৃত্রিম সাধক বলিয়া পূজা পাইতেন। তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রাচীন জ্ঞানীদিগের তত্ত্বসঞ্চয়কে বহুসংখ্য ভাষা-মুখে শোষণ করিয়াও অতৃপ্ত রহিত। ইতিহাসে ও দর্শনে এবং সুললিত সাহিত্যশাস্ত্রে তৎকালের অতি অল্প লোকই তাঁহার সমকক্ষ ছিল। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণতায় পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। গ্রন্থাদি লইয়া পরিশ্রমে তাঁহার এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি অধ্য-

য়নে প্রতিদিন নিয়ত অষ্টাদশ ঘটিকা নিবিষ্ট রহিলেও, অণু-মাত্র কাতরতা অনুভব করিতেন না। ইহার উপর আবার তিনি এমনই বাগ্মী, এমনই সুলেখক ছিলেন যে, তিনি যে কোন বিষয় স্পর্শ করিতেন, তাহাই তাঁহার অলৌকিক প্রতি-ভায় সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি ধারণ করিত। কিন্তু আপ-নাতে আপনি অবস্থান করিবার এসকল সুখ-সামগ্রী সত্ত্বেও, তাঁহার দয়া আর তাঁহার প্রীতি লোকানুরঞ্জনে ও পর-চিত্ত-বিনোদনে নিরভ্র নিদাঘের প্রভাতশস্য ও সান্ধ্যসমীরণবৎ অনুভূত হইত; এবং যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সে-ই তাঁহার মধুর দৃষ্টি, মধুর ব্যবহার, মধুমাখা কথোপকথন, এবং মধু হইতেও মিষ্টতর সরস-সম্ভাষণে মোহিত হইয়া প্রথম দর্শন অবধিই আপনাকে তাঁহার নিজ জন জ্ঞানে, তাঁহার ছায়ায় পড়িয়া থাকিত। * নগরের বালক-বৃন্দ,

* "But if God had endowed Parker with a noble intellect and he had honestly multiplied his five talents to ten, there was yet a greater gift which he possessed in still richer measure. The strong, clear head was second to the *warm, true heart*. Parker loved his friends with a *devotion* of which men in our day so rarely give proof, that we claim it as the *privilege of a woman* to know its happiness, *albeit such love becomes as much the manliness of a man as the womanliness of a woman.*" F. P. Cobbe.

প্রভু, অথচ তাঁহারাই পৃথিবীতে মনুষ্যের সুখের সামগ্রী,—মানুষী শক্তির পূজনীয় সেবক,—এবং জগদীশ্বরের কৃপায় মানব-জগতের মঙ্গল-ঘট।